ইতিমধ্যে ৫৭টি ভাষায় অনুবাদ করা এই বইটির ৩০ লক্ষ কপি বিক্রী হয়ে গেছে

ঈশ্বরের সন্ধানে

ডঃ রিচার্ড এ.বেনেট শহরের নকশাকারক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন; কিন্তু প্রশিক্ষণকালে তিনি ঈশ্বরের পরাক্রমী হস্ত দেখতে পান, যা তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। এরপর তিনি ইংলিশ কাউন্সিলে নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বাইবেল শিক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান।

১৯৪৬ সাল থেকে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে উদ্যমের সাথেই তিনি আগ্রহী শ্রোতাদের কাছে বাইবেল ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। ঐ সময় প্রায় ২০ বছর ধরে নিয়মিত ভাবে তাঁকে ট্রান্স ওয়ার্ল্ড রেডিও ও ফার ইষ্ট ব্রডকাষ্টিং করপরেশনের মাধ্যমে ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচার করতে শোনা গেছে।

১৯৫৮ সালে বিয়ে করার পর রিচার্ড তাঁর স্ত্রী ডরথিকে নিয়ে আনন্দের সাথে ঈশ্বরের সেবা করে চলেছেন। ডরথি নিজেও খুব সক্রিয়ভাবে মহিলাদের মধ্যে পরিচর্যা করে চলেছেন।

সম্প্রতিকালে রিচার্ড ও ডরথি তাঁদের মন্ত্রণা সভা আয়োজনের পরিচর্যা কাজটিকে এমন অনেক দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন যেখানে এর আগে তাঁরা যাননি। উন্নতিশীল দেশগুলি ভ্রমণকালে তাঁরা এমন অনেক জাতির কাছে প্রচার করে আনন্দলাভ করেছেন, যারা আত্মিকভাবে ক্ষুধিত; কিন্তু তাঁদের এই আনন্দের সাথে মিশে আছে অনেক দুঃখের অভিজ্ঞতা। এই সব দেশের বেশীর ভাগ মানুষই দারিদ্রতা, ক্ষুধা ও বঞ্চনার শিকার। ঈশ্বরের প্রেমে উদ্ভাসিত হয়ে রিচার্ড ও ডরথি এই সব মানুষের কাছে আর্থিক এবং আত্মিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন।

তবে শুধু মাত্র উন্নতিশীল দেশগুলিতে নয়, উন্নত দেশগুলিতেও ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে আগ্রহী মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে বেনেট দম্পতি আনন্দিত। এই সব মানুষের বহু প্রশ্ন তাঁরা শুনেছেন; কিন্তু প্রশ্ন হল জীবনের বহু প্রশ্নের কি নির্ভরযোগ্য উত্তর রয়েছে?

রিচার্ড বেনেট নিশ্চিত যে ঈশ্বর নিজেই এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন; আর তাই তিনি'ক্সঈশ্বরের সন্ধানে'ক্স নামক এই বইটি লিখেছেন।

'ক্সএই সেই বই যার জন্য আমি কুড়ি বছর ধরে প্রার্থনা করেছি'ক্স
জর্জ ভারোয়ার
ও এম সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক

Authentic

ISBN : 978-81-7362-858-0

Your quest for God *(Bengali)*

ঈশ্বরের সন্ধানে

রিচার্ড এ. বেনেট

ঈশ্বরের সন্ধানে

রিচার্ড এ.বেনেট

A

ঈশ্বরের সন্ধানে

ঈশ্বরের সন্ধানে

রিচার্ড এ. বেনেট

ভাষান্তর

দেবাশিষ মন্ডল ও সুমিত্রা মন্ডল

Ishwarer Sandhane
(Bengali)

Your Quest for God
by Richard A.Bennett

Copyright © 1985, 1988, 1997, 1998, 2003
Cross Currents International Ministries
www.ccim-media.com
Revised second Bengali edition 2001
Revised third Bengali edition 2008
ISBN-13: xxxxxxxxxxxx
ISBN-10: xxxxxxxxxxxx

Published by Authentic India

P. O. Box 2190,

Secunderabad 500 003, Andhra Pradesh www.authenticindia.in

আমার স্ত্রী ডরথির উৎসাহ, ভালবাসা এবং প্রার্থনা না পেলে এই বইটি হয়তো কোনোদিনই লেখা হত না। সাধু পৌল যেমন ফীবিকে বলেছিলেন, সেইরকম আমিও তার প্রতি এই কথা বলছি, '' সে অনেকের সাহায্যে এসেছে .... এমনকি আমারও!''

সূচীপত্র

মুখবন্ধ ix

প্রস্তাবনা xi

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বের কি সত্যিই আছেন? 1

দ্বিতীয় অধ্যায়

আপনার আত্মিক পথপ্রদর্শক কি নির্ভরযোগ্য? 9

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বেরের স্বরূপ কেমন? 23

চতুর্থ অধ্যায়

মানুষের মধ্যে বিভেদ কে সৃষ্টি করে? 33

পঞ্চম অধ্যায়

আসল সমস্যা কি? 47

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানুষ কেন এত ভ্রান্ত পথে চলে? 57

সপ্তম অধ্যায়

ঈশ্বের কি সত্যিই আমায় ভালোবাসেন? 69

অষ্টম অধ্যায়

আমি কোথায় জীবন পাবো? 93

নবম অধ্যায়

কিভাবে আমি ঈশ্বেরের পরিবারের সদস্য হবো? 107

দশম অধ্যায়

এর পর কি? 119

বিশ্বাসে আমার প্রতিশ্রুতি 129

মুখবন্ধ

দুটি কারণে আমি আপনাদের ''ঈশ্বরের সন্ধানে'' নামক বইটি পড়তে পরামর্শ দিই। প্রথম কারণ, আমি বইটির লেখককে ব্যক্তিগতভাবে জানি! তিনি বিশ্বাসে আমার সন্তান আর আমার সন্তানেরা যে সত্যের পথে চলছে এই খবর শুনে আমার যে আনন্দ হয় এর থেকে বেশী আনন্দ আমার আর কিছুতে হয় না (৩ যোহন ৪)।

দ্বিতীয় কারণটি আরও বাস্তব, আর তা এই যে ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ডঃ রিচার্ড বেনেট খুব সুন্দরভাবে,সব সন্দেহ দূর করে সংক্ষেপে গুছিয়ে লিখেছেন।

বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বর মানুষের হৃদয়ে অনন্তকাল স্থাপন করেছেন.....(উপদেশক ৩ ১১) । মানুষ অনন্তকালের জন্য নির্মিত বলে অস্থায়ী (ণিক বিষয়গুলি তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। মানুষের মধ্যে তাই বিরাজ করে এক অসীম শূন্যতা যা কেবলমাত্র ঈশ্বরই ভরিয়ে দিতে পারেন। এই বিষয়টি আরও সুন্দর ভাবে তুলে ধরতে সাধু আগষ্টিন বলে ছিলেন,'' হে ঈশ্বর তুমি আমাদের তোমার জন্য গড়েছ আর তাই তোমাতে বিশ্রাম না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আত্মা অস্থির।'' সেই জীবন্ত ঈশ্বরের সন্ধান পেতে, তাতে বিশ্রাম লাভ করতে এবং তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে এই বইটি আপনাকে সাহায্য করবে।

আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই যেন বহু মানুষ এই বইটি মনযোগ সহকারে পড়ে, যাতে ঈশ্বরের গৌরব তাদের কাছে প্রকাশিত হয় এবং তারা যেন অনন্তকালীন মঙ্গলের দর্শন পায়।

ডঃ. স্টিফেন এফ. ওলফর্ড

প্রস্তাবনা

বহু দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াবার সময় আমি এবং আমার স্ত্রী ডরথি এমন অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছি যারা ভিন্ন কৃষ্টি, ভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা ও শি(ার বিভিন্ন স্তর থেকে আসলেও আমাদের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন।

আমরা বি(াস করিনা যে হঠাৎ করেই তাদের সাথে আমাদের সা(াৎ হয়েছে যেমন ভাবে এটাও বি(াস করিনা যে, হঠাৎ করেই এই ছোট বইটি আপনাদের হাতে এসেছে।

এই বছর গুলিতে আমরা আমাদের ঐ বন্ধুবান্ধবদের সাথে ঈ(রের সন্ধান করতে যে সব আলোচনার মধ্যে দিয়ে গেছি তার কিছুটা এই বইয়ে তুলে ধরেছি।

ঈ(রের সন্ধানে নামক বইটির প্রথম সংস্করণটি আমরা ঈ(রের প্রতি আমাদের ধন্যবাদ প্রকাশ করতে ছাপিয়ে ছিলাম(আর তার পর পরবর্তী সংস্করণ গুলি আমরা ছাপিয়ে চলেছি। ডরথি ও আমার ২৫তম বিবাহ বার্ষীকি পূর্ণ হলে আমরা চিন্তা করছিলাম কিভাবে আমরা মঙ্গলময় ঈ(রের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব?

অনেক চিন্তার পর আমরা এই প্র(ের উত্তর খুঁজে পেলাম(আর তাই এই বইটি লিখে এবং তা ছাপিয়ে আমরা তা ২৫,০০০ মানুষের হাতে তুলে

দিয়েছি যেন তারা আশা ও শান্তির আলো দেখতে পায়। হিসাবটা ছিল এই রকম, আমাদের বিবাহের প্রতি বছরের জন্য বইটির ১০০০টি কপি।

তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করার জন্য আমাদের এই (ুদ্র প্রচেষ্টাকে ঈশ্বর আর্শীবাদ করলেন, কারণ বইটি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। এই প্রথম ২৫০০০ কপি বিভিন্ন দেশের মানুষের হাতে সরাসরি তুলে দেওয়া হলো। ঈশ্বরের সন্ধানে নামক এই বইটি পড়ে বহু মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়ে যখন আমাদের চিঠি লিখলেন তখন আমাদের আনন্দের সীমা রইলনা।

অনেকে আমাদের অনুরোধ করতে লাগলেন যেন আমরা বইটিকে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করি। সেইজন্য আমরা প্রার্থনা সহকারে বইটিকে আবার পরী(া করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করলাম, যাতে আগামী দিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এই বই পড়ে ঈশ্বরের সন্ধান পায় । ফলস্বরূপ এরই মধ্যে বইটি ৫০ ভাষায় ছেপে তা ৩০ ল(পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরেছি।

প্রথম অধ্যায়টি পাঠকের কাজে প্রয়োজনীয় না মনে হলেও কেউ কেউ তার দ্বারা উপকৃত হবেন, কারণ তা সেই সব পাঠকদের কথা মাথায় রেখে লেখা হয়েছে যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্র্ন করে থাকেন। যাঁরা সবকিছুই প্র্ন করে যাচাই করেন এমন মানুষের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়টি লেখা হলেও তা সমস্ত পাঠকের জন্য মূল্যবান কারণ তা আপানকে আপনার বি্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করতে উৎসাহিত করবে।

গোড়ার দিকের এই দুইটি অধ্যায় পাঠকের মনকে প্রস্তুত করার জন্য লেখা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে দেওয়া বিভিন্ন তথ্যগুলির বি্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে। তিন অধ্যায় থেকে দশ অধ্যায়ে মূল সত্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে যা আপনাকে ঈশ্বরের সন্ধান পেতে সাহায্য করবে। আর তাই আমরা এই পরিমার্জিত সংস্করণটিকে ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদের জন্য রাখলাম ।

ডরথি এবং আমি, আমরা উভয়েই ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তাঁর দয়ায় আমরা এমন অনেক মানুষের সং(পর্শে এসেছি যাঁরা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁদের বিভিন্ন ব্যক্তি(গত অভিজ্ঞতার কথা আমাদের কাছে বলেছেন। আমরা তাঁদের প্রার্থনা, ভালবাসা ও অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করার জন্য কৃতজ্ঞ। আর এই সব বন্ধুদের আমরা আর এক বার আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলছি,“ ধন্যবাদ”।

ঈশ্বরের সন্ধানে

পৃথিবীর আত্মজীবনী তার ভুতত্ত্বে রয়েছে(কিন্তু
অন্য আর পাঁচটা আত্মজীবনীর মতো তা
গোড়ার কথা বলে না।

স্যার চার্লস লাইল

প্রথম অধ্যায়

ঈ(রের কি সত্যিই আছেন?

আমাদের জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন সবকিছু বড় শূন্য লাগে আর তখনই আমাদের মনে ঈ(রের প্রেম এমনকি তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধেও প্র(জাগে।

বাইবেলে ঈ(রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, তা প্রমাণ করার চেষ্টাও করা হয়নি, কিন্তু তিনি যে আছেন তা বিনা বিচারে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বাইবেলের সর্বপ্রথম বাক্যই হলো,“ **আদিতে ঈ(র আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন” (আদিপুস্তক ১ ১)**। এই গু(গম্ভীর বিবৃতি একদিকে যেমন সরল, অন্যদিকে এই কথার তাৎপর্য তেমনই প্রগাঢ়। বাইবেলের এই লাইনগুলি ঘোষণা করছে যে, ঈ(র আছেন এবং তিনিই এই বি(ব্র(াণ্ডের সৃষ্টিকর্তা।

বহুবছর আগের কথা, তখন আমার স্ত্রী ডরথি, ইউরোপের একটি নামকরা মানসিক হাসপাতালে সিনিয়ার নার্স হিসাবে কাজ করছিলেন। একদিন ঐ হাসপাতালের এক বিখ্যাত মনরোগ বিশেষজ্ঞ, যিনি নিজেকে নাস্তিক বলে দাবী করতেন, তিনি ডরথিকে তার ধর্মবি(াস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ডরথি এই ভাবে উত্তর দিল,“ ডাক্ত(ারবাবু, আপনি জানেন আপনার ে(ত্রে আপনার পান্ডিত্যের জন্য আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। বি(বিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবেও আপনার যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে আর

ডাক্তার হিসাবে আপনাকে সবাই যথেষ্ট সম্মান করে। কিন্তু নিজেকে নাস্তিক বলে ঘোষণা করার আগে একবার অন্তত বাইবেল পড়ে দেখুন(অবশ্য তা উদ্যোগ সহকারে পড়তে হবে যে উদ্যোগ আপনি মনস্তত্ত্ব বিদ্যায় গবেষণার (ে ত্রে দেখিয়েছেন।

এরপর ডরথি ডাক্তা(ারবাবুকে এমন কতকগুলি রোগীর কথা স্মরণ করালো যারা সেই সময় দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছিল। ঈশ্বরের অপূর্ব আরোগ্যকারী শক্তি(ই তাদের জীবনে এই পরিবর্তন এনেছিল। ডরথি এর মধ্যে দু এক জনের নামও করেছিল, যারা নাটকীয় ভাবে পরিবর্তিত হয়ে কর্ম বহুল জীবনে ফিরে গিয়েছিল। প্রত্যেকটি রোগীই কিভাবে ব্যক্তি(গতভাবে এবং বিশেষভাবে ঈশ্বরকে জেনেছিল ডরথি তাও জানালো। ডাক্তা(ারবাবু নিজেও জানতেন যে, এই সব রোগীদের আরোগ্যের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের অত্যাধুনিক পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হয়নি। একজন নাস্তিক হিসাবেই হোক বা একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবেই হোক, এইসব রোগীদের জীবনে পরিবর্তন কিভাবে এসেছিল তা তার প(ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না।

যে ডাক্তা(ারবাবু একটু আগেই ডরথিকে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অবিশ্বাসের কথা বলছিলেন, কথোপথনের শেষে তিনিই ডরথিকে তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে বললেন। তিনি এও প্রতিজ্ঞা করলেন যে জীবনে এই প্রথমবার খোলা মন নিয়ে বাইবেল পাঠ করতে শু(করবেন।

সাত সপ্তাহ মন দিয়ে বাইবেল পাঠ করার পর সেই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডরথিকে জানালেন যে তিনি আর নিজেকে নাস্তিক বলতে চান না(কিন্ত তিনি এখনও একটি সমস্যার মধ্যে রয়েছেন আর তা এই যে, তাঁর জীবন ধারায় আমূল পরিবর্তন আনতে হলে তাঁকে প্রকৃতভাবে নিজের জীবন ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হবে। তাঁর কথায়,'' আমার সমস্যা আর বুদ্ধিগত নয়, কিন্তু আমি নিজেই বুঝতে পারছি, একজন নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী হবার জন্য আমার জীবন ধারায় যে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন তা মেনে নিতে আমি

অনিচ্ছুক।

আমাদের এই ডাক্তা(ার বন্ধুর জন্য দীর্ঘ দশ বৎসর প্রার্থনা করার পর অবশেষে আমরা তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম, যা থেকে জানতে পারলাম তিনি বিশ্বাসী হয়েছেন এবং তিনি ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। আমরা আনন্দে পূর্ণ হলাম, কিন্তু অবাক হলাম না(কারণ আমরা জানতাম বাইবেলের এই কথা যে '' **বিশ্বাস শ্রবণ হতে এবং শ্রবণ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা হয়'' (রোমীয় ১০ ১৭)।**

আমরা যেন ঈশ্বরকে জানতে পারি সেই জন্য আমাদের সাহায্য করতে ঈশ্বর আমাদের অন্তরের গভীরে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক সচেতনতা দিয়েছেন।

কিছু মানুষ ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করাটা বেছে নিতে পারে , কিন্তু এই পৃথিবীতে সম্ভবত এমন কোনো মানুষ নেই যে একেবারেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।

এমনকি এই বিশ্বে ঈশ্বর তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ দিয়েছেন। একবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞান যত আরো বিশ্বের বিভিন্ন গুপ্ত রহস্য গুলি ভেদ করতে এগিয়ে যায়, ততই প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, একজন সৃষ্টিকর্ত্তা ছাড়া এসব কিছু অস্তিত্বে আসা কত অসম্ভব ব্যাপার। এও কি কল্পনা করা যায় যে গণিতবিদ, যন্ত্রবিদ ও বৈজ্ঞানিকদের মিলিত বুদ্ধি ও প্রচেষ্টা ছাড়াই কোনো মহাকাশযান তার নিজের ক(পথে পৃথিবীকে প্রদ(িণ করে সঠিক জায়গায় সঠিক মুহূর্তে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে? ঠিক সেইভাবেই একজন সৃষ্টিকর্ত্তার পরিকল্পনা ও নক্সা ছাড়া সূর্যোদয়, বিভিন্ন ঋতু, তারামন্ডল ও অনু-পরমাণু, অভিকর্ষের শক্তি(ও ভালোবাসার শক্তি(র অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে' বিগ ব্যাংগ'মতবাদে বিশ্বাস করার চেয়ে বরং সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হাজারগুণে সোজা(কারণ স্রষ্টা ছাড়া যে সৃষ্টি অসম্ভব!

এমনকি সরকার, যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তারাও প্রতিবার মহাকাশে মহাকাশচারী পাঠাবার সময় মহাবিশ্বের বিভিন্ন নিয়মে ও তার ছন্দবদ্ধতার প্রতি তাদের যে বিশ্বাস রয়েছে তারই প্রমাণ দেন। এইসব সূত্র মান্য করলে তবেই একজন মহাকাশচারীকে আবার পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। শুনতে অবাক লাগে নয় কি যে যারা এই সব প্রাকৃতিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তারাই আবার সেই মহান সৃষ্টিকর্ত্তাকে, অর্থাৎ যিনি সেই নিয়মগুলি দিয়েছেন তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে?

আমরা সকলেই জানি একটা পরমাণু বোমার বিস্ফোরণে কি বিপুল পরিমাণ শক্তি(নির্গত হয় এবং কি প্রচন্ড তার বিধ্বংসী শক্তি(! অথচ গবেষণা করে জানা গেছে প্রতি মুহূর্তে সূর্য্য থেকে যে শক্তি(নির্গত হয় তা পাঁচ শো কোটি পরমাণু বোমার সমান। আবার শক্তি(বিচ্ছুরণকারী অন্যান্য তারাগুলির তুলনায় আমাদের সূর্য্য তুলনায় খুব বড় নয়, আর মহাবিশ্বে এই ধরণের কত তারা যে রয়েছে তার সঠিক সংখ্যা আমরা জানিনা। যদিও বর্তমানে আমাদের চোখে এই রকম ল(্য ল(্য ধরা পড়েছে, তবু বলা চলে আমরা যা জেনেছি তা অজানার (ুদ্র অংশ মাত্র। বর্তমানে বিভিন্ন জ্যোতির্বেত্যাগণ স্বীকার করছেন যে কিছু কিছু তারামন্ডল থেকে নির্গত শক্তি(র পরিমাণ সূর্য্যের থেকে নির্গত শক্তি(র বহুগুণ(কিন্তু কি ভাবে এই শক্তি(অস্তিত্বে আসে যদি না সবের মূলে উপস্থিত থাকেন সেই মহান স্রষ্টা, যাঁর শক্তি(র কোনো সীমা নেই? সত্যি সৃষ্টি আমাদের এক মহান ঈশ্বরের সাথে পরিচিত করায় যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী, যিনি বিধি দেন, যাঁর শক্তি(র কোনো সীমা নেই! বাইবেলে লেখা আছে

আকাশমন্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে, বিতান তাঁহার হস্তকৃত কর্ম জ্ঞাপন করে। দিবস দিবসের কাছে বাক্য উচ্চারণ করে, রাত্রি রাত্রির কাছে জ্ঞান প্রচার করে। বাক্য নাই, ভাষাও নাই, তাহাদের রব শুনা যায় না। তাহাদের মানরজ্জু সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত, তাহাদের বাক্য জগতের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত (গীতসংহিতা ১৯ ১-৪)।

ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ(অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাত্র(ম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্য্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই (রোমীয় ১ ২০)।

সুতরাং কোনো মানুষের প(ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়।

ঈশ্বরের অসীমতা, তাঁর দত্ত নিয়ম ও তাঁর পরাত্র(মের দিকে তাকালে বোঝা যায় আমরা কত তুচ্ছ, কত (ুদ্র!

ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদের মনেও এই প্রতিত্রি(য়া হয়েছিল(আর তা তিনি এই ভাবে প্রকাশ করেছেন

আমি তোমার অঙ্গুলি নির্মিত আকাশ মন্ডল, তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারকামালা নিরী(ণ করি, বলি, মর্ত্ত্য কি যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য সন্তান কি যে তাহার তত্ত্বাবধান কর? (গীতসংহিতা ৮ ৩,৪)।

বর্তমানে আকাশের তারামন্ডল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক গুণে বেড়েছে, কারণ অতিকায় টেলিস্কোপের সাহায্যে বিশ্বজগৎকে আমরা পাঁচ ল(গুণ বর্ধিত করে সেই সংকেত উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়ে তা দেখতে পারি। আর এর ফলস্বরূপ রাজা দায়ূদের মতো আমাদেরও ঐ এক প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হবে,'' যে সৃষ্টিকর্ত্তা এতকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমার মতো (ুদ্র মানুষের জন্য ব্যস্ত হবেন কেন?''

সৌভাগ্যবশঃত যে যুগে দুরবী(ণ যন্ত্রের এতো উন্নতি হয়েছে, সেই যুগে নানান ধরণের উন্নত অণুবী(ণ যন্ত্রও এসেছে। আর এই অণুবী(ণ যন্ত্রের সাহায্যেই আমরা আর এক জগতের সন্ধান পেয়েছি, যে জগতের জীবদের খালি চোখে দেখা যায় না। আর এই আণুবী(ণিক জগৎ মহাশূন্যের জগতের মতোই বৈচিত্রময় ও অপূর্ব! অনেকসময় এই সমস্ত (ুদ্রানু(ুদ্র

জীবদের রহস্য ভেদ করার পরে আলোকরশ্মির কণাও যথেষ্ট সুক্ষ্ম নয়। আর তাই প্রয়োজন পড়ে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের, যার সাহায্যে আমাদের চোখে ঐ ক্ষুদ্র জগতের সৌন্দর্য্য, নকশা এবং যে নিয়ম ও শক্তি দ্বারা তা চালিত, তা ধরা পড়ে।

সুতরাং যদি কখনও এই ভেবে অবাক হন যে আপনার মতো ক্ষুদ্র কারো জন্য তিনি আদৌ চিন্তা করেন কিনা, তবে পরমাণু বিজ্ঞানীরা কি বলছেন শুনুন তাদের মতে, এই বিশাল বিশ্বকে সংরচিত করে রেখেছে অতি ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্ব পূর্ণ বহু বিষয়। কোনো অনুর নিউট্রন ও প্রোটোনকে এক ইঞ্চির ১/১২ শত পরার্দ্ধভাগ দূরত্বে সরিয়ে রাখুন, দেখবেন পদার্থ কঠিন আকারে না থেকে সমস্ত জগতকে কসমিক পরমাণু বিস্ফোরনে উড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, স্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে ক্ষুদ্র বিষয়গুলি মহৎ বিষয়গুলির মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, **"মনুষ্য সন্তান কি যে তাহার তত্ত্বাবধান কর?"** রাজা দায়ুদের এই প্রশ্নের আশাব্যঞ্জক উত্তর রয়েছে, কারণ কেবল মানুষের আকার দ্বারা নয় বরং অন্য কিছু দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আমাদের ব্যক্তিগত মূল্য নির্ধারিত হয়। আর আমরা ঈশ্বরের কাছে কেন এতো মূল্যবান তাও তিনি প্রকাশ করেছেন।

সৃষ্টি যদিও নিজেই সেই ঈশ্বরের কথা বলে যিনি তার রচনা করেছেন, তাকে নিয়ম এবং শক্তিযুক্ত করেছেন, তবু ঈশ্বর মানুষের কাছে তাঁর অসীম প্রেম, ক্ষমা এবং মানুষের জন্য তাঁর মঙ্গলইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য এক অন্য পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু আপনি যদি সেই ঈশ্বরের সন্ধান পেতে চান তবে আপনার আত্মিক পথ প্রর্দশককে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

একটু ভেবে দেখুন

১) বাতাসে একমুঠো লৌহ চূর্ণ ছুড়ে দিয়ে কি এই ভেবে অপেক্ষা করতে পারেন যে তা একটা সুইস ঘড়ি হয়ে নেমে আসবে?

২) কোনো সৃষ্টিকর্ত্তা ছাড়াই বিশ্বব্রহ্মান্ড যে তার এই বিস্ময়কর জটিল কাঠামো নিয়ে অস্তিত্বে এসেছে এমন কথা কি ভাবা যায়?

৩) সৃষ্টি যদিও স্রষ্টা ঈশ্বরের দিকে তার অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তবু যিনি নিয়মের স্রষ্টা ও শক্তির আকর সেই ঈশ্বরই আমাদের তাঁর প্রেম ও ক্ষমা সম্বন্ধে বুঝতে সাহায্য করে থাকেন।

হাতে টর্চ থাকলে যে কেউ অন্ধকার গুহা
পরিভ্রমণ করে আসতে পারে।
পে-টো

গুহার মুখের অনুজ্বল আলো যদি প্রকৃতি হয়
তবে টর্চ হলো সুসমাচার।
এ.এইচ. স্ট্রং

দ্বিতীয় অধ্যায়

আপনার আত্মিক পথপ্রদর্শক কি নির্ভরযোগ্য?

কিছুদিন আগের কথা, খবর কাগজে একটি বিমান ভেঙ্গে পড়ার কারণ হিসাবে দায়ী করা হলো রাডারের দ্বারা প্রেরিত ভুল সংকেতকে। মর্মান্তিক ঐ দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল(কিন্তু কোনো মানুষ যখন ভুল আত্মিক পথ প্রর্দশকের উপর নির্ভর ক'রে আত্মিকভাবে চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়, সেই (তি কি এর তুলনায় কিছু কম (তি ?

বর্তমান জগতে অনেক পরস্পরবিরোধী ও বিভ্রান্তিকর খবর শুনতে পাওয়া যায় যেখানে প্রত্যেকেই দাবী করে যে সত্য ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর সঠিক সন্ধান তারাই দিতে পারে। সুতরাং আপনি কিভাবে বুঝবেন এদের মধ্যে কোন্‌টি নির্ভরযোগ্য? ঈশ্বরকে জানবার এই প্রচেষ্টায় আপনি নিশ্চয়ই ভুল পথে পরিচালিত হতে চাইবেন না, কারণ বিষয়টির উপর আপনার অনন্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ডাব্লিউ.ই.গ্ল-াডস্টোন লিখেছিলেন ''উৎপত্তির দিক দিয়ে বাইবেলের এক অনন্য বৈশিষ্ট আছে। প্রতিদ্বন্দী হিসাবে যাদের ভাবা যেতে পারে এমন যে কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে বাইবেল বহু এগিয়ে।''

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অব্রাহাম লিঙ্কন একবার বলেছিলেন '' আমি

বিশ্বাস করি ঈশ্বর মানুষকে যে দানগুলি দিয়েছেন, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো বাইবেল।''

বাইবেল যে অদ্বিতীয় সে সম্বন্ধে যুগে যুগে বহু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তাদের সা(্য দিলেও বাইবেল তার নিজস্ব সা(্য নিজেই বহন করে।

রাজা দায়ূদ তাঁর আত্মিক পথ প্রদর্শকের নির্ভরযোগ্যতা সমন্ধে কতটা নিশ্চিত ছিলেন তা তার এই উক্তি(থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়,'' **তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলো'' (গীতসংহিতা ১১৯ ১০৫)।**

আজও মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার জন্য নির্ভরযোগ্য পথ প্রদর্শক হিসাবে বাইবেলকেই খুঁজে পাই। বাইবেলের বিশ্বাসযোগ্যতাকে নাসাৎ করার বহু চেষ্টা করা হলেও অতীতের মতো আজও বাইবেল সেই দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে দাঁড়িয়ে আছে(সত্যি বলতে পৃথিবীর সমস্ত রচনার মধ্যে বাইবেলকে অনুপম রচনা বললে বেশী বলা হবে না।

বাইবেলের অনন্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে মানুষ প্রমাণ চায় বলে ঈশ্বর এমন অনেক মুদ্রাঙ্কন দিয়ে তা মুদ্রিত করেছেন যাতে বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় না থাকে। যদি কোনো অন্বেষী তার প্রচেষ্টায় সৎ হয় তবে বাইবেলের বিভিন্ন পাতা থেকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে সে এমন অনেক তথ্য যোগাড় করতে পারবে, যার দ্বারা প্রমাণ হবে যে বাইবেল **''ঈশ্বর নিশ্বসিত''** (২য় তিমথীয় ৩ ১৬)।

সম্পূর্ণ বাইবেল যদি একজন লেখকের দ্বারা লিখিত হতো তাহলে রচনাটি যেভাবে ক্র(মে ক্র(মে তার রূপ নিয়েছে তা দেখে বিস্মিত হবার কারণ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো সর্বযুগের এই সেরা গ্রন্থটি কোনো একজন লেখকের দ্বারা লিখিত হয় নি, বরং বিভিন্ন কৃষ্টি থেকে আসা একাধিক মানুষের দ্বারা বহু শতাব্দী ধরে তা লেখা হয়েছে, কিন্তু তা সত্বেও এই গ্রন্থ ঈশ্বরের সত্য সম্বন্ধে সুবিন্যস্ত , সঙ্গতিপূর্ণ ও অনুপম ধারণা দান করে। এই একটি বিষয়ই অবাক করার জন্য যথেষ্ট নয়কি?

এছাড়াও প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুড়ে অনবরত যে নতুন নতুন প্রমাণগুলি

এনে হাজির করছেন তার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে চলেছে যে বাইবেলে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে সত্য এবং নিখুঁত। যে সমস্ত ঘটনা একসময় রূপকথা বলে মনে হতো তার সত্যতা বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্দের খনন কার্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। *

হ্যাঁ, সত্যি বাইবেল ঈশ্বর নিশ্বসিত এক গ্রন্থ, যার মধ্যে সমস্ত মানুষের জন্য ঈশ্বরের বার্তা রয়েছে!

বাইবেল ঈশ্বরের গ্রন্থ হলেও এখনও অনেক মানুষ ভ্রান্তির কারণে তা পাঠ করতে চায় না। তারা মনে করে পৃথিবী দুই দলে বিভক্ত(, এক দলে রয়েছেন বৈজ্ঞানিকেরা, যারা কোনো বিষয় অনুসন্ধান করার জন্য মুখোমুখি দাড়ান(আর অন্য দলে রয়েছে ঈশ্বর বিশ্বাসীরা, যারা সেগুলি দেখতে চান না। এর অর্থ দাড়ায় যে একজন বৈজ্ঞানিক কখনও প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারেন না। বর্তমানে অবশ্য অনেক বৈজ্ঞানিক তা মনে করেন না। বাইবেল যদিও বিজ্ঞানের কোনো বই নয় তবুও যে যে অংশে এটি বিজ্ঞানকে ছুঁয়ে গেছে, প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলির দ্বারা সেই সেই অংশগুলি কিন্তু ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়নি, বরং প্রয়োজনে বহু (ত্রে বিজ্ঞান যে গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, বাইবেল তা অতিক্র(ম করে গেছে।

ধ(ন যেমন আমরা কেন এই পৃথিবীতে এসেছি, আর এই পৃথিবীতে আমাদের দিন শেষ হলে আমরা কোথায় যাবো এ সব প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। জীবন বলতে কি বোঝায় বা মানুষের প্রকৃত মূল্য কি, এসব

---

*১৮৬৮ সালে ক্লেইন নামে এক জার্মান পরিব্রাজক প্রাচীন মোয়াবের অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন যে অঞ্চলের বর্তমান নাম যর্দন। সেখানে তিনি একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন যাতে মোয়াবের রাজা মেসার লেখা ৩৪টি লাইন পাওয়া যায়। ইস্রায়েলের বি(দ্ধে তাঁর বিদ্রোহের কথা স্মরণীয় করতে এই শিলালিপিটি লেখা হয়। বাইবেলের দ্বিতীয় রাজাবলির প্রথম অধ্যায়ে ওমরি ও আহাব নামে যে দুই রাজার উল্লেখ রয়েছে, তাদের নাম এই লিপিটিতেও পাওয়া যায়। দুটি জায়গা থেকেই আমরা জানতে পারি যে ইস্রায়েলের রাজারা সে সময় মোয়াবকে পীড়ন করছিল। বর্তমান যুগেও এরকম অনেক আবিষ্কার থেকে বাইবেল যে ঐতিহাসিক ভাবে সত্য এবং নিখুঁত তা প্রমাণিত হয়।

প্রশ্নের সদুত্তরও বিজ্ঞানের জানা নেই। মানুষ যতই চতুর বা সরল হোক না কেন, ঐশ্বরিক সাহায্য ব্যতিরেকে ঈশ্বর সমন্ধে প্রকৃত সত্য কেউ জানতে পারে না। এই কারণেই প্রখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ্ ও দার্শনিক ব্লেজি পাশকাল বলেছিলেন,'' যুক্তিতর্কের দ্বারা আমরা শেষমেশ যা লাভ করেছি তা এই জ্ঞান যে, যুক্তিতর্কেরও একটা সীমা আছে। ঈশ্বর দত্ত এই বাইবেল যদি আমাদের কাছে না থাকতো তবে আজও আমরা আমাদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পেতাম না।

আসুন, এবার আমরা বাইবেলকে ঈশ্বরের বই বলার পেছনে অনন্ত যে দুটি বিশেষ কারণ রয়েছে তা দেখি।

প্রতমতঃ বাইবেলে যে সব ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে তাদের নিখুঁত এবং নির্ভুল হবার বিষয়টি এবং দ্বিতীয়তঃ যারা বাইবেলের বাক্যকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে তাদের জীবনে এর ইতিবাচক শক্তিযুক্ত প্রভাব।

বাইবেলের নিখুঁত ভবিষ্যতদ্বাণী

বেশীর ভাগ মানুষই ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা জানতে চায়, এই কৌতুহলী মন নিয়েই অমরা জন্মেছি। আর বাইবেল আমাদের সামনে ভবিষ্যত সমন্ধে বেশ কিছু ঘটনা প্রকাশ করে। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন,'' কিন্তু কিভাবে এই ভাববাণী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবো?''

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আসুন কল্পনা করি যে আপনি ছুটি কাটাতে অচেনা এক দেশে গেছেন। আপনার হাতে এক মানচিত্র রয়েছে আর সেটাই আপনার একমাত্র পথ প্রদর্শক। গতকাল আপনি দেখতে পেয়েছেন যে মানচিত্রটি নির্ভরযোগ্য, কারণ এই মানচিত্রে দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী গতকাল একটি আপনি একটি নদী এবং তারই পাশে রাত কাটাবার জন্য একটি গ্রাম দেখতে পান। আজ আপনি নিশ্চয় নতুন কোনো রাস্তায় বেড়াবার সিদ্ধান্ত নেবেন। জায়গাটা সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারনা নেই, কিন্তু আপনার হাতের মানচিত্রটি নির্দেশ করছে যে আপনার বাঁদিকে গেলে আপনি একটা জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছাবেন যেখানে একটা বড় হ্রদ আছে। এখন আপনি যদি সেই হ্রদটা দেখতে চান তবে কি করবেন? আমি মনে করি আপনি সেই মানচিত্রের নির্দেশ অনুযায়ী বাঁদিকে মোড় নেবেন।

মানচিত্রটির উপর আপনার এই আস্থার প্রধান কারণ হলো গতকালের পাওয়া সেই প্রমাণ যে, এই অজানা ভুখন্ডে চলার জন্য মানচিত্রটি নির্ভরযোগ্য।

বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য, তার একটি অন্যতম প্রমাণ এই -- ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাইবেল যে ভাববাণী করে তা আজ পর্যন্ত নিখুঁত ও নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাইবেলের বিভিন্ন পাতায় কয়েকশো বছর আগে বলা এমন অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যেগুলি বর্তমান সময়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলে যাচ্ছে।

এই ভাববাণীগুলি বিভিন্ন দিকে প্রসারিত, পৃথিবীর সব মানুষই এর আওতায় আসে, আর এরই সাথে এই সব ভাববাণীর মাধ্যমে আমরা ইস্রায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধেও খুঁটিনাটি নানা বিষয় জনতে পারি। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাইবেলে মশীহ অর্থাৎ খ্রীষ্টের আগমন সম্বন্ধে করা একশোরও বেশী ভাববাণী। এই সব ভাববাণীর বেশীর ভাগই এখন ইতিহাস। আর এই ইতিহাস থেকেই বোঝা যায় যে, এই ভাববাণীগুলি কত নির্ভুল ভাবে খ্রীষ্টের জন্ম, তাঁর জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছিল।

অতীতে পূর্ণ হওয়া ভাববাণীগুলি দেখে এটা ভাবাই যুক্তিযুক্ত যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাইবেলে যে পূর্ব ঘোষণাগুলি রয়েছে তা ঠিক সময়ে ঘটবে আর তাই প্রতি বছরেই এইভাবে আমাদের সামনে বাইবেলের কিছু কিছু ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবে পরিণত হয়ে চলেছে। এক দিক দিয়ে বলা যায় বাইবেল পাঠ করা আনেকটা আগামীদিনের সংবাদপত্র পাঠ করার সমান।

ডাঃ উইলবার স্মিথ সারা জীবনব্যাপী একজন ছাত্রের মতো বাইবেল শিক্ষা করে গেছেন। বাইবেলের বিভিন্ন ভাবাবাণীগুলি যে কতো নিখুঁতভাবে পূর্ণ হয়েছে তা প্রমাণ করতে তিনি ভালবাসতেন। যে সব ধর্মগ্রন্থ দাবী করে যে সত্য তাদের কাছেই রয়েছে তাদের সাথে বাইবেলের তুলনা করতে গিয়ে উইলবার লক্ষ্য করেন যে, যেখানে পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বহু ভাববাণী করা রয়েছে সেখানে মহম্মদের আগমন সম্বন্ধে তার জন্মের পূর্বে একটিও ভাববাণী নেই। আর এমন কোনো প্রাচীন পুঁথিও পাওয়া যায়নি যেখানে তার আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে।

বর্তমানে আমরা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু ভাববাণী রয়েছে যেগুলি নির্ভুলভাবে বলতে বিশেষ অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয় না। যেমন ধ(ণ কম্পিউটারের সাহায্যে, নির্বাচন দিনে বিভিন্ন মানুষের মতামত গ্রহণ করে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য ঘেঁটে ভোট গণনা করার আগেই নির্বাচনে কে জিতবে, সে সম্বন্ধে প্রচার মাধ্যমগুলি ঘোষণা করে থাকে। বিভিন্ন পরিসংখ্যন হাতে থাকার দ(ণ কোনো প(র জয় সম্বন্ধে পূর্বেই ঘোষণা করার ব্যাপারটা এমন কিছু অবাক করে না। কিন্তু ধ(ণ কোনো সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এখন থেকে কুড়ি বা পঞ্চাশ বছর পরে নির্বাচনে প্রার্থী কে হবে, আবার যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সেই নির্বাচনে কে জয় লাভ করবে, এবং সেই বিজয়ী প্রার্থীর জন্মস্থান কোথায় হবে,তার জীবন যাত্রার বিবরণ এবং মৃত্যু সম্বন্ধে যদি তথ্য চাওয়া হয়? আর একটু বেশী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যদি সেই সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করা হয় বলুন তো আজ থেকে হাজার বছর পরে মধ্য প্রাচ্যের কি দশা ঘটবে, যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সেই সময় কোন্ কোন শহরের অস্তিত্ব লোপ পাবে তার নাম বলতে তবে ভেবে দেখুন তো সেই সাংবাদিকের অবস্থা কি হবে?

কোনো ভবিষ্যতবক্ত(াকে কোনো ভাবী বিষয় সম্বন্ধে যত এইভাবে খুঁটিয়ে প্র্ন করা হবে ততই কঠিন হয়ে পড়বে তার প(সেই বিষয়ে ভাববাণী করা এবং এর থেকেই বোঝা যাবে তার বি্বাসযোগ্যতা। আশা করি আপনি এ বিষয়ে আমার সাথে এক মত হবেন। সুতরাং অনন্তকালীন ঈশ্বর কোনো ভক্ত(কে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগাগোড়া জানিয়ে না দিলে তার প(কোনো ঘটনার আদি থেকে অন্ত অবধি নির্ভুল ভাবে জানা সম্ভব হবে না। আর বাইবেলের (ত্রে এ কথা আরও বেশী করে সত্য, কারণ উপরের উদাহরণগুলির চেয়ে অনেক জটিল বিষয়ের বিশদ এবং নির্ভুল ভাববাণী বাইবেলে রয়েছে।

উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক সোর শহরের ইতিহাস, এই শহর সম্বন্ধে ঈশ্বরের দেওয়া ভাববাণী অতি নিখুঁতভাবে পূর্ণ হয়েছিল। আপনি যদি জানতে আগ্রহী হন তাহলে প্রথমে আপনাকে বাইবেলের যিহিষ্কেল ভাববাদী পুস্তকের ২৬অধ্যায়ে ৩ পদ থেকে ২১পদ পর্যন্ত যে ভাববাণী করা আছে তা পাঠ

করতে হবে এবং তারপর এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটিনিকা ও আরো অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ বই ঘেটে দেখতে হবে। দেখবেন দুজায়গাতেই আপনি একই কাহিনী পাচ্ছেন, প্রথম (ত্রে তা ভাববাণী রূপে আর দ্বিতীয় (ত্রে তা ইতিহাসের আকারে।

প্রথমে ভাববাণী টি দেখা যাক -- এই ঘটনা ঘটার বহু আগেই ঈশ্বর সোর শহরের অশান্ত ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভাববাণী করে বলেছিলেন

এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে সোর, দেখ আমি তোমার বিপ((সমুদ্র যেমন তরঙ্গ উঠায়, তেমনি তোমার বিপ(আমি অনেক জাতিকে উঠাইব। তাহারা সোরের প্রাচীর বিনষ্ট করিবে, তাহার উচ্চগৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং আমি সেই নগরের ধুলি তাহা হইতে চাঁচিয়া ফেলিব, ও তাহাকে শুষ্ক পাষাণ করিব। সে সমুদ্রের মধ্যে জাল বিস্তার করিবার স্থান হইবে .....আর আমি তোমার গানের শব্দ নিবৃত্ত করিব এবং তোমার বীণাধ্বনি আর শুনা যাইবে না।

কিন্তু প্রাচীন সোর সম্বন্ধে তাঁর এই ভাববাণীতে ঈশ্বর এখানেই থেমে থাকেন নি বরং তিনি আরও নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, **"আর আমি তোমাকে শুষ্ক পাষাণ করিব(তুমি জাল বিস্তার করিবার স্থান হইবে। (যিহিষ্কেল ২৬ ৩,৪,১২,১৪)।"**

এবারে ইতিহাস কি বলে দেখা যাক -- ইতিহাস দেখলে দেখতে পাবেন যে বাইবেলে ঠিক যেভাবে ভাববাণী করা আছে, ঠিক সেইভাবেই নবুখদনিৎসর রাজা সোর শহর ধ্বংস করেন, শহরের প্রাচীর ও মিনার স্তম্ভগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়। পরবর্তীকালে আলেকজান্দারের স্থপতিবিদরা প্রাচীন এই সোর শহরটিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয় এবং সোর শহরকে একটি নেড়া পাহাড়ের মতো করে রেখে চলে যায়।

এরপর কাছাকাছি একটি দ্বীপে যাবার জন্য যখন তারা শহরের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে তখন পূর্বে উক্ত(ঐ ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করে। **"তাহারা তোমার প্রস্তর, কাষ্ঠ ও ধূলি জলমধ্যে নি(প**

করিবে''(যিহিষ্কেল ২৬ ১২)। আজ অবধি প্রাচীন শহরটির ধ্বংসাবশেষ সমুদ্রের তলায় রয়েছে। হ্যাঁ, ঈশ্বর যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনটি ঘটেছে।

যদিও মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে সোর নামে একটি বিখ্যাত শহর আছে, কিন্তু তা সেই প্রাচীন সোর শহর নয়, কারণ তা ১২৯১ সালে ধ্বংস হয়ে গেছিল।

আপনি যদি কোনো দিন প্রাচীন ঐ সোর শহর ঘুরে দেখবার সুযোগ পান তবে সোর সম্বন্ধে ভাববাণীর আরও কিছু পূর্ণতা আপনার চোখে পড়বে। দেখবেন ছোট্ট একটি গ্রামে জেলেদের কয়েকটি বাড়ি, দেখতে পাবেন সমুদ্রে তাদের ভেসে থাকা ডিঙ্গিগুলো। আর দেখবেন জেলেরা তাদের মাছ ধরার জালগুলো ঐ সব নেড়া পাহাড়ের গায়ে শুকাচ্ছে।

প্রাচীন সোরের মতো অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ কোনো শহরের এই মর্মান্তিক ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে ভাববাণী করা কি কোনো মানুষের প(সম্ভব?

পীটার স্টোনার নামে এক ব্যক্তি(সোর সম্বন্ধে উক্ত(সাতটি ভাববাণীকে ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে মিলিয়ে এবং যিহিষ্কেল ভাববাদীর ভবিষ্যৎবাণীর পূর্ণতা সম্বন্ধে নানা হিসাব করার পর ঐ ভাববাণীর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছেন

'' যদি যিহিষ্কেল ভাববাদী মানুষের বুদ্ধি অনুযায়ী সোরের দিকে তাকিয়ে এই সাতটি ভবিষ্যৎবাণী করে থাকতেন তবে সেই ভাববাণী সত্য হয়ে ফলার সম্ভাব্যতা ছিল ৭৫,০০,০০০০ বারের মধ্যে একবার(আর আশর্চ্য্য হবার বিষয় এই যে ঐ সাতটি ভাববাণীই সব দিক দিয়ে নিখুঁত ভাবে সত্যি হয়ে ফলেছে।''

আসুন, এবার আমরা একটি শিশুর জন্ম সম্বন্ধে বাইবেলে যে ভাববাণীগুলি রয়েছে তার একটির দিকে নজর দিই।

মথি, যিনি সরকারী করবিভাগের একজন অবসারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন, খ্রীষ্টের জন্ম সমন্ধে যে ভাববাণীগুলি পূর্ণ হয়েছিল, তার মধ্যে চারটি ভাববাণী তিনি তুলে ধরেছেন। এই ভাববাণীগুলির একটিতে মীখা ভাববাদীর উল্লেখ রয়েছে ,যিনি বজ্রকণ্ঠে সে যুগের শাসকদের বি(দ্ধে তাঁর অভিযোগ প্রকাশ করেছিলেন। মীখার হৃদয় ভারগ্রস্থ ছিল, কারণ সে সময় তাঁর দেশকে নেতৃত্ব

দেবার জন্য যোগ্য নেতার অভাব ছিল। কিন্তু ঈশ্বর যখন মীখাকে বললেন ভবিষ্যতে এক যোগ্য শাসক জন্মগ্রহণ করবে, মীখা তখন উজ্বল ভবিষ্যতের আশা দেখলেন। ঈশ্বর এমনকি মীখাকে সেই ভাবী নেতা কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন তাও নিখুঁত ভাবে বলে দিলেন।

আর তুমি হে বৈৎলেহম- ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে (দ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্ত্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি(উৎপন্ন হইবেন(প্রাক্কাল হইতে অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি (মীখা ৫ ২)।

ঈশ্বর প্রকাশ করেছিলেন যে, ইস্রায়েলের সেই বহু প্রতীী(ত শাসক বেথলেহেমের ইফ্রাথায় জন্মাবেন। মীখা যেমনটি ভাববাণী করেছিলেন, সেইভাবেই যীশু তাঁর নিজের গ্রাম নাসারতে না জন্মে বেথলেহেমের ইফ্রাথায় জন্মগ্রহণ করেন। এর কারণ হিসাবে বলা যায় রোমীয় সম্রাটের হুকুম। আদম সুমারীর সময় রাজকীয় হুকুম পালন করতেই প্রভু যীশুর মা, বাবা নিজেদের বাড়ী ছেড়ে বেথলেহেমে যান। ঐ (দ্র বেথলেহেম থেকে এমন এক মহান শাসকের আবির্ভাব হবে এমন ধারণা করা সহজ নয়, কারণ যিহুদিদের বহু শহরগুলির মধ্যে বেথলেহেম একটি সামান্য শহর ছিল, সুতরাং সেখানে তাঁর জন্ম হওয়াটা একটু অবাক করার মতো তবু মীখা ভাববাদী যেমনটি ভাববাণী করেছিলেন তেমনটিই ঘটলো। আর খ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধে করা শতাধিক ভাববাণীর মধ্যে এটি একটি।

ঈশ্বর কি ঘোষণা করছেন শুনুন --

আমি শেষের বিষয় আদি অবধি জ্ঞাত করি, যাহা সাধিত হয় নাই তাহা পূর্ব্বে জানাই, আর বলি আমার মন্ত্রণা স্থির থাকিবে, আমি আপনার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিব (যিশাইয় ৪৬ ১০)।

পূর্বকার বিষয় সকল আমি সেকাল অবধি জ্ঞাত করিয়াছি, সেগুলি আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, আমি তাহা জ্ঞাত করিতাম(আমি অকস্মাৎ সাধন করিলাম, সেগুলি উপস্থিত হইল ..... এই জন্য আমি পূর্ব্ব হইতে তোমাকে তাহার সংবাদ দিয়াছি,

উপস্থিত হইবার অগ্রে তাহা তোমাকে শুনাইয়াছি (যিশাইয় ৪৮ ৩,৫)।

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে বাইবেলে ভাববাদীগণের মাধ্যমে ঈ(্বর যে ভাববাণীগুলি দিয়েছেন তা শতকরা ১০০ ভাগ নির্ভুল।

বাইবেলের শক্তি(শালী প্রভাব

বাইবেল যে ঈ(্বরের বাক্য তার দ্বিতীয় জোরালো প্রমাণ হলো বাইবেলের বাক্যের শক্তি(শালী প্রভাব। যে কোনো কালে, যে কোনো স্থানে যখনই বাইবেল শি(া দেওয়া হয়েছে, তখনই সেই শি(া শ্রবণ ও তাতে বি(্বাস স্থাপন মানব জাতির জীবনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তি(গত বিকাশ এনেছে।

ছাপাতে পাঠাবার জন্য এই বইটি শেষবারের মতো খুঁটিয়ে দেখার ঠিক আগেই আমার এক বন্ধু বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা দুজনে মিলে লেখাটি খুঁটিয়ে দেখছিলাম। প্রথমদিকে বন্ধুটির মধ্যে কোনো ভাবাবেগ দেখা না গেলেও বইটির সপ্তম অধ্যায়ে সে কোনোমতে তার চোখের জল সামলাতে পারল না। আমরা পড়া থামিয়ে দুইবার নতমস্তকে প্রার্থনা করলাম এবং ঈ(্বরের যে অপার ভালোবাসার কথা আমরা পড়ছিলাম, তার জন্যে ঈ(্বরের প্রশংসা করলাম। আমাদের প্রতি তাঁর ধৈর্য্য, দয়া, ক(ণা এবং আমাদের অযোগ্য জীবনে তাঁর দান সকলের জন্য আমরা ঈ(্বরকে ধন্যবাদ জানালাম। আমরা জীবন্ত ঈ(্বরের উপস্থিতি অনুভব করলাম(আর আমাদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল।

সেদিনটি আমার বন্ধুর জীবনে এক অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ দিন ছিল, কারণ ঠিক এক বছর আগে এইদিনেই আমার বন্ধু বিলাসবহুল ক(ে বসে একা সময় কাটাচ্ছিল। শালীনতার দিক দিয়ে বর্তমান পরিবেশের তুলনায় তা অনেক আলাদা ছিল। অথচ সেই সময় তার চার ধারে ঘিরে থাকা সৌন্দর্য্য তাকে বিন্দুমাত্র আনন্দ দিতে পারেনি। আসলে সে সময় তার অন্তর এতখানি হতাশাচ্ছন্ন ছিল যে, বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছাই তার ছিল না। আনন্দের খোঁজে সে মানুষের সমস্ত পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করত। কোকেন সেবন, মদ, হুইসকি এসব তার রোজকার সাথী হয়ে দাঁড়াল। বহু বছর ধরে

ইউরোপ ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ধন কুবেরদের সাথে বিভিন্ন ভোজ সভায় হৈ হুল্লোড় করে কাটালেও সেই রাতে সে ছিল এক দম একা। সেই একাকীত্ব তার জীবনের বিভিন্ন স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত ক্বরে এমন নৈরাশ্যের সঞ্চার করলো যে, তার কাছে পৃথিবী বড়ো ভয়ংকর মনে হতে লাগলো। আর এই নৈরাশ্য থেকে র(া পাবার কোনো পথ তার চোখে পড়ল না।

এক ভয়ানক দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সে তার দোনলা বন্দুকটিতে গুলি ভরে তা পাজরে ঠেকালো। মৃত্যু যখন প্রায় ১/৮ইঞ্চি দূরে অপে(া করছে তখন বন্দুকের ট্রিগারে হাত দিয়ে তার মনে হলো এইবার চিরকালের জন্য আমার সকল কষ্টের অবসান হতে চলেছে(কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান হঠাৎই পাল্টে যায়, আমার বন্ধু জানে না কিভাবে তা হয়েছিল, কিন্তু সে সেই সময় শুনতে পেল বাইবেল থেকে প্রচারিত এক বার্তা, যা তাকে আশার আলো দেখালো। তখন প্রায় মাঝরাত, চারিদিকে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে আর তারই মাঝে বন্ধুটি জীবন্ত ঈ(্বরের উপস্থিতির সামনে হাঁটু গেড়ে তাঁর কাছে (মা এবং দয়া ভি(া করলো।

ঈ(্বরের শক্তি(আমার বন্ধুটির জীবনে এমন আমূল পরিবর্তন এনেছিল যে, আগের মানুষটির সাথে তার আর কোনো সাদৃশ্যই রইল না। তার জন্মের পূর্ব থেকেই তার মা বাবা তার জন্য প্রার্থনা করতেন। যুবক হয়ে বাইবেল অধ্যয়ন করলেও বন্ধুটি তার বার্তা গু(ত্ব সহকারে নিতে অস্বীকার করেছিল। এরপর প্রাচুর্য্য পূর্ণ জগতে নৈতিক অধঃপতনের রাস্তায় পা বাড়িয়ে সে ঈ(্বরের বি(দ্ধাচারণ করতে শু(করেছিল।

যে রাতে আমার বন্ধুটি ঈ(্বরের সাথে পরিচিত হয়, স্মরণীয় সেই রাতটি আসার ১৭বছর আগে আমার বন্ধু তার জীবনের স্মরণীয় বিভিন্ন ঘটনা লেখার জন্য চামড়ায় মোড়া একটি ডায়েরি কিনেছিলো, কিন্তু ঐ সতেরো বছরের অপচয়ী ও অপব্যয়ী জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটেনি যা লেখার মতো।

আসলে জীবন্ত ঈ(্বরের থেকে নিজেকে দূরে রেখে ঐ সতেরো বছর আমার বন্ধু মিথ্যা আত্মিক পথের যাত্রী হয়েছিল, যা তাকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। এসব শু(হয়েছিল রোজকার ঠিকুজির প্রতি উৎসাহ ও রক সঙ্গীতের

প্রতি তার আকর্ষণ দিয়ে, পরে যোগার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে হিন্দুদর্শন অধ্যয়নে এবং অতিন্দ্রিয়বাদে গভীরভাবে মনোনিবেশ করে। ঐ সমস্ত সময়ের একটি ঘটনাও তার ডায়েরীতে স্থান পেল না। জীবনের শূণ্যতা প্রকাশ করতে যেন ডায়েরীর পাতা গুলোও সাদা রয়ে গেল। শেষে এল সেই স্মরণীয় দিন, যে রাতে ঈশ্বরের সাথে তার পরিচয় হলো। সেই প্রথমবার ডায়েরীতে একটি ঘটনা স্থান পেল। বন্ধুটি সেদিন যা লিখেছিল তা পড়ে আমার আনন্দ হয়েছিল। কিভাবে এক অমৃতের সন্ধানে দিশেহারা এক মানুষ ঈশ্বরের প্রেম দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করলো এ ছিল তার আত্মিক বিবরণ। ঈশ্বর তাঁর মহা ক(ণায় তার আত্মিক চোখ খুলে দিলেন এবং তাঁর অপরির্তনীয় সত্য ও অপূর্ব প্রেম জানিয়ে তাকে হতাশা ও মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করলেন।

আমার বন্ধুর মতো বেশীরভাগ মানুষ আত্মিক দিক দিয়ে অন্ধ ও বিভ্রান্তির মধ্যে আছে বলে ঈশ্বর মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে বাইবেল নামক গ্রন্থটি আমাদের কাছে দিয়েছেন। বাইবেলই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ প্রদর্শক আর তাই আপনি যদি এই বাইবেল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন তবে আপনি নিজেকে ভুল এবং ভ্রান্তির মধ্যে বদ্ধ করে ফেলবেন। কিন্তু আপনি যদি শেখবার মন নিয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে জানতে বাইবেল পড়েন তবে দেখবেন তার মধ্যে আত্মিক জ্যোতি ও পথ নির্দেশনা রয়েছে যা আপনার জীবনে প্রয়োজন।

কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে জানতে পারি, কারণ তিনি নিজেই সেখানে তাঁর সম্বন্ধে জানিয়েছেন। ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমেই আমরা সত্য ও জগতের জ্যোতি কে তা জানতে পারি।

প্রভু তোমার বাক্য চিরকাল রবে(
তোমার পদচিহ্(আমায় পথ দেখাবে।
এই সত্য বাক্যে যে বিশ্বাস করে,
আলো ও আনন্দে জীবন তার ভরে।

ভাববার জন্য দুকথা

১) এমন আর কোনো পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের নাম করতে পারেন যা বাইবেলের মতো নিখুঁত ভাবে ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভাববাণী করেছে ?

২) আপনি কি ব্যাক্তি(গতভাবে এমন কোনো মানুষকে জানেন বাইবেলের বাক্যের প্রতি মনোযোগী হয়ে যাদের জীবন পরিবর্তিত হয়েছে?

৩) আপনি কি কখনও খোলা মন নিয়ে বাইবেল পড়তে অস্বীকার করে বাইবেলের অপূর্ব শি(াগুলির মর্যাদা হ্রাস করেছেন?

স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত সমস্যা যদি মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সামনে এসে জড়ো হয় তবে সেই জটিলতাও এই সব প্রশ্নের কাছে সহজ বলে মনে হবে যেমন ঃ ঈশ্বর কে, তাঁর স্বরূপ কেমন এবং মানুষ হিসাবে তাঁর প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি?
এ.ডাব্লিউ. টোজার

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের স্বরূপ কেমন?

জীবনের কোনো না কোনো সময়ে অধিকাংশ মানুষই এই প্রশ্ন করে থাকে "ঈশ্বরের স্বরূপ কি?" ঈশ্বর যদিও বাইবেলে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তবু বহু মানুষ আছেন যারা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে বাইবেল না পড়ে তাদের কল্পনা ও অনুমানের উপর নির্ভর করতেই বেশী ভালোবাসেন।

এই সব মানুষেরা সত্যই বাইবেলের এক গুরুত্বপূর্ণ উক্তিকে পাল্টে দেয়। ঈশ্বর যেখানে বলেছেন, **"এস, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি " (আদিপুস্তক ১ ২৬)**, সেখানে তারা বলে, "এসো, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বর নির্মাণ করি।" আর তাই তারা (য়ণীয় মানুষের,পশুর ও চতুস্পদের ও সরীসৃপের মূর্ত্তিবিশিষ্ট প্রতিকৃতির সাথে অ(য় ঈশ্বরের গৌরব পরিবর্তন করেছে (রোমীয় ১ ২৩)। মানুষের তৈরী যে কোনো দেবতাই শক্তি(হীন এমনকি কখনও কখনও হাস্যকর।

মানুষ যতই চতুর হোক না কেন, জাগতিক জ্ঞান দিয়ে সে কখনই ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে পারে না। শাস্ত্র তাই বলছে, ... **জগত নিজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পায় নাই" (১ করিন্থীয় ১ ২১)।** যদি মানুষের চতুরতা দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ জানা যেত তবে তিনি ঈশ্বর হবার পরে অনুপযুক্ত(হতেন । এছাড়াও ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য যদি শুধু চতুরতারই

প্রয়োজন হতো তবে যে সব মানুষের বুদ্ধি অল্প, তারা ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে অসুবিধায় পড়তো। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়, বরং বলা যায় ঈশ্বর সবাইকেই আত্মিক প্রজ্ঞা দিয়েছেন। আফ্রিকার এক জন কৃষ্ণবর্ণ জঙ্গলীর কাছে যেমন তেমনই তা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পক্ষে লাভ করা সম্ভব(কারণ আত্মিক যে প্রজ্ঞা, তা পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না। যারা নম্র ভাবে স্বীকার করে যে ঈশ্বরের সন্ধান পেতে ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন, তাদেরই কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন।

> **যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক(তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন'' (যাকোব ১ ৫)।** এই ধরণের প্রজ্ঞা জাগতিক নয় কিন্তু স্বর্গীয়। **'' এই যুগের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ তাহা জানেন নাই... কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বরের আত্মাকে পাইয়াছি যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদের যাহা যাহা দান করিয়াছেন তাহা জানতে পারি '' (১ করিন্থীয় ২ ৮,১২)।**

বাইবেল কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রবন্ধ নয়, কিন্তু আদিতে ঈশ্বর মানুষের কাছে নিজেকে কিভাবে প্রকাশ করেছেন সেই বিবরণও এখানে রয়েছে। কেবলমাত্র ঈশ্বরই আপনাকে সেই প্রজ্ঞা দান করতে পারেন, যার সাহায্যে আপনি তাঁকে জানতে পারবেন এবং সেই সাথে এও জানতে পারবেন যে, তিনি আপনার জীবনে কি চান।

আপনি যদি চান তবে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র বাক্যের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করবেন।

দেশ বিদেশে ভ্রমণ করার সময় যাত্রা পথে আমরা মাঝে মাঝে কিছু কিছু অখ্যাত জায়গায় অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মিক বিষয়ে এমন আগ্রহ ও আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দেখতে পেয়েছি যা কিছুটা অসাধারণ বলে মনে হয়েছে। ধরুন যেমন একদিন আমরা কেনিয়ার জঙ্গলে একদল আফ্রিকান

বালকের দেখা পেলাম, যারা কেবলমাত্র তাদের বিশ্বাসের বিনিময় করতে এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও জানতে উৎসাহী ও ইচ্ছুক ছিল।

নিরক্ষীয় সূর্য্য খুব দ্রুত দিগন্তরেখার আড়ালে অস্তমিত হলো, সেই সঙ্গে শেষ হলো একটি কর্মব্যস্ত দিন। সে সময় আমি কেনিয়ার ধূলোমাখা রাস্তার পাশে একটা পাথরের চাইয়ের উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার পাশের ঝোপে কিছু একটা নড়ে ওঠার শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম, বছর দশেকের এক আফ্রিকান কিশোর(পূর্ণিমার চাঁদের আলো তার কালো কালো বড় চোখ দুটিতে পড়ে যেন ঠিকরে পড়ছিল। শীঘ্রই সে আমার পাশ ঘেযে বসল(আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা দুজনে বন্ধু হয়ে উঠলাম। তাকে দেখে অন্যান্য কিশোররাও আমাদের কথোপকথন শুনতে কাছে এসে ঘিরে বসল। বাইবেল সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান দেখে আমি মুগ্ধ হলাম।

আমার ছোট্ট বন্ধুটি প্রশ্ন করে বসল,'' ঈশ্বর কেন মোশিকে তাঁর মুখ দেখতে দিলেন না?''

এমন এক প্রশ্নে মুগ্ধ হয়ে আমি যোয়েলকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, বললাম বলতো যোয়েল **'' তুমি আমার পৃষ্ঠদেশ দেখতে পাবে, কিন্তু আমার মুখ দেখতে পাবে না'' (যাত্রাপুস্তক ৩৩ ২৩)** ঈশ্বর মোশিকে এই কথা বলার আগে মোশি ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা করেছিলেন তা কি তোমার মনে আছে? তিনি প্রার্থনা করে বলেছিলেন,**''বিনয় করি আমাকে তোমার প্রতাপ দেখতে দাও'' (যাত্রাপুস্তক ৩৩ ১৮)।**

সত্যি মোশি জানতেন না যে ঈশ্বরের সেই গৌরব প্রত্যক্ষ করা তাঁর মতো দুর্বল মানুষের পক্ষে কতো অসম্ভব ব্যাপার, তা তাঁর সহ্যের সীমার বাইরে। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করতে ভালোবাসেন এবং মানুষকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করতে চান, তাই মোশি যতখানি সহ্য করতে পারতেন সেই অনুসারে তিনি তাঁর স্বরূপ মোশিকে দেখিয়েছিলেন। ঈশ্বর যদি আর একটু খানি নিজেকে দেখাতেন তাহলে হয়তো তাঁর সেই উপস্থিতির

প্রভা মোশিকে গ্রাস করে ফেলতো। যদিও তিনি তাঁর পূর্ণ প্রতাপ মোশিকে দেখতে দেননি তবু তিনি যখন মোশিকে অতিক্রম করছিলেন, সেই প্রতাপ থেকে রক্ষা পেতে মোশিকে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ৩৩ ২২)।

নিরক্ষ রেখার আশে পাশে বাস করার জন্য আমার ছোট্ট বন্ধুরা জানতো যে মধ্যদিনের সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোর দিকে খালি চোখে তাকানো যায় না। তারা এও জানতো মথেরা কেমন করে রাতের অন্ধকারে আলোর দিকে ছুটে যায়। এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, বলোতো মথেরা আলোর খুব কাছে চলে এলে কি হয়? তারা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে বললো,'' তারা মারা পড়ে।'' তারা জানতো অতিরিক্ত আলোর কাছে চলে আসা ঐ মথগুলির পক্ষে কতো কতো বিপজ্জনক!

আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আরেকটি উদাহরণ দেবার চিন্তা করলাম। আমার বন্ধুরা কাঁথার সাথে পরিচিত ছিল, যে আবরণ দিয়ে মায়েরা তাদের ছোট্ট ভাই বোনদের যত্ন নিতে ও গরম রাখতে স্নেহের সাথে মুড়ে রাখে। আমি তাদের বাইবেলে ইয়োব ৩৮ ৯ পদে বর্ণিত এমনই একটি পটিকার কথা বললাম, যা দিয়ে ঈশ্বর পৃথিবীকে মুড়ে রেখেছেন।

বৈজ্ঞানিকেরা এই পটিকাটিকে ওজোন স্তর বলে থাকেন। অক্সিজেনের আরেক রূপ এই ওজোন সূর্য্য থেকে আসা সমস্ত (তিকারক অতিবেগুনি রশ্মিকে আটকে দেয়, পৃথিবীতে পৌঁছাতে দেয়না। এ কথা সত্যি যে সূর্য্যের আলো পৃথিবীতে এসে না পৌঁছালে পৃথিবীতে প্রাণের এত বৈচিত্র থাকত না, কিন্তু পৃথিবীতে সেই সূর্য্যের আলোও অতিরিক্ত মাত্রায় এসে পৌঁছানো খারাপ, কারণ তা ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ম দিতে পারে । ভেবে অবাক লাগে যে, স্নেহবান ঈশ্বর আমাদের জন্য সে চিন্তাও করেছেন!

আমার ছোট বন্ধুরা ওজোন স্তর রূপ ঈশ্বরের ভালোবাসার পটিকা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখালো। আমি জানিনা তারা আমার সব কথা বুঝতে পেরেছিল কিনা, কিন্তু বেশ বুঝেছিলাম যে তাদের কোমল হৃদয়গুলি ঈশ্বরের

গৌরব ও তাঁর ভালোবাসা সম্বন্ধে জানতে পেরে তাতে সাড়া দিয়েছিল। এর পর সমবেত প্রার্থনা আমাদের সেই সময়কে আরও মধুর করে তুললো। বোঝা গেল তারা এই সত্য বুঝতে পেরেছে যে, ঈশ্বর অনুসন্ধানী মোশিকে ঈশ্বর যেমন রক্ষা করেছিলেন, সেইভাবে ঈশ্বর তাদেরও রক্ষা করে থাকেন, তিনি তাদের জন্যও চিন্তা করে থাকেন।

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে জানার আগে জেনে রাখুন বাইবেল কি বলছে, **'' আমাদের ঈশ্বর প্রভু এক প্রভু '' (দ্বিতীয় বিবরণ ৬ ৪)।** তিনি যে এক এবং অদ্বিতীয় এই সত্যই আমাদের ভিত্তি ।

কিন্তু তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে আরও কিছু জানাতে ঈশ্বর আমাদের কাছে তাঁর নাম কি তা জানিয়েছেন।

বাইবেলে নামকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ কোনো মানুষের নামের অর্থ সেই মানুষটির চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বিষয় প্রকাশ করে। ঈশ্বরের প্রতিটি নামেরই এক একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে এবং তা ঈশ্বরের ঐশ্বরিকতার এক একটি বিশেষ দিক প্রকাশ করে।

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের তিনটি নাম দেখতে পাওয়া যায় যিহোবা, ইলোহিম ও আদোনাই। প্রত্যেকটি নামেরই বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ইলোহিম নামটি সর্বপ্রথমে ব্যবহার করা হয় এবং বাইবেলে তা প্রায় দুই হাজার বার ব্যবহার করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশীবার যে নামের উল্লেখ আছে তা হলো যিহোবা, কিন্তু ইলোহিম নামটি নিশ্চিতভাবে তাৎপর্য বহন করে, কারণ এই নামের মধ্যে দিয়ে এটাই প্রকাশ করা হয় যে, ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ না হই ।

ইংরাজী ভাষায় আমরা একটি বোঝাতে একবচন ব্যবহার করি এবং একের অধিক বোঝাতে বহুবচন ব্যবহার করি। কিন্তু হিব্রু ভাষা আরও নিখুঁত, এক্ষেত্রে দুটি বোঝাতে দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়। দুই এর অধিক বোঝাতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। ঈশ্বরকে বোঝাতে বাইবেলে প্রথমে ইলোহিম নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইব্রীয় ভাষায় ইলোহিম, যা সৃষ্টিকর্ত্তাকে

নির্দেশ করে তা একবচন বা দ্বিবচন নয় কিন্তু শব্দটি বহুবচন।

"আদিতে ঈশ্বর (ইলোহিম) আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন" (আদিপুস্তক ১ ১)। সুতরাং আমরা বাইবেলের প্রথম পদেই দেখতে পাই যে ঈশ্বর মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করছেন(আর এখানে ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনে এক এবং একে তিন এই রকম একটি বিষয় আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়। এই ত্রিত্ববাদের সাথে পরিচিত হয়ে আমরা সেই বিবরণে আসি যেখানে ঈশ্বর বললেন,**"আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি" (আদিপুস্তক ১ ২৬)।** আমরা ও আমাদের এই দুটি শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে যা বহুবচন, সুতরাং ভুল বোঝার সুযোগ নেই। কিন্তু পরের বাক্যটি অবাক করার মতো যা বলছে,**" তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন পু(ষ ও স্ত্রী করে" (আদিপুস্তক ১ ২৭)।** এখানে আবার 'তিনি' শব্দ দ্বারা কেবল একজনকেই বোঝানো হচ্ছে। সুতরাং যিনি ইলোহিম নামে নিজেকে মানুষের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, সেই ঈশ্বর তিনি এক আবার একের চাইতেও অধিক।

এইরকম এক ঈশ্বরকে জাগতিক জ্ঞান দ্বারা জানা অসম্ভব। আর তাই তাঁর বিষয় জানাতে ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদের তাঁর আত্মা দান করেছেন কারণ লেখা আছে,**" আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন তাহা জানতে পারি" (১করিন্থীয় ২ ১২)।** ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এই ধরণের কিছু প্রাথমিক তথ্য দেবার পর বাইবেল ত্র(মে ত্র(মে তাঁর রহস্যাবৃত ত্রিত্ব রূপ প্রকাশ করেছে। এই ত্রিত্ব ঈশ্বরের স্বরূপ আপনি যত জানবেন তত জানবেন আপনার জন্য তাঁর অপূর্ব প্রেমের কথা। সপ্তম অধ্যায়টি পাঠ করার সময় আপনি তাঁর সেই অবাক করার মতো ভালবাসা দেখতে পাবেন।

আমাদের প্রতি তাঁর সেই মহান ও গভীর প্রেম সম্বন্ধে যেন আমরা জানতে পারি তাই ঈশ্বর ত্র(মে ত্র(মে বাইবেলের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ

করেছেন। আমরা সেখানে ঈশ্বর পিতা,ঈশ্বর পুত্র ও ঈশ্বর পবিত্র আত্মার সাথে পরিচিত হই, কিন্তু তাও তিনি বার বার নিজেকে একমাত্র ঈশ্বর হিসাবে প্রকাশ করেছেন। আমাদের মতো মানুষের প(এই ধরণের ধারণার ধারে কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বরকে সম্পূণরূপে বুঝে ওঠা কার সাধ্যি! আর তাই তিনি নিজেই মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

ঈশ্বরের গৌরব ও তাঁর পবিত্রতার পূর্ণ প্রকাশ মোশির কাছ থেকে আড়াল করা হয়েছিল(কিন্তু ঈশ্বর পুত্রে ইলোহিম নিজেকে মানুষরূপে প্রকাশ করলেন, যা মানুষের প(সহ্য করা সম্ভব ছিল।

নতুন নিয়মে লেখা আছে

যে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন,' অন্ধকারের মধ্য হতে দীপ্তি প্রকাশিত হইবে,' তিনিই আমাদের হৃদয়ে দীপ্তি প্রকাশ করিলেন, যেন যীশু খ্রীষ্টের মুখমন্ডলে ঈশ্বরের গৌরবের জ্ঞান দীপ্তি প্রকাশ পায়" (২করিন্থীয় ৪ ৬)।

ভেবে দেখুন, যোহন যীশু খ্রীষ্টের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, **" আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হতে আগত এক জাতের মহিমা"(যোহন ১ ১৪)।**

পরে যোহন ঈশ্বরের সাথে তাঁর ব্যক্তি(গত সা(াতের কথা লিখেছেন(আর ইলোহিমকে তিনি যীশুরূপে প্রত্য(করেছিলেন বলেই এই ঘটনা বলার জন্য বেঁচে ফিরেছিলেন। যাই হোক, তিনি বেশ পরিষ্কার ভাবেই দেখিয়েছেন যে, অনন্তকালীন সেই ঈশ্বরের সাথেই তাঁর সা(াৎ হয়েছিল, যিনি মোশির ঈশ্বর এবং যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা।

আশ্চর্য হলেও যোহন ও সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের সাথে এই ব্যক্তি(গত সা(াৎকারটি এমন ছিল যা কানে শোনা যায় এবং বাস্তবে ধরা ছোয়া যায়। আর তাই তিনি লিখছেন

যাহা আদি হইতে বিদ্যমান, যাহা আমরা শুনিয়াছি,যাহা সচ(

দেখিয়াছি, যাহা নিরী(ণ করিয়াছি এবং স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছি, জীবনের সেই বাক্যের বিষয় লিখিতেছি (১ যোহন ১ ১)।

হ্যাঁ, যোহনের পত্র থেকে আমরা যে ঈশতত্ত্ব জানতে পারি তা তাঁর সাথে ঈশ্বরের ব্যক্তি(গত সা(াতের অভিজ্ঞতা তা কোনো বানানো গল্প নয়।

আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, ''কিন্তু এসব বিষয় আমায় আজ কি ভাবে সাহায্য করবে?''সাধু যোহনের উত্তর শুনুন,**'' আমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয় সেই জন্য আমরা তোমাদের এসব লিখছি'' (১ যোহন ১ ৪)।** ঠিক সেইভাবেই আপনি যে বইটি পাঠ করছেন তা আপনার হাতে কারণ আপনার এক বন্ধুর বিশেষ আকাঙ্খা যেন সেই জীবন্ত ঈশ্বরের সাথে সা(াৎ করে আপনিও সেই আনন্দে পূর্ণ হন।যোহনের ব্যাখ্যা শুনুন

আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহার সংবাদ তোমাদিগকেও দিতেছি, যেন আমাদের সহিত তোমাদেরও সহভাগিতা হয়। আর আমাদের যে সহভাগিতা তাহা পিতা ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত। আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয় এই জন্য এ সকল লিখিতেছি (১ যোহন ১ ৩,৪)।

অন্ধকার রাতে যেমন আলোর দিকে চোখ যায় সেইরকম ভাবেই ঈশ্বরের গৌরবের আলো মানুষকে তাঁর দিকে টানে। আর সেই গৌরবময় ঈশ্বরকে আরও জানার জন্য আপনিও মোশির মতো প্রার্থনা করে বলতে পারেন,'' আমাকে তোমার প্রতাপ দেখতে দাও''।

ভেবে দেখার জন্য

১) ঈশ্বরের সন্ধান পাবার এই প্রচেষ্টা করার সময় আপনি কি যত্নসহকারে বাইবেল পাঠ করেছেন?

২) আপনি যখন বাইবেল পাঠ করছেন তখন কি প্রার্থনা করে বলবেন যেন ঈশ্বর নিজেকে আপনার কাছে প্রকাশ করেন? এরকম একটি প্রার্থনা করতে পারেন '' হে ঈশ্বর তুমি যদি বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা হও এবং আমার মতো (দ্র মানুষকে ভালোবাসো, তাহলে দয়া করে আমার কাছে প্রকাশ করো যে, যীশু খ্রীষ্টই তোমার প্রতিজ্ঞাত সেই পুত্র, বা মশীহ।''

৩) আপনি কি স্বীকার করেন যে, প্রকৃতই আরাধনার যোগ্য ঈশ্বরকে গবেষণা করে পাওয়ার (মতা মানুষের নেই এবং মানুষের মন সম্পূর্ণরূপে তাঁকে বুঝে উঠতে পারবে না?

আমি মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা জানি ও বুঝি এবং এও বলছি যে প্রাচীন কালের সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তি(রাও মানুষ ছিলেন যেমন আমি একজন(কিন্তু খ্রীষ্টের মতো কেউ ছিলেন না, তিনি মানুষের চেয়েও বেশী কিছু ছিলেন।

নেপোলিয়ান

চতুর্থ অধ্যায়

মানুষের মধ্যে বিভেদ কে সৃষ্টি করে ?

বর্তমান যুগের পৃথিবী বড় ছোটো হয়ে এসেছে(আর তাই গে-াবাল ভিলেজ কথাটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু চারপাশের শত্রু প্রতিবেশীদের দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় ত্র(মে ত্র(মে তা বাসের প(বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

উপর উপর দেখলে মনে হবে এই সমস্ত সমস্যা, যা মানুষকে বিভক্ত(করে তার পেছনে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিল্পভিত্তিক এবং দেশের আভ্যন্তরীন বিভিন্ন কারণ দায়ী। যদিও এই সমস্ত সমস্যা মানবজাতিকে হতাশাজনক ভাবে দিনে দিনে বিভক্ত(করে দেয়, তবু বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে এই দূরত্ব বেড়ে যাবার পিছনে আরও একটি কারণ রয়েছে যা সহজে চিনে ওঠা যায় না।

আসুন, প্রথমে আমরা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের দৃশ্যমান কারণগুলি কি তা দেখি এবং তার পর এর পেছনে যে আসল কারণ রয়েছে তা দেখি।

দৃশ্যমান কারণগুলি

রাজনৈতিক কারণ সাধারণত দেখা যায় রাজনৈতিক নেতারা ভয়ে এবং অবিশ্বাসে একে অপরের মুখোমুখি হন। যখন এমন বিষয় আসে যাতে ঐক্যে পৌঁছানো যাচ্ছেনা, তাঁরা তখন আশা করেন যে সামরিক শক্তি(তাঁদের

দেশের ভবিষ্যত নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করবে । এরই মধ্যে সচেতন নাগরিকেরা শান্তির প(এবং পরমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প(তাদের আওয়াজ ওঠায়। এই ধরণের শান্তির মিছিল যারা টি.ভির পর্দায় দেখেছেন, তারা দেখে থাকবেন, যে সব মানুষ শান্তির জন্য এই বিছিন্নতা ও যুদ্ধের বি(দ্ধে তাদের আওয়াজ ওঠাচ্ছে, তারাই আবার তাদের আচার আচরণে এমন কিছু করছে যা যুদ্ধের সৃষ্টি করতে পারে।

অর্থনৈতিকভাবে খরা, দুর্ভি(, মহামারী এবং ভুমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমান পৃথিবীর ত্র(মবর্ধমান সমস্যা, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এই সমস্যায় জর্জরিত। ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অর্থনীতির বিশাল ফারাক এই ব্যথা আরও বাড়িয়ে তোলে। সদিচ্ছায় পূর্ণ ও ত্যাগ স্বীকারে ইচ্ছুক এমন অনেক মানুষ সাহায্য করতে এগিয়ে এলেও দুঃখজনক ভাবে বেশীরভাগ সময়ই দেখা যায় ধনী আরও ধনী হয়ে ওঠে এবং গরীব আরও গরীব হয়ে পড়ে।

গার্হস্থ বা আভ্যন্তরীণ বিষয় এই বিষয়টি বর্তমানে কারও অজানা নয় যে, বিবাহ বিচ্ছেদ ও পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনা বর্তমানে মহামারীর আকার ধারণ করেছে । সজল নয়নে আমাদের পরিচারক তার ঘর ভেঙ্গে যাবার ঘটনা বলতে আমরা ভেবেছিলাম আফ্রিকায় তার বুঁড়ে বাড়িটি ভেঙ্গে গেছে । পরে জানলাম আসলে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে গেছে। বর্তমানে বহু গৃহ ভেঙ্গে পড়ছে, যার মূলে আছে স্বার্থপরতা যা প্রেমের সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়। (অবশ্য আমরা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে দেখবো যেসব দম্পতি তাদের ভাঙ্গা পরিবারকে স্থায়ীভাবে জোড়া লাগাতে চায়, তাদের জন্য ঈশ্বরের প্রেম রয়েছে।)

শিল্পগতভাবে কর্ম(ত্রে আমরা বর্তমানে নানারকম মানসিক চাপ ও অতৃপ্তি দেখতে অভ্যস্ত।

১৯৮৫সালের শু(তে বিংশ শতব্দীর তিক্ত(তম শিল্পসংঘর্ষের ইতি টানার চেষ্টা হল ব্রিটেনে। ধর্মঘট, পথবি(াভ ইত্যাদি শেষ হলেও ত্র(মবর্ধমান অসন্তোষ ও তিক্ত(তা, কর্ত্তৃপ(ও শ্রমিকের মধ্যের সম্পর্ক দুরারোগ্য (তের মতো (তযুক্ত(হয়ে রইল। অথচ ১৯০৪ সালে শিল্প(ত্রে অনুরূপ অশান্ত পরিস্থিতির পরেও ওয়েলসের কয়লা খনিগুলিতে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, বর্তমান পরিস্থিতি তার থেকে অনেক আলাদা। এ সম্বন্ধে জন প্যারীর কাছ থেকে আমি অনেক গল্প শুনেছি। আমার সাথে প্রথম যখন জন প্যারীর পরিচয় হয় তখন তাঁর বয়স ৯১ বৎসর,তখন তিনি অবসর প্রাপ্ত একজন খনি শ্রমিক এবং সম্পূর্ণ অন্ধ। সেই সময় তিনি ফুসফুসের রোগেও আত্র(ান্ত ছিলেন। আমি সময় পেলেই আমার স্ত্রীকে নিয়ে উত্তর ওয়েলসে তাঁর বাড়ি যেতাম।

জন প্রাণখোলা হাসি ও আনন্দের সাথে তাঁর সেই ১৯০৪-১৯০৫ সালের অভিজ্ঞতার কথাগুলি বলতেন, যে সমসয় ওয়েলসে ঈশ্বর শক্তি(র সাথে আত্মিক নবজাগরণ এনেছিলেন। সেই সময় খনি শ্রমিক ও মালিক উভয় প(ই ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়েছিল। আর তার ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা গিয়েছিল পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত একতা, বি(শ্বাস ও শ্রদ্ধা। ১৯০৫ ও ১৯৮৫-র পরিস্থিতির মধ্যে কত পার্থক্য ! সেই সব দিনের কথা বলতে গিয়ে জন উচ্ছসিত হয়ে উঠল। তার কথায় সেই সব দিনে হাজার হাজার ব্যক্তি(গত ব্যবসা উঠে গিয়েছিল, কারণ সারা শহরে মদের চাহিদা আর ছিল না। জন প্যারীর সহকর্মীরা প্রতিদিন খনির গর্তে নামার আগে সমবেতভাবে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতেন। স্মৃতিচারণ করতে করতে জন বললেন,'' লোকে এখানে আমার কাছে এলে জিজ্ঞেস করে ঠিক কোথায় সেই আত্মিক জাগরণ হয়েছিল? আমি বুকে থাপ্পড় মেরে বলি, ঠিক এইখানে।''

বিভেদের আসল কারণ

মানুষের মধ্যে বিভেদের কারণ যাই হোক না কেন, কিছু কিছু বিষয় আছে যা মানুষকে চমকপ্রদ ভাবে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই বিচ্ছিন্নতা বর্তমানে বহু দেশের শান্তি নষ্ট করার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বরের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় বিভ্রান্ত মানুষ দুটি বিপরীত দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

ঈশ্বরের ঐশ সত্ত্বা সম্বন্ধে যে সত্য, তা মানুষের কাছে প্রকাশ করার ব্যাপারে ঈশ্বর কোনো কিছুর সাথে আপোষ করেন নি। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আগে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর স্বরূপ যাতে মানুষ সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারে সেই জন্য তিনি পৃথিবীতে প্রকৃত জ্যোতি প্রেরণ করবেন। যেমন লেখা আছে,**" যে জাতি অন্ধকারে ভ্রমণ করিত তাহারা মহা-আলোক দেখিতে পাইয়াছে" (যিশাইয় ৯ ২)।** সেই আলো কিভাবে চেনা যাবে সে সম্বন্ধে ঈশ্বর বললেন

কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে(আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্ত্তৃত্বভার থাকিবে এবং তাঁহার নাম হইবে- আশ্চর্য্য মন্ত্রী, বিক্র(মশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ (যিশাইয় ৯ ৬)।

ঈশ্বর যদি কেবল বলতেন যে একজন শিশুর জন্ম হবে তবে আশ্চর্য্য হবার কিছু ছিল না, কারণ পৃথিবীতে শিশু জন্মাবার ঘটনা নতুন কিছু নয়। ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা দিয়েছিলেন তার সাথে যুক্ত(করা না গেলে শিশু জন্মাবার এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করার মতো গু(ত্বপূর্ণ ছিল না। আর যা একদিন ভাববাণীরূপে ছিল তা বর্তমানে ইতিহাস, কারণ ঈশ্বর যা ঘটবে বলেছিলেন তা ঘটেছিল। পৃথিবীতে একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল(স্বর্গ হতে এক পুত্র দত্ত হয়েছিল। এই শিশুর জন্মের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর জগতের সেই সব মানুষের কাছে আলো পাঠালেন, যারা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। এমনকি আজও সেই আলো মানুষের কাছ থেকে অন্ধকার ও সন্দেহ দূর করে বেড়াচ্ছে যা অন্যথায় ঈশ্বরকে আমাদের চোখের আড়ালে রাখত।

ঈশ্বরের এই অনন্য পুত্রকে অন্য আর পাঁচটা শিশুর থেকে আলাদা করতে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তাঁর পুত্রের জন্ম এক অলৌকিক চিহ্(দ্বারা চিহ্নি(ত হবে। আর সেই চিহ্(এই, **"দেখ এক কন্যা গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম হবে ইম্মানুয়েল"(যিশাইয় ৭ ১৪)।**

এ কত অপূর্ব বিষয় যে সেই পুত্রের ইম্মানুয়েল নামটির অর্থই হলো 'আমাদের সহিত ঈশ্বর' আর এই নামের মধ্যে দিয়ে যে বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছেছিল তার থেকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, যে সুসমাচার বাইবেলে রয়েছে তা অন্যান্য ধর্মের শি(া থেকে কত আলাদা। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যখন ঈশ্বরের কাছে কিভাবে পৌঁছাতে হবে তার পথ দেখায়, তখন বাইবেল দেখায় ঈশ্বর কি ভাবে মানুষের কাছে নেমে এলেন।

বাইবেল অনুসারে ঈশ্বর যখন এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন তখন এক কুমারীর সন্তান হলো এবং সেই দিন সৃষ্টিকর্ত্তা নিজেকে সময় ও আকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করলেন, যা আজ ইতিহাস

দেখ প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিয়া কহিলেন,যোষেফ, দায়ূদ- সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে (মথি ১ ২০)।

পরে যখন যীশু বড় হয়ে উঠলেন তিনি অবিশ্বাসী ও শত্রুভাবাপন্ন ইহুদিদের কাছে নিজের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে জোর গলায় বলেছিলেন,**" আমি ও পিতা আমরা এক" (যোহন ১০ ৩০)।**

অ্যাপোলো ১৫র মহাকাশচারী জিম ইরউইন লিখেছিলেন,"মানুষের চাঁদে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে বরং পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের বিচরণ করা অনেক বেশী গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা।" নিশ্চিতভাবে বলা যায় মহাকাশ গবেষণার (ে ত্রে মানুষ যে সমস্ত বিস্ময়কর তথ্য লাভ করেছে, তার থেকে এই অসীম ঈশ্বরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করার ঘটনাটা কোনো অংশে কম বিস্ময়কর নয়।

ঈশ্বর - পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে প্রথম ভাববাণীর পর তাঁর জীবন সম্বন্ধে

আরো বিস্তারিত ভাবে ভাববাণী করে বলা হয়

"তাঁহার নাম হইবে-- আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ। দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্ত্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না। যেন তা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায়বিচারে ও ধার্মিকতা সহকারে, এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত।" (যিশাইয় ৯ ৬,৭)।

কোনো ব্যক্তিকে সাফল্যের সাথে পৃথিবীকে শাসন করতে হলে নিশ্চিতভাবে তাঁর মধ্যে এই ধরণের (মতা ও লক্ষ্যের সংমিশ্রন থাকা প্রয়োজন। এমন কি বর্তমান পৃথিবীতেও আমরা সেই রকম নেতার খোঁজ করি, যাদের উত্তম কি তা করার জ্ঞান যেমন আছে সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় (মতাও রয়েছে। ইতিহাসে বহু নেতার হয়তো শান্তিজনক কি সেই জ্ঞান ছিল, কিন্তু এমন কোনো নেতা দেখা যায় না যিনি তাঁর (মতা ও প্রজ্ঞা দ্বারা চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার মতো প্রজ্ঞা ও (মতা একমাত্র যে শান্তি রাজের রয়েছে, সেই যীশুখ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে রাজত্ব করতে একদিন আবার ফিরে আসবেন। সেই দিন অস্ত্র নির্মাণেরর কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে, পারমাণবিক বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হবে, আর সমস্ত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মানব জাতিকে শাসন করার পক্ষে মানুষ নিজে যে কত অযোগ্য তা ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে। সকলের জন্য শান্তি ও ন্যায়বিচার কেবল মাত্র সেই দিনেই নেমে আসা সম্ভব , যে দিন শান্তিরাজ বিশ্বজগৎ শাসন করতে তাঁর রাজদন্ড হাতে নেবেন। আর তখন মানুষ **" নিজের নিজের খড়্গ ভেঙ্গে লাঙ্গলের ফলা গড়বে, নিজের নিজের বর্শা ভেঙ্গে কাস্তে গড়বে, এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে আর খড়্গ তুলবে না, তারা আর যুদ্ধ শিখবে না" (যিশাইয় ২ ৪)।**

এই সমস্ত শান্তিপূর্ণ দিনগুলিতে **"সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনই পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমা বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে" (হবক্কূক ২ ১৪)।** এছাড়া

ইতিহাসের আর কোনরূপ পরিসমাপ্তি অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।

প্রভু যীশুর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী সেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে মানুষের মধ্যেকার সেই গভীর এবং আসল বিভেদগুলি আরও স্পষ্ট ভাবে দেখা যাবে। আর সেই দ্বন্দগুলি দানা বাঁধবে খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করেই।

তাই আপনার এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানা প্রয়োজন, যেমন কে সেই খ্রীষ্ট? কেন তিনি এই জগতে এসেছিলেন? এই জগতে প্রবাসকালে তিনি আপনার জন্য কি করেছিলেন? ইত্যাদি

আদিপুস্তক এবং যোহন লিখিত সুসমাচার প্রায় একই ভাবে শুরু হয়েছে। আদিপুস্তকে প্রথম লাইনটিতে লেখা আছে

"আদিতে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন" (আদিপুস্তক ১ ১)।

যোহন লিখিত সুসমাচার শুরু হয়,**" আদিতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন .....সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল,যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই "(যোহন ১ ১-৩)।**

আদিপুস্তকে যে ঈশ্বরকে ইলোহিম নামে সম্বোধন করা হয়েছে, যোহন লিখিত সুসমাচারে সেই ঈশ্বরকে বোঝাতেই বলা হচ্ছে বাক্য, অর্থাৎ তাঁকে 'বাক্য' এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'ইলোহিম' হলেন'বাক্য', তিনি নিজের সৃষ্টির মধ্যে ভ্রমণ করার জন্য মাংসে মূর্তিমান হলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন। এই বিস্ময়কর বিবরণটি এইরকম

" আদিতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছিল , যাহা হইয়াছে তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই..... তিনি জগতে ছিলেন এবং জগৎ তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, আর জগৎ তাঁহাকে চিনিল না। তিনি নিজ

অধিকারে আসিলেন, আর যাহারা তাঁহার নিজের তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। কিন্তু যত লোক তাঁকে গ্রহণ করিল সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার (মতা দিলেন..... আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হতে আগত একজাতের মহিমা(তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ.... (যোহন ১ ১-৩,১০-১২,১৪)।"

বহু শতব্দী আগে মোশি যেমন ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে চেয়েছিলেন এবং যে ভাবে যুগে যুগে মানুষ তাঁকে জানতে আগ্রহী হয়েছে, সেই ভাবেই যীশুর শিষ্য ফিলিপ জানতে চেয়েছিলেন ঈশ্বরের স্বরূপ।

ফিলিপ যীশুকে এক বিশেষ অনুরোধ করে বললেন **" প্রভু পিতাকে আমাদের দেখান" (যোহন ১৪ ৮)**। বেশ অবাক হয়েই যীশু ফিলিপকে প্র্ন করেছিলেন,**" ফিলিপ এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি তথাপি তুমি আমাকে কি জান না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকে দেখেছে" (যোহন ১৪ ৯)।**

যীশু যদি ঈশ্বর না হতেন তাহলে তাঁর এই উত্তর থেকে তাঁকে নির্বোধ ও প্রতারক বলে মনে হতো। কিন্তু এই দুটি অপবাদের কোনোটিই তাঁর উপর আরোপ করা যায় নি। সেই জন্য আমরা এটা মেনে নিতে বাধ্য যে যখনই প্রভু যীশুর দিকে আমরা তাকাই তখনই আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই ।

কে যীশু এই উত্তর জানার পর কিছু মানুষ তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে শু(করে। এক দিক দিয়ে যীশুর এই উত্তর যে, **"আমি ও আমার পিতা আমরা এক "(যোহন ১০ ৩০),** অনেক মানুষের ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে জানার (ুধা মিটলেও যারা একথা মেনে নিতে পারল না যে, ঈশ্বর এত নম্র ভাবে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হতে পারেন, তারা তাঁর শত্রু হয়ে উঠল। প্রভু যীশু কিছু মানুষকে যেমন আকর্ষণ করেছিলেন, তেমন ভাবেই আবার কিছু মানুষ

তাঁর থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। যদিও অনেকে তাঁকে অনুসরণ করেছিল, সেখানেই আবার এমন অনেকে ছিল যারা তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে শু(করে দিয়েছিল।

এমনকি তাঁর জীবনকালেই প্রভু যীশু মানুষকে এই উক্তি(র মাধ্যমে দুটি দলে ভাগ করে দিয়েছিলেন

" যে কেহ আমার সপ(নয়, সে আমার বিপ(" (মথি ১২ ৩০)।

অবশ্য একটা প্রাথমিক প্রতিত্রি(য়া, চিরস্থায়ী প্রতিত্রি(য়া নাও হতে পারে, কারণ এমন অনেক মানুষকে দেখা গেছে যারা খ্রীষ্টের শত্রু থেকে পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীতে পরিণত হয়েছে।

আসুন, আমরা এমনই একটি মানুষের কথা শুনি, যিনি খ্রীষ্টের শত্রু থেকে তাঁর অনুগামীতে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। জীবনের প্রথমদিকে এই ইহুদি গু(, যার নাম শৌল, তিনি যীশুর অনুগামীদের এতই ঘৃণা করতেন যে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত তাড়না করতেন। কিন্তু পরিবর্তিত হবার পর তিনি তাঁর জীবনের বাকী দিন যীশুকে তাঁর প্রভু হিসাবে সম্মান ও সেবা করে কাটান। খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কারণে তিনি আনন্দ সহকারে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিলেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণ কি?

দামাস্কাস যাবার পথে শৌল এক মহা আলোক দেখতে পান। সেই আলো এতই উজ্জ্বল ছিল যে তিনি সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে যান। শৌল কিন্তু অন্তরে বুঝেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসেছেন।

'ইয়াওয়ে 'এই গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করে তিনি জানতে চাইলেন প্রভু আপনি কে? ঈশ্বর উত্তর দিলেন আমি সেই যীশু যাকে তুমি তাড়না করছো (প্রেরিত ৯ ৫)। সেইদিন প্রথম শৌল জানতে পারলেন যে ইয়াওয়েই হলেন যীশু।

এই প্রকাশ পাবার পর শৌল যীশুর শত্রু থেকে তাঁর শিষ্য প্রেরিত পৌলে পরিবর্তিত হলেন। তিনি পূর্ণরূপে তাঁর জীবন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চরণে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য অনেক কষ্টভোগ করলেও তাঁর

বাকী জীবন এই সুসমাচার প্রচার করেই কাটিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর এই ধরণীতে নেমে এসেছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট যে কতো বাস্তব, তিনি যে জীবন্ত ঈশ্বর এই অভিজ্ঞতা তাঁকে এক মহান মিশনারীতে রূপান্তরিত করেছিল। তাঁর লেখা পত্রগুলিতে পরিষ্কার ভাবে তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস দেখা যায় যে, যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা এবং তাঁর জন্যই যে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে (কলসীয় ১ ১৬)।

বাইবেল পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে যে, নাসরতীয় যীশু হলেন সেই পুত্র ঈশ্বর। তিনি শুধু ঈশ্বরের পুত্র নন, যেটা মরমন এবং যিহোবা সাক্ষীরা বিশ্বাস করে থাকে। আবার ইসলামরা যেমন শিক্ষা দেয়, সেরকম তিনি কেবলমাত্র একজন ভাববাদী ছিলেন না। এইসব ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করার ফলে বহু মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ দেখতে পায় না। ঈশ্বর যেভাবে নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন সে ভাবে না বুঝে তারা তাঁকে অবজ্ঞা করে, আবার অনেকসময় বিবিন্ন ধর্মমতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা করে। এই ধরণের প্রচেষ্টাকে ওয়েবস্টার অভিধানে সিনক্রিটিজম বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যেমন হিন্দুধর্মাবলম্বীরা অন্যান্য নানা দেবদেবীর পাশাপাশি যীশুকেও এক জন দেবতা বা অবতার বলে মনে করে থাকে। পুরাতন নিয়মে একটি ঘটনার কথা রয়েছে যেখানে এলীয় ভাববাদীর জীবন্ত ঈশ্বরের সামনে মূর্তিপূজকদের বাল দেবতা যে কত অসার তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। এই ভাবেই একদিন সমস্ত মানুষের হাতে গড়া প্রতিমা ও মানুষের কল্পনা প্রসূত দেবতাগুলি প্রভু যীশু বা পুত্র ঈশ্বরের সামনে উল্টে পড়বে। প্রভু যীশু, পিতা ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা এই তিন জন হলেন এক ঈশ্বর, আর এ এক অনন্তকালীন সত্য!

একবার যদি আমরা এই বিষয়টি বুঝতে পারি যে যীশু খ্রীষ্ট হলেন সেই ঈশ্বর তখন আমাদের তাঁর কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ, তাঁর কৃত বিভিন্ন অলৌকিক কাজ, তাঁর মৃত্যু ও পুণরুত্থান, স্বর্গে আরোহন এবং পরাক্রম ও গৌরবের সাথে তাঁর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন, এসব বিশ্বাস করতে আর অসুবিধা হবে না।

যেহেতু প্রভু যীশু স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং যেহেতু তাঁরই দত্ত নিয়মে পৃথিবীর প্রতিটি জীব শ্বাস নেয়, তায় তিনি এসব নিয়মের উর্দ্ধে, যে নিয়ম তিনি তাঁর প্রেমে সকল সৃষ্টিকে উদ্ধার করার জন্য দিয়েছিলেন।

নাসরতীয় যীশুকে ঘিরে পৃথিবীতে দুটি দলের মানুষ দেখা যায়। এই যে দুটি দল, তাদের মধ্যে পার্থক্য ধনী বা নির্ধন , অথবা রাজনৈতিক ভাবে দুর্বলতা বা সবলতা নয়(কিন্তু এই দলভেদের কারণ হলো খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তাদের ভিন্ন মতবাদ। বিভিন্ন কারণের জন্য মানুষের মধ্যে দলভেদ রয়েছে তবে মূল বিভাজন হয়েছে খ্রীষ্ট এ পৃথিবীতে আসার সময়।

এই কথাগুলি বাড়িয়ে বলা কথা নয়, কারণ খ্রীষ্টই বলেছিলেন

ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে, কেননা আমি ঈশ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি(আমি তো আপনা হইতে আসি নাই, কিন্তু তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমরা কেন আমার কথা বোঝ না? কারণ এই যে, আমার বাক্য শুনিতে পার না। তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা, সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলে তখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার পিতা'' (যোহন৮ ৪২-৪৬) ।

একথা শুনে কি আপনারা আশ্চর্য্য হচ্ছেন না যে এই পৃথিবীতে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের পিতা হলেন স্বয়ং ঈশ্বর এবং আরেকদল অবিশ্বাসী মানুষ আছে যাদের পিতা দিয়াবল? সকলেই ঈশ্বরের সন্তান নয়। আমরা ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য হবো না শয়তানের পরিবারের সদস্য

হবো সেটা আমাদের বিষয়, কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমাদের অনন্তকালীন ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে।

আপনার বিশ্বাস কতটা একনিষ্ঠ সেটা বড় কথা নয়, কারণ একনিষ্ঠ ভাবে বিশ্বাসের পথে এগিয়ে গেলেও এমন হতে পারে যে আপনি যা বিশ্বাস করেন সেইটিই অলীক বা সেই পথই ভ্রান্ত। আমরা যদি বলি মানুষ যত(ণ তার প্রচেষ্টায় ঐকান্তিক তত(ণ সে যাই বিশ্বাস ক(ক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। যেমন ধ(ন আপনি ঔষধ মনে করে যত যত্ন সহকারে বিষ খান না কেন, আপনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন!

সত্যি, মানব জাতি দুটি পরিবারে বিভক্ত(। প্রতিটি মানুষ এর যে কোনো একটি পরিবারের সদস্য হয় সে ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য, নয় সে শয়তানের পরিবারের সদস্য। আপনার জানা প্রয়োজন আপনি কোন পরিবারের সদস্য। আর ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য হবার জন্য প্রথম ধাপ হলো এই বিষয়টি জানা যে ঈশ্বর কে এবং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের জন্য দান করে তিনি কি করেছেন।

যীশু নামের অর্থ ইয়াওয়ে অর্থাৎ পরিত্রাণ। স্বর্গের দূত যোষেফকে বলেছিলেন, ... " **তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখিবে, কারণ তিনিই আপনার প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন" (মথি ১ ২১)।**

একটু চিন্তা করে দেখুন

১) আপনি আপনার প্রচেষ্টায় ঐকান্তিক হলে আপনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কি বিশ্বাস করেন না করেন তাতে কি কিছু আসে যায়?

২) মানুষের মধ্যে প্রকৃত বিভেদের কারণ কি? তা কি রাজনৈতিক না অর্থনৈতিক না অভ্যন্তরীণ না কি শিল্পগত? নাকি তার পেছনে রয়েছে আধ্যাত্মিক বা অনন্তকালীন বিষয়?

৩) এই যে পরিবার দুটির কথা প্রভু যীশু বলেছেন, তার কোন্‌টিতে আপনি থাকতে চান?

নীতিগত দিক দিয়ে যা মন্দ সে সম্বন্ধে চেতনা যার আছে তার কাছে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রয়োজনীয় ঈ(রীয় জ্ঞান রয়েছে !

ডঃ আরনল্ড (হেড মাষ্টার রাগবি পাবলিক স্কুল)

পঞ্চম অধ্যায়

আসল সমস্যা কোথায় ?

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বহু মানুষ পৃথিবীর ভবিষ্যত নিয়ে বেশ আশার স্বপ্ন দেখেছিল। তারা মনে করেছিল যে পৃথিবী উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিক দিয়ে এক স্বর্ণ যুগে প্রবেশ করবে। অনেকে ভেবেছিল যে নতুন যুগের এই আশীর্বাদ প্রতিটি দেশেই দেখা যাবে, এমনকি যে সব দেশে হতাশা,দারিদ্রতা এবং বিভিন্ন রোগে মানুষের কষ্টের সীমা নেই, সেখানেও এই আশার আলো দেখা যাবে। কিন্তু ১৯১৪ সালে সমগ্র ইউরোপে যুদ্ধের শঙ্খাধ্বনি ধ্বনিত হলো।

আর আজ যখন আমরা একবিংশ শতাব্দীতে পা রেখেছি তখন দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের প্রভুত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে না। বরং বর্তমানে মানুষ ভয় পায়, বিশেষ করে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবার জন্য পারমাণবিক শক্তি(কে ব্যবহার করার যে দ(তা মানুষ অর্জন করেছে তা ভয় পায়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উগ্রপন্থা নিয়ে যে জটীলতর সমস্যা দেখা দিয়েছে তার থেকে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি(এই মত প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমানে আমরা মানব সভ্যতার ইতিহাসের সব চেয়ে ভয়ানক সময়ে রয়েছি। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ যে দুই মে(তে ভাগ হয়ে গেছে তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সভ্য সমাজের মূল ভিতেই আঘাত আসছে। কিন্তু আসলে সমস্যাটা কোথায়?

এই সব প্র(ের সমস্যার উত্তর খোঁজার জন্য পৃথিবীর নেতারা মিলিত

হন এবং এই বিষয়ে নানা আলোচনা করেন। আর তারা যখন পরস্পরের সাথে মত বিনিময় করেন এবং বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন , সেই সময়ই পৃথিবী এক সঙ্কট থেকে আরেক সঙ্কটের দিকে এগিয়ে যায়। এর পিছনে যতই শক্তি(ও অর্থ ব্যয় করা হোক না কেন পৃথিবী যে পথে চলেছে কারোর পে(পৃথিবীর সেই গতিপথ পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে এসে খ্যাতনামা রাষ্ট্রনেতারা, রাজনীতিবিদগণ, বুদ্ধিজীবিরা, বৈজ্ঞানিক ও চতুর ব্যবসায়ীবৃন্দ, চিকিৎসকবর্গ এবং সমাজসেবীরা তাদের অভিজ্ঞ মতামত ও দ(তা ঢেলে দিলেও কোনো সমাধান পাওয়া যায় না।

সব থেকে আশ্চর্য হবার বিষয় হল, এই ধরণের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি(দের কাছ থেকে কদাচিৎ শোনা যায় মানুষের এই প্রকৃত সমস্যা সম্বন্ধে ঈশ্বর কি বলেন, কারণ কোনো সমস্যা সমাধানের আগে অবশ্যই সমস্যার প্রধান কারণ কি সে সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। কেবল মাত্র ঈশ্বরই আমাদের জানাতে পারেন আমাদের আসল সমস্যাটা কোথায়। আর এই সময় আবার একবার আমরা জানতে পারি যারা প্রকৃত রূপে ঈশ্বরের সন্ধান করে এবং যারা কেবল মাত্র কৌতুহলের বশে তাকে জানতে চায় তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়।

ঈশ্বর বলেছিলেন,**" আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ নির্মাণ করি" (আদিপুস্তক ১ ২৬)।**

আপনার মনে হয়তো এই প্র্ন জাগবে যে কোন্ দিক থেকে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট? শারীরিক সাদৃশ্যের দিক থেকে নিশ্চয়ই নয় ,কারণ খ্রীষ্ট বলেছেন, **"ঈশ্বর আত্মা"** (যোহন ৪ ২৪)। আমাদের মতো ঈশ্বরের হাত, পা, চোখ নিশ্চয়ই নেই। আর এই ঈশ্বর অগম্য জ্যোতির মধ্যে বাস করেন, যাঁকে দেখা যায় না এবং কেউ দেখতেও পারে না (১তিমথিয় ৬ ১৬)।

মানুষ যে দেহে বাস করে তার থেকেও মূল্যবান কিছু আছে যা এই মর্ত্য দেহ নষ্ট হয়ে যাবার পরও বেঁচে থাকে। মানুষের এই অমর সত্ত্বাই অনন্ত ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

বাইবেলে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে প্রকাশ আছে তাতে দেখা যায় ঈশ্বরের মন আছে, তাঁর আবেগ ও ইচ্ছা আছে । আর এই তিনটি দিকেই মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। কিন্তু যেহেতু তিনি ঈশ্বর তাই তাঁর বুদ্ধি, ভাবাবেগ এবং ইচ্ছাশক্তি(অসীম। আর এটাই তাঁর প্রকৃতি। অন্যদিকে মানুষ সসীম। এমনকি পন্ডিত আইনষ্টাইনের মনও এক নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কোনো মানুষ নেই যে সব কিছু জানে। কোনো মানুষের মধ্যেই সীমাহীন প্রেম ভালোবাসা থাকতে পারে না। অবশ্যই এমন কোনো মানুষ নেই যে তাঁর ইচ্ছাবলে এই পৃথিবীকে চালাতে পারে। মানুষ নিজে তার ভাগ্যকে অর্থাৎ তার পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না এবং নিজে তার জীবনের চলার পথের দিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

অন্যদিকে মানুষের ব্যক্তি(ত্বের একটা দিক হলো তার আত্মিক (মতা, যাতে সে ঈশ্বরকে জানে এবং তাঁর সাথে সহভাগিতার মধ্যে প্রবেশ করে। আর এই জন্য মানুষের তিনটি সত্বা আছে বাইবেলে যাকে বলে আত্মা, প্রাণ এবং দেহ (১ থিষলনীকীয় ৫ ২৩)।

আত্মার মাধ্যমে মানুষের ঈশ্বর দত্ত সেই (মতা রয়েছে যাতে সে তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। দেহের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে অর্থাৎ তার ব্যক্তি(ত্বকে (তার প্রাণ, তার চিন্তা করার (মতা, বেছে নেওয়া ও ভালোবাসা ইত্যাদিকে) তার পারিপার্শ্বিক বস্তুগতজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত(করে ।

বাইবেল ঘাটলে দেখা যায় যত(ণ পর্যন্ত আমরা আত্মাকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রথম স্থানে রাখি, এবং প্রাণ ও দেহকে যথাত্র(মে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রাখি তত(ণ সব কিছু ঠিক থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোথাও একটা গোলমাল হয়ে যাওয়ার ফলে বেশীর ভাগ মানুষের ে(ত্রেই এর উল্টোটা দেখা যায়। দেখা যায় দেহ প্রথম স্থানে রয়েছে , প্রাণ দ্বিতীয় স্থানে এবং তার আত্মার স্থান সর্বশেষ । দুর্ভাগ্যত্র(মে বর্তমান পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষের চিন্তা শক্তি(,তাদের অনুরাগ ও তাদের সিদ্ধান্তগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের দৈহিক ও বস্তুগত প্রয়োজনগুলি এবং তাদের ইন্দ্রিয়ের চাহিদা।

অথচ তাদের আত্মিক দিকটি সুপ্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে তা মৃতবৎ

হয়ে পড়ে। এইভাবে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে তাদের আত্মিক জীবন পুনঃস্থাপন এবং ব্যক্তিসত্ত্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না দিয়ে তারা তাকে দাবিয়ে রাখে, অগ্রাহ্য করে এবং তা শেষে এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছায় যখন সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগাযোগ করার আর কোনো উপায় থাকে না।

যে মানুষ ঈশ্বরের থেকে দুরবর্তী,যার কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবাস্তব বলে মনে হয়, সে আসলে আত্মিকভাবে মৃত। অপরপক্ষে যে মানুষ ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা উপভোগ করে, সে প্রকৃতই পূর্ণরূপে জীবিত।

কিন্তু ঈশ্বর দয়াধনে ধনবান বলিয়া আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, এমন কি অপরাধে মৃত আমাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন -- অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ। (ইফিষীয় ২ ৪,৫)।

মানুষই ইচ্ছা কোরে এই জগতে প্রথম সমস্যার সৃষ্টি করে। ঈশ্বর মানুষকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেননি যে তারা পুতুলের মতো হয়, যাদের নিজের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। পুতুলদের সুতো টেনে নাচাতে হয় তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অপরপক্ষে ঈশ্বর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন যাতে আমরা আমাদের ইচ্ছামতো চলতে পারি। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছার এই দানটির সাথে সাথে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তের ও আচরণের জন্য নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ি।

সৃষ্টির পরই মানবজাতির জীবনে এক ক্ষণে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিল। এদোন উদ্যানের সমস্ত গাছের মধ্যে দুটো বিশেষ ধরনের গাছ ছিল, যার একটার নাম ছিল জীবনবৃক্ষ আর অন্যটির নাম ছিল সদাসদ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ (আদিপুস্তক ২ ৯)। আদম ও হবাকে ঈশ্বর বলেছিলেন যে তারা উদ্যানের সমস্ত গাছের ফল খেতে পারে, কিন্তু যেন সদাসদ্ বৃক্ষের ফল কখনো না খায়। তাদের বাধ্য বা অবাধ্য হবার এই যে স্বাধীনতা ঈশ্বর দিয়েছিলেন এর থেকে খুব স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর পুরুষ ও নারীকে অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতিকে স্বাধীন ইচ্ছানুসারে চলার অনুমতি দিয়েছেন। ঈশ্বরকেমান্য করা অথবা অমান্য করা সম্পূর্ণভাবে তাদের ব্যক্তিগত

সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

খুব দুঃখজনকভাবে ঈশ্বর মানুষকে যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন আদম ও হবা তারই বিদ্রোচারণ করল। ঈশ্বর জানতেন যে আদম ও হবার এই অবাধ্য আচরণ ভবিষ্যতে তাঁকে অবর্ণনীয় কষ্ট দেবে সমগ্র মানবজাতির জীবনেও তা নিয়ে আসবে যন্ত্রণা ও কষ্ট। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং পরবর্তীকালে সঠিক পথ মনোনয়নকারীদের জীবনে যে গৌরব আসতে চলেছে তার পূর্বজ্ঞানে ঈশ্বর মানুষকে বেছে নেবার এই স্বাধীনতা দিলেন।

মিথ্যাবাদী শয়তান, পাপে প্ররোচিত করাই যার স্বভাব সে, আদম হবাকে প্রভাবিত করল যেন তারা ভুল পথে যায়। শয়তান সেই নিষিদ্ধ ফলকে লোভনীয় করে তুলতে মিথ্যা করে বললো যদি তারা সেই ফল খায় তবে তারা ঈশ্বরের মতো হবে। (শয়তান এখনও মানুষকে বলে যে সে নিজেই নিজের ঈশ্বর হতে পারে। কিন্তু যেমন ঈশ্বর ঈশ্বরই, তিনি কখনই তা থেকে ছোট হতে পারেন না তেমনই মানুষ মানুষই, সে কখনোই মানুষের চেয়ে বেশী কিছু হতে পারে না) । যাই হোক শয়তান আদম এবং হবাকে প্ররোচিত করলো যাতে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অবজ্ঞা করে । ফলস্বরূপ পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ আদম হবার বংশধর হওয়ার ফলে ঈশ্বরের সাথে তাদের ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং যেমন **"একজনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে পাপ এসেছিল, তেমনি পাপের সাথে এসেছে মৃত্যু । সকল মানুষ পাপ করেছে আর পাপ করার জন্যই সকলের কাছে মৃত্যু এলো" (রোমীয় ৫ ১২)।**

জগতে যত সমাধিস্থান, হাসপাতাল, কারাগার দেখা যায় তার সবই হলো আদিতে মানুষের মন্দকে বেছে নেওয়ার ফল। মানবজাতির জীবনে এই মৃত্যুজনক মন্দ, যাকে আমরা পাপ বলে থাকি তা এক জন্মগত রোগের মতো সমস্ত মানবজাতিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পাপ কেবল ঈশ্বরের সাথে মানুষের সেই প্রকৃত সহভাগিতাকেই নষ্ট করে দেয়নি, কিন্তু তা তার থেকে অপর মানুষকেও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

কিন্তু আমরা কেবলমাত্র জন্মগত দিক দিয়ে পাপী নই, আমরা আমাদের নিজেদের কর্ম অনুসারেও পাপী।

আমাদের জন্ম সম্বন্ধে গীতরচকের উক্তিতে একটি বিষয় ধরা পড়ে,'' **দেখ অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন'' (গীতসংহিতা ৫১ ৫)।** কিন্তু আমরা সর্বদাই যে সমস্ত পান করে থাকি তার জন্য এই জন্মগতভাবে পাওয়া পাপস্বভাবকে অজুহাত হিসাবে দেখানো যাবে না।

বাইবেলে আবার একথাও লেখা আছে –

সেই সকলেতে তোমরা পূর্বে চলিতে, এই জগতের যুগ অনুসারে, আকাশের কর্ত্তৃত্বাধিপতির অনুসারে, যে আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানগণের মধ্যে কার্য্য করিতেছে, সেই আত্মার অধিপতির অনুসারে চলিতে। সেই লোকেদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্বে আপন আপন মাংসের অভিলাষ অনুসারে আচরণ করিতাম, মাংসের ও মনের বিবিধ ইচ্ছা পূর্ণ করিতাম এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতই ক্রোধের সন্তান ছিলাম (ইফিষীয় ২ ২,৩)।

হ্যাঁ,আমরা আমাদের নিজেদের অবাধ্যতার কারণে ঈশ্বরের সাথে দোষী। নিজের অপরাধের জন্য দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে দোষারোপ করা যাবে না(তা সে তার স্ত্রী কি বন্ধু কি পিতামাতা যেই হোন না কেন। এমনকি আমরা যে সমাজে বাস করি তার প্রেক্ষাপট বা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও আমাদের কৃত অপরাধের জন্য দোষী করা হবে না। আমাদের কৃত পাপের জন্য আমরাই দায়ী।

মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এত বেশী শত্রুতা ও বিভেদের প্রকৃত কারণ হলো পাপ, যা আমাদের সকলের মধ্যে বর্তমান। একজন নাস্তিক থেকে আরম্ভ করে একজন বিশ্বাসী বা একজন বাঙ্গালী থেকে আরম্ভ করে একজন আমেরিকান সবাই পাপের অধীনে রয়েছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মানুষকে পাপই একসূত্রে গাঁথে। পাপই একজন কমিউনিষ্টকে একজন পুঁজিপতির সাথে এবং একজন পুলিশের সাথে একজন দাগী আসামীকে একই কাঠগোড়ায় এনে দাঁড় করায়। প্রচারক বা দেহব্যবসায়ী, ধনী বা নির্ধন, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যাই হোক না কেন সকল মানুষই পাপ করেছে । শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে,

''সকলেই পাপ করিয়াছে, এবং ঈশ্বরের গৌরব- বিহীন হইয়াছে'' (রোমীয় ৩ ২৩)। মানুষের থেকে মানুষের ব্যবধানের মূল কারণ হলো পাপ।

কিন্তু খ্রীষ্ট যীশু হলেন পাপীদের আশা। তিনি বলেছেন,**''আমি ধার্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকে ডাকিতে আসিয়াছি'' (মথি৯ ১৩)।**

অল্পের জন্যেই হোক বা অধিক কারণেই হোক না কেন, আমি ও আপনি কিন্তু পাপের কারণেই ঈশ্বরের পবিত্রতা থেকে দূরে চলে গেছি। আমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান করতে পারি না। যদি কেউ মনে করে সে তার সৎকর্মের দ্বারা বা সুন্দর জীবনের দ্বারা ঈশ্বরের সাথে শান্তি স্থাপন করবে, তবে সে বৃথাই চেষ্টা করছে। কারণ পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে,**'' তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ (-ঘা না করে(ইফিষীয় ২ ৯)।** আর এই জন্যই পরিত্রাণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যীশু বলেছিলেন, **'' আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়'' (মথি৯ ১৩)।**

ব্যক্তিগত পাপের কারণে ভারগ্রস্থ মানুষ যখন ঈশ্বরের এই দয়ার কথা উপলব্ধি করে তখন তাদের জীবনে নেমে আসে অভাবনীয় স্বস্তি।

ঈশ্বর তাঁর **'দয়া ধনে ধনবান'(ইফিষীয় ২ ৪),** তাই তিনি চান যেন আমরা তাঁর কাছ থেকে বিনামূল্যে অনন্তজীবনরূপ উপহার লাভ করি।

'' অনুগ্রহেই বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ(এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান '' (ইফিষীয় ২ ৮)। পাপী মানুষ যাতে ঈশ্বরের পবিত্র সাহচর্যে আসতে পারে তার জন্য অর্থাৎ সেই মহা পবিত্র স্থানের দরজা খুলে দিতে স্বয়ং খ্রীষ্ট সর্ব শ্রেষ্ঠ বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

কারণ ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে বিনামূল্যে সেই জীবন উপহার দিতে চান। কিন্তু যেহেতু তিনি আপনাকে এক স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন তাই তিনি কখনোই আপনাকে সেই জীবনের অংশীদার হবার জন্য জোর করবেন না। ঈশ্বরের দেওয়া বিনামূল্যের এই উপহারটির বিষয়ে আপনি কিভাবে সাড়া দেবেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈশ্বর বলছেন,'' এখনই সেই উপযুক্ত(সময়, আজই পরিত্রাণের দিন (২করিন্থীয় ৩ ২)। ভবিষ্যতের কথা

নয় এখানে'এখন' বলা হয়েছে, যখন আপনি নিজ প্রচেষ্টায় জীবনের পথ সোজা করার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছেন, স্মরণ ক(ন প্রভুর সেই কথা --

" আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের ডাকিতে আসিয়াছি"(মথি ৯ ১৩) আপনি যদি আপনার জীবনের এই প্রকৃত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন তবে পাপ জনিত সমস্যা সমাধা ন করা হবে আপনার প্রথম পদ(প। আপনি যে দেশে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, যীশু আপনাকে আজকেই গ্রহণ করার জন্য তাঁর দুহাত বাড়িয়ে আছেন। তিনি আপনার কাছে কেবল একটি কথাই শুনতে চান **"হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া করো"(লূক ১৮ ১৩)।**

সি ম্যাক্স কারাগার থেকে একটি চিঠি

দ(ণ আফ্রিকার একটি জেলের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আছে এমন একটি বন্দীর কাছ থেকে আমরা এই চিঠিটি পেয়েছিলাম।

ঈশ্বরের সন্ধানে বইটি আমাকে ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে সাহায্য করেছে । আমি বলতে চাই যে বইটি আমাকে জীবনের সত্য পথ জানতে সাহায্য করেছে। আশা করি আমি কি বলছি তা আপনি বুঝতে পারছেন। আমার এক বন্ধু আমাকে বইটি দিয়েছিল.....আমি বি(াস করি যে ঈশ্বর বি(ব্রহ্মান্ডর সৃষ্টিকর্ত্তা । বি(াস করি আমি এখন যখন কারাগারে আছি, এখানেও আমাকে তিনি সাহায্য করতে পারেন....."

---- ট্রান্স ওয়ারল্ড রেডিওর একটি রিপোর্ট থেকে নেওয়া

চিন্তা করার জন্য একটু সময় দিন

১) বর্তমান সমাজে কিছু কিছু বিষয় যে মারাত্মক ভাবে ভুল পথে এগোচ্ছে তা কি আপনি বোধ করেন?

২) আপনি যখন অসুস্থ হন তখন ডাক্ত(ারের কাছে গিয়ে রোগ নির্ণয় না করে কি আপনি ঔষধ খান?

৩) বাইবেল কি ভাবে আপনার সমস্যাগুলিকে সনাক্ত(করে এবং সেই সমস্যা সমাধানের উত্তর বলে দেয়?

এদিকে শিমোন নামে সেই শহরে একজন লোক ছিল। ফিলিপ সেই শহরে আসার আগে শিমোন বহুদিন ধরে সেই শহরে যাদুখেলা করত, আর এইভাবে শমরিয়ার লোকদের সে অবাক করে দিত। সে নিজেকে একজন মহাপু(ষ বলে জাহির করতো। ছোট বড় সকলেই তার কথা মন দিয়ে শুনত(তারা বলত,'' এই লোকের মধ্যে ঈ(রের সেই শক্তি(আছে যাকে 'মহাপরাত্র(মও' বলা চলে।''

ডঃ লূক

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানুষ কেন এত ভ্রান্ত পথে চলে?

ছেলেবেলায় আমি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের এমন একটি অংশে বাস করতাম যার উপর দিয়ে অনবরত বোমা(বিমান উড়ে যেত। এ ছিল যুদ্ধের সময় আর তাই বোমা(বিমানগুলি তাদের গন্তব্যস্থল মধ্য ইংল্যান্ডের শিল্পাঞ্চল এবং উত্তর ইংল্যান্ডে বোমা ফেলার আগে ঐ পথ দিয়ে উড়ে যেত। আমি ও আমার বন্ধু শত্রুপ(র বোমা(বিমানের ভনভনানি থেকে লড়াকু ফাইটার প্লে-নগুলির গর্জনকে আলাদা করে চিনতে শিখেছিলাম। যখনই শত্রু প(র প্লে-নের সন্ধানী আলো আমাদের চোখে পড়তো, আমরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়তাম। আমরা জানতাম কোনো না কোনো সময় ভূমি থেকে কামানের গোলা বা মুখোমুখি বিমান যুদ্ধ এর কোনটার দ্বারা সেই বোমা(টিকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করা হবে।

শত্রু প(র বিমান ধ্বংস করার সাথে সাথেই সম্ভবনা থাকতো যে পাইলটদের মধ্যে কেউ না কেউ প্যারাশুটে করে নিরাপদে নীচে নেমে আসবে। যারা এইভাবে বেঁচে নীচে নামতো তারা যাতে পথ চিনে ফিরে যেতে না পারে সে জন্য কতৃপ(র নির্দেশে শহরের সমস্ত রাস্তা নির্দেশ করার বোর্ডগুলি খুলে ফেলা হয়েছিল। আর এর ফলে রাস্তায় কোনো পথনির্দেশক ছিল না।

আমরা ছেলেরা কিন্তু জানতাম শহরের বাইরে ওয়াটন উডে খুব গু(ত্বহীন একটা পথের মোড়ে তখনও একটা পথনির্দেশক ছিল। আমরা ঐ নির্দেশনা করার তীরটির মুখটা ভুল দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে ভাবতাম যুদ্ধের কাজে খুব সহায়তা করেছি। স্থানীয় কর্তৃপ(র মতো আমাদেরও উদ্দেশ্য ছিল আমাদের উপকূলে আসা যে কোনো অবাঞ্ছিত অতিথিকে বিভ্রান্ত করা।

অবশ্য এই ধরনের কোনো মানুষের হাতে যদি একটি নির্ভরযোগ্য মানচিত্র থাকে তাহলে পথ নির্দেশক না থাকলেও তার কোনো সমস্যা হত না। সে(ত্রে আমরা পথনির্দেশক দন্ড ঘুরিয়ে দিয়ে বিভ্রান্ত করার জন্য যে কাচা চিন্তা করতাম তা শত্রুকে ধাধায় ফেলতে পারতো না। অবশ্য শত্রু যদি মানচিত্রটিকে অবজ্ঞা করে তবে সে(ত্রে ভ্রান্তি থেকে উদ্ধার পাবার পথ তার নেই।

ঈশ্বর আমাদের এই ধরণের লোকের কথা বলেছেন যারা এই ধরনের মিথ্যা পথ নির্দেশক দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছে।

প্রথমেই ধরা যাক সেই সব মানুষের কথা, যারা মানতে অস্বীকার করে যে এই অপূর্ব বি(শ্বের অস্তিত্ব প্রমাণ করে এক সৃষ্টিকর্ত্ত আছেন। এই ধরণের মানুষ নিশ্চিত ভাবে বিভ্রান্ত হবে।

তারা নিজেদের বিজ্ঞ বলে পরিচয় দিলেও তারা মূর্খ। ..... তারা যেমন ঈশ্বরকে নিজেদের জ্ঞানে ধারণ করতে সম্মত হয় নি, তেমনি ঈশ্বর তাদের অনুচিত ত্রি(য়া করতে ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পণ করলেন (রোমীয় ১ ২২,২৮)।

আর এই ভ্রষ্ট মতির মানুষগুলিই সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে সৃষ্টির আরাধনা করতে শু(করে । অন্যদিকে যে মানুষের মন বিভ্রান্ত নয়, যার চিন্তা পরিষ্কার, সে তাঁর সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করবে। সুতরাং আপনি যদি এই বিষয়টি অস্বীকার করেন যে ঈশ্বরই এই বি(শ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা, তাহলে তিনি আপনাকে এমন এক মন দেবেন যার ফলে আপনি এই বি(শ্বব্রহ্মান্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা বিভ্রান্তিকর তথ্যে বি(শ্বাস করতে শু(করবেন। ভ্রষ্ট মতির মানুষের মনও কলুষিত।

ঈশ্বর সেই সব মানুষকেও সাবধান করতে চান, যারা ঈশ্বরের বাক্যকে সত্য হিসাবে মানতে অস্বীকার করে। এই ধরনের মানুষ শীঘ্রই এমন ভ্রান্তির পথ ধরবে যা তাদের ধ্বংস করে দেবে। ঈশ্বরের সত্য বাক্যকে যারা সত্রি(য়ে ভাবে ভালবাসতে অস্বীকার করে, তারা নিজেদের এক বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখে।

"কারণ তারা পরিত্রাণ পাবার জন্য সত্যের প্রেম গ্রহণ করেনি, আর সেই জন্য ঈশ্বর তাদের কাছে ভ্রান্তির কার্য্যসাধন পাঠান, যাতে তারা সেই মিথ্যায় বি(শ্বাস করে" (২থিষলনীকীয় ২ ১০,১১)।

একবার কোনো মানুষ যদি সত্যকে অস্বীকার করে তবে সে সঙ্গে সঙ্গে যা মিথ্যা তাকে আলিঙ্গন করবে।

আমার বেশ মনে আছে একবার আমি লন্ডনের ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাড়ি পৌঁছাবার পথ খুঁজছিলাম। রাস্তা খোঁজার জন্য আমি সব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলাম। এমনকি আমার গাড়ীর ফ্লাশ লাইটটির আলোও এক হাত দূরে পৌঁছাচ্ছিল না। ঈশ্বর বলেন যে এই রকম কুয়াশার মতো চরম ভ্রান্তিতে সেই সব মানুষের মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, যারা ঈশ্বরের সত্য বাক্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। শিষ্যেরা প্রভু যীশুকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার আগমনের এবং এই যুগের শেষের চিহ্(কি হবে? প্রভু অন্য আরও কিছুর উত্তরের সাথে তিনি বললেন

"কারণ ভন্ড(খ্রীষ্টেরা ও ভান্ড(ভাববাদীরা উঠবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্(ও অদ্ভুত অদ্ভুত ল(ণ দেখাবে যে, যদি হতে পারে তবে মনোনীতদেরও ভুলাবে" (মথি ২৪ ২৪)।

আপনি এখনও হয়তো মনে করছেন যে আপনি ভ্রান্ত হতে পারেন না। আপনি হয়তো মনে করছেন যে, আপনি ভন্ড(খ্রীষ্ট বা মিথ্যা ভাববাদীকে সহজেই চিনতে পারবেন। কিন্তু এক মুহূর্ত থামুন, আপনার সিদ্ধান্তের কথা ভাবুন। আপনি যদি সেই সত্যকে ভালোবাসতে অস্বীকার করেন তবে ঈশ্বর আপনার মনকে ভুল পথে চালিত করার জন্য শয়তানকে অনুমতি দিয়েছেন,

আর আপনি তা বুঝতেও পারবেন না। আপনি যদি জানতেই পারেন যে কোনো ভ্রান্ত ভাববাদী আপনাকে ভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে তাহলে তো আপনি আদৌ তার দ্বারা প্রতারিত হতে চাইবেন না। সমস্ত ভ্রান্তি মানুষের মনে ঘটে, আর যে কেউ নিজের বুদ্ধিমত্তার বড়াই করে তার পে(এই বিষয়টি মেনে নেওয়া অসম্ভব যে, তার মন মিথ্যা বিশ্বাস করার জন্য ফাঁদে পড়েছে।

আপনি দুই ধরনের মানুষ পাবেন যারা বাইবেল পড়ার সময় সত্যের প্রতিরোধ করবে এবং জগত যে ভ্রান্ত শি(া দেয় তার প্রতি নিজেদের সমর্পণ করবে। এদের মধ্যে প্রথম ধরনের মানুষেরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার বড়াই করে এবং নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। দ্বিতীয় ধরনের মানুষেরা নৈতিক দিক দিয়ে অবাধ্যতার পথে চলে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছুক এমন প্রতিটি মানুষের জন্য প্রভু যীশুর বিশেষ প্রতিজ্ঞা রয়েছে **" যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে জানতে পারবে, তা ঈশ্বর হতে হয়েছে, না তা আমি নিজে থেকে বলি" (যোহন ৭ ১৭)।**

আপনি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছা করেন তবে আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, ঈশ্বর আপনাকে বাইবেলের মাধ্যমে শি(া দেবেন আপনার কোন্‌টি বিশ্বাস করা উচিত আর কোন্‌টি বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং আপনার কেমন ভাবে চলা উচিত।

তবু আমাদের সেই সমস্ত স্বনিযুক্ত(ধর্মীয় শি(কদের থেকে সাবধান হতে হবে, যারা ঈশ্বরের সত্য বাক্য শি(া দেয় না, কিন্তু তারা আপনাকে ভুল বিষয় বিশ্বাস করানোর ও সেই মতো কাজ করানোর চেষ্টা করবে।

এই প্রজন্মে শয়তানের কিছু অনুচর, যারা মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে, তারা মিথ্যা খ্রীষ্টিয়ান ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী এমন সংস্থার সদস্য। যে মানুষ ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে যে সত্য রয়েছে এবং ত্রিত্ব বা তিনে এক, একে তিন এই সত্য মানতে অস্বীকার করছে, সে একজন মিথ্যা ভাববাদী। যদিও এই ধরণের মানুষের মুখে বাইবেলের কিছু পদ শুনতে পাওয়া যায় তবু দেখা যাবে যে উদ্দেশে তা

বলা হয়েছিল তার থেকে বিপরীত অর্থে তারা তা ব্যবহার করছে আর এই ভাবে তারা বাইবেল বর্হিভূত এক ধর্মের সৃষ্টি করে। আপনি সর্বদাই একজন মিথ্যা ভাববাদীকে কয়েকটি প্র(জিজ্ঞেস করে পরাজিত করতে পারেন যেমন "খ্রীষ্ট কে ব'লে আপনার মনে হয়?" আর এই জন্যই আপনার পে(এই প্র(টির উত্তর জানা আরও প্রয়োজন।

আপনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে জানলে দেখবেন এমনকি সেইসব গুপ্ত সমাজের মানুষেরা, যারা পরস্পরকে সাহায্য করার বিষয়ে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা দেখায়, তাদের মধ্যেও আপনি এই ধরণের আত্মিক বিভ্রান্তি দেখতে পাবেন**। এই ধরণের সমাজের মধ্যে যদিও ঈশ্বরের কথা বলা

**পৃথিবীতে ফ্রিম্যাসনরা হলো সব থেকে বড় এবং গুপ্ত একটি আর্ন্তজাতিক দল। বর্তমানে এই দলটির সদস্য সংখ্যা প্রায় এক কোটি । এই সংস্থার সভ্যদের মধ্যে যে ভ্রাতৃসুলভ প্রেম, শান্তি ও সত্যের আদর্শ রয়েছে তা বহু মানুষকে আকর্ষণ করে, তবু এটা মনে রাখা দরকার যে আসলে কিন্তু এই ফ্রিম্যাসনরা মানুষের পে(কম (তিকারক নয়। ম্যাসন হতে গেলে প্রত্যেক সভ্যকে স্বীকার করতে হবে যে সে অন্ধকারে আছে এবং আলোতে পৌঁছানোই তার উদ্দেশ্য। অথচ একজন খ্রীষ্টানুসারী বিশ্বাস করে যে, সে ইতিমধ্যেই আলোর সন্ধান পেয়েছে, কারণ খ্রীষ্টই বলেছেন "আমিই জগতের আলো। যে কেউ আমার অনুসারী হয় সে কখনও অন্ধকারে থাকবে না, কিন্তু সেই আলো পাবে যা জীবন দেয়" (যোহন ৮ ১২)।

এই গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘে যখন কোন নতুন সভ্য যোগদান করে তখন যে অনুষ্ঠানটি হয় সেটি খুব নাটকীয়, এবং সাংকেতিক চিহ্নে(ভরা। যে এই সংঘে যোগদান করে তাকে প্রথমেই বাইবেলে ঈশ্বরের যে ভাবমূর্তি আছে অর্থাৎ বাইবেলে ঈশ্বরকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেই সত্যকে অস্বীকার করতে হয় এবং গাউটো এই বিশেষ শব্দটির সাথে পরিচিত হতে হয়। তাদের কাছে গাউটো হলো ঈশ্বরের লুপ্ত নাম এবং তারা মনে করে এই গাউটো হলেন বিশ্বব্রহ্মান্ডের মহান স্থপতি বা নির্মাণকর্তা। হিন্দু,মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি বা অন্য যে কোনো ধর্মের মানুষই এই গুপ্ত সংস্থার সদস্য হতে পারে। অতএব এই গাউটো (ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের তৈরী ধারণা) বাইবেলে ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাঁর পুত্র খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যে ঘোষণা রয়েছে তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বাইবেলে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলেছে যে তিনি "প্রকৃত জ্যোতি" (যোহন ১ ৯)। পরে কোনো একজন ফ্রিম্যাসন যখন গু(ম্যাসন হয়ে ওঠে তখন তাকে পুণরায় ঈশ্বরের আরেকটি নাম শোনানো হয়, আর এই নাম হলো -- যাবুলোম। মধ্যপ্রাচ্য ও যিহূদা দেশে ঈশ্বরের যে নাম প্রচলিত তার সমন্বয়েই এই নামের উৎপত্তি হয়েছে। 'যা' আসে যিহোবা থেকে এবং বুল আসে বাল থেকে, যা মিশরীয় সূর্যদেবতার নাম। এটি হলো বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের এক নিষ্ফল প্রয়াস। খ্রীষ্ট বলেছেন **তোমার আন্তরিক দীপ্তি যদি অন্ধকার হয়, তবে সেই অন্ধকার কতো বড়!" (মথি ৬ ২৩)**

হয়, তারা প্রভু যীশুর শি(া মানতে অস্বীকার করে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছিলেন

"আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আসে না" (যোহন ১৪ ৬)।

তা সত্বেও এই সব সমাজের মানুষ খ্রীষ্টের শি(াকে উপে(া করে। যে সকল মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর তথ্য বিশ্বাস করে , বাইবেল তাদের কঠোর ভাষায় বলেছে

"তুমি কি বিশ্বাস করো যে এক ঈশ্বর রয়েছেন? এমনকি ভুতেরাও বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে" (যাকোব ২ ১৯)।

বর্তমানে আবার সেই সব ধর্মগুলিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে, যারা বাইবেলে যে ঈশ্বরের কথা বলা আছে তাঁকে অস্বীকার করে । হিন্দুধর্মের অনেকগুলি সম্প্রদায় বহু মানুষের মন আকৃষ্ট করেছে। অতীতে যেসব দেশগুলি একসময় তাদের উত্তরাধিকার সূত্রেই বাইবেল হাতে পেয়েছিল, বর্তমানে তাদের কাছে হি(দুদর্শন অতিপ্রাকৃত ধ্যানের রূপে বা যোগ অথবা কঠোর তপস্যা রূপে তুলে দেওয়া হচ্ছে । এগুলিতে সমাধিস্থ অবস্থায় ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের মতবাদ রয়েছে। হিন্দুধর্ম থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মানুষেরা মূর্খের মতো সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের আরাধনা না করে বহু ইতর দেবতার পূজো করে । দুঃখের বিষয় হলো যে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, যিনি স্বয়ং নিজেকে নতনম্র করে দাসের রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে এসে বাস করেছিলেন, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে এই সব ভ্রান্ত চিত্ত মানুষগুলি নিজেদের তৈরী গু(দের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

অন্যদিকে মুসলমান দুনিয়াও নিজেদের ধর্মের প্রসারের জন্য অসাধারণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সারা পৃথিবীব্যাপী তেলের ব্যবসা এবং ত্র(মবর্ধমান রাজনৈতিক (মতা বিস্তারের ফলে তারা তাদের পরিধি এমনভাবে বিস্তার করেছে যা কয়েকবছর আগেও অসম্ভব ছিল। যিরূশালেমের মন্দিরে পূর্ণ পর্বতে অবস্থিত সবচেয়ে পবিত্র তীর্থস্থানের নাম হলো "Dome of the rock"(এই তীর্থস্থান থেকে তারা নির্ভীকভাবে ঈশ্বরের সুসমাচারকে অস্বীকার করে। Dome of the rock এর গায়ে আরবীতে লেখা একটি

উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়, তাতে লেখা আছে, "ঈশ্বর জন্মাতে পারেন না এবং জন্ম দিতেও পারেন না।"অথচ বাইবেলে লেখা আছে

"কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে,আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়" (যোহন ৩ ১৬)।

এই আত্মিক বিভ্রান্তি কেবলমাত্র ধর্মীয় জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। ধর্মনিরপে(বর্তমান পৃথিবী আবার একধরণের মানুষকেন্দ্রিক দর্শনকে আলিঙ্গন করতে শু(করেছে, যাতে বলা হয় বিশ্বব্রহ্মান্ডের যাবতীয় সব কিছুর কেন্দ্র হলো মানুষ এবং এই সমাজের প্রধান ল(্য হলো এই মানুষের উন্নতি ও বিকাশ সাধন। মানুষকে সবার উপরে স্থাপন করার এই দর্শনকে প্রচার করার জন্য বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, আলোচনা চক্র(, বেতার ও টি.ভি চ্যানেলগুলি এগিয়ে এসেছে । নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হোন, নিজেকে সাজান, এই ধরনের স্বার্থপর চিন্তাধারা সমস্ত দুনিয়ায় জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে।

মানুষ পূজার এই দর্শনকে অনেকে একটা নতুন চিন্তাধারা বলে মনে করলেও এটা কিন্তু বাস্তবে তা নয়। যদি আমরা সাধু পৌলের সময়ে ফিরে যাই তাহলে সে সময়ের অবস্থা দেখতে পাবো, যেখানে ঈশ্বর বলেছেন, **" তাহারা মিথ্যার সাথে ঈশ্বরের সত্য পরিবর্তন করেছে এবং সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও আরাধনা করেছে, সেই সৃষ্টিকর্তার নয়, যিনি যুগে যুগে ধন্য"(রোমীয় ১ ২৫)।** যারা মানুষ পূজায় মেতেছে তাদের সব আস্ফালন একটি প্রশ্নের কাছে থিতিয়ে যায়, আর সেই প্রশ্ন প্রভু নিজে জিজ্ঞেস করেছেন,**" যখন আমি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি তখন তুমি কোথায় ছিলে?" (ইয়োব ৩৮ ৪)।** আদিতে শয়তান হবাকেও এই ব'লে ঈশ্বরের স্থানে বসবার জন্য লোভ দেখিয়েছিল যে, তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হয়ে সদসদ্- জ্ঞান পাবে (আদিপুস্তক ৩ ৫)। বর্তমানে শয়তান এই জঘন্য কাজটি বিভিন্ন ছলানপূর্ণ মিথ্যা শি(া ও ধর্মনিরপে(মানবপূজার মাধ্যমে করে যাচ্ছে।

হতে পারে আপনি একজন আধুনিক যুগের যুবক, যার ধর্ম বা রাজনীতির প্রতি কোনো স্পৃহা নেই। হয়তো আপনি রাজনীতিবিদ্দের

সন্দেহের চোখে দেখেন, আর ধর্ম আপনার কাছে অপ্রয়োজনীয় বিষয়। হয়তো আপনি আপনার সমবয়সীদের সাথে আত্মতৃপ্তির জন্য অন্য কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন। হয়তো বিভিন্ন ধরনের রক গানের মাধ্যমে আপনি নিঃসঙ্গ জীবনের একাকীত্ব দূর করতে চাইছেন। কিন্তু আপনি যদি এই সব গানের কথাগুলি দেখেন, দেখবেন বেশীর ভাগ সময়ই সেইগুলি যৌনতায় ও বিষন্নতায় ভরা। দেখবেন প্রায়শই এই সব গানে যেন নরকের বিভীষিকা ফুটে ওঠে। পশ্চিমের দেশে তাই এই ধরণের উন্মাদনায় মেতে ওঠা যুবকেরা একে অপরকে ধ্বংস করতে উৎসাহিত হয়।

লস এঞ্জেলেসে দ্যা রেফ্রিজারেটর নামে একটি জায়গায় প্রায় ৬০০ টি মৃতদেহ রাখার ব্যবস্থা আছে। এখানে যে মৃতদেহগুলি রাখা হয় তাদের বেশীর ভাগই সেই সব যুবক, যারা ড্রাগ বা ডিস্কো এই ধরনের মন্দ সংস্কৃতির শিকার। নামবিহীন চিরকুট বাধা এই মৃতদেহগুলি পড়ে থাকে যাতে কোনদিন তাদের আত্মীয়েরা এসে তাদের সনাক্ত(করতে পারে। এই সমস্ত হতভাগ্যদের অধিকাংশের শেষ পরিণতি হলো নিঃসহায় ভি(াজীবিদের সমাধিস্থলে সমাধিস্থ হওয়া। ল(ল(মানুষ আজ এদের মতোই ভুল পথের পথিক । তারা জীবনে চলার পথে ভুল পথনির্দেশকের অনুসরণ করে চলেছে, কিন্তু পথের শেষে এসে গেলে দিক পরিবর্তন করার প(দেরী হয়ে যেতে পারে। হায়, তারা যদি কেবল একটিবার প্রভু যীশুর সেই বাণী শুনে তাতে মনোযোগ করতো ! যেখানে তিনি বলেছেন,**" আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায় ও উপচয় পায়" (যোহন ১০ ১০)।**

আর এই সব বিভ্রান্তির সঙ্গে বর্তমানে যাদুবিদ্যার প্রতি অস্বাভাবিক ভাবে মানুষের উৎসাহ বেড়েছে। বিভিন্ন বি(াসযোগ্য তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে 'অন্ধকারের যুগের' মতো বর্তমানেও আবার বিভিন্ন মন্দ বিষয়গুলি মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে শু(করেছে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের এতো অগ্রগতি সত্বেও তা ঘটছে।

এমন এমন স্থানে শয়তানের উপাসকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে যেখানে তা থাকার কথাই নয়। লন্ডন শহরের বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত(মানুষেরা

কেনসিংস্টোনে মিলিত হয়ে 'ব্ল্যাকমাস' উৎসব উদযাপন করে। ইউরোপ ও ভ্যানকুভার দ্বীপের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে ডাইনিতন্ত্রে বি(াসী মানুষের সংখ্যা ত্র(মাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আদিতে আফ্রিকাতে যে মন্দশক্তি(র উপাসনা প্রচলিত ছিল, তা এখন সারা জগতে বিস্তারলাভ করেছে। বিভিন্ন ধরনের ভৌতিক খেলা যেমন 'নরক' এবং 'ড্রাগন 'এবং 'অউজা বোর্ড' ইত্যাদি অতিজাগতিক বিষয় মন্দশক্তি(র প্রতি মানুষের আকর্ষণ মেটাচ্ছে। মানুষের মধ্যে আত্মিক বিষয়গুলি ওপর ওপর থেকে জানার জন্য যে এক কৌতুহল রয়েছে, তার ফলে এইসব বিষয়গুলির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ঈশ্বরের খোঁজ করতে গিয়ে এই ভুল পথ অনুসরণ করার ফলে এই মানুষগুলি যে কেবল সত্য ঈশ্বরের আলো থেকে বিচ্যুতই হয়নি, কিন্তু পরিবর্তে মিথ্যা ও ফাঁকা ধর্মের অন্ধকারে ডুবে গেছে। আর এই সব কিছুই ঘটছে আমাদের এই সভ্য সমাজে।

শেষের দিনগুলি সম্বন্ধে ঈশ্বর কি বলেছেন তা নিশ্চয় আমাদের মনে আছে। তিনি আমাদের ভাক্ত(ভাববাদী ও নানা নকল অলৌকিক চিহ্(সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন। এই বিষয়গুলিই শেষের দিনে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। ঈশ্বর বলেছেন যে, সে সময় ভ্রান্তির গু(র আবির্ভাব ঘটবে(যার আবির্ভাব সম্বন্ধে লেখা আছে **" শয়তানের শক্তি(তে সেই পাপপু(ষ আসবে। সে পরাত্র(মের সাহায্যে নানা ছলনাময়ী অলৌকিক কাজ, অদ্ভুত ল(ণ ও চিহ্(দেখাবে। যারা বিনাশপথের যাত্রী তাদের ভ্রান্তিজনক বিষয়ে সে ভুলাবে। যারা পরিত্রাণ পাবার জন্য যে সত্য রয়েছে তা ভালবাসতে অস্বীকার করছে, তারাই সেই বিনাশপথের যাত্রী "(২য় থিষলনীকীয় ২ ৯,১০)।**

ভ্রান্তশি(া ও মন্দ অভ্যাসের প্রতি মানুষের ত্র(মবর্ধমান আকর্ষণের জন্য এটা বোঝা কঠিন নয় কেন বহু জাতি ও গোষ্ঠী অবি(াসের মতো বিরোধী শক্তি(, ব্যার্থতা এবং আশাহীনতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শয়তান মানুষকে জীবনে চলার পথের যে নিশানা দেয় তা সংখ্যায় অনেক। আপনি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, তার কোনোটিই কিন্তু খ্রীষ্ট যীশু যে মানুষের

একমাত্র পরিত্রাতা এই মহাসত্যের দিকে নিয়ে যায় না।

জীবন সম্বন্ধে এই জগত যে হতাশাপূর্ণ,পীড়াদায়ক চিত্রাঙ্কন করে, ঈশ্বরের বার্তা তার চেয়ে ভিন্ন(তাঁর বার্তা অনুযায়ী তা এত মলিন, বিভ্রান্তিপূর্ণ ও মৃত নয়। তাঁর সেই শুভবার্তার আশার বাণী, আশ্বাস ও স্পন্দনপূর্ণ জীবনের বাণী, যা আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে দেখতে পাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার যে অনুসন্ধিৎসা তা নিয়ে যখন আপনি বাইবেল অধ্যয়ন করছেন, তখন পবিত্র আত্মা বার বার যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করবে। যিনি বলেছেন,**" আমিই পথ ও সত্য ও জীবন(আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না" (যোহন ১৪ ৬)।**

ঈশ্বর আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছেন যাতে আপনি ভ্রান্ত পথগামী না হন। তিনি আমাদের আরো একটি বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যেন এই যুগের ত্র(মবর্ধমান বিভ্রান্তির মেঘ আমাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন না করতে না পারে। এখন তিনি আপনার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করছেন

"কারণ, সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমাদের প(যে সঙ্কল্প করিতেছি তাহা আমিই জানি(সে সকল মঙ্গলের সঙ্কল্প, অমঙ্গলের সঙ্কল্প নয়, তোমাদিগকে শেষ ফল ও আশাসিদ্ধি দিবার সঙ্কল্প। আর তোমরা আমাকে আহ্বান করিবে, এবং গিয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করিবে, আর আমি তোমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিব। আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়া আমাকে পাইবে, কারণ তোমরা সর্বান্তঃকরণে আমার অন্বেষণ করিবে, আর আমি তোমাদিগকে আমার উদ্দেশ পাইতে দিব" (যিরিমিয় ২৯ ১১-১৪)।

চিন্তা করার জন্য কিছু প্র্

১) কোন্ ধরণের মন সৃষ্টি কর্তার উপাসনা না করে তাঁর সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা করার চিন্তা করবে? (উত্তর পেতে হলে রোমীয় ১ ২২-২৮ পদ পাঠ ক(ন)

২) ঈশ্বরকে খোঁজার আপনার এই আন্তরিক প্রচেষ্টায় বুদ্ধিগত দিক দিয়ে আপনি যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছেন তা সমাধানের চাবি কোথায় রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? (যোহন ৭ ১৭ পদ পাঠ ক(ন)
আপনি কি তাঁর ইচ্ছা পালন করতে চান?

৩) ঈশ্বর তাঁর পথে আপনাকে অগ্রসর হবার জন্য কি কোনো সুস্পষ্ট পথনির্দেশক দিয়েছেন? (যোহন৮ ১২ পদ পাঠ ক(ন)

বহু বছর আগের কথা, ইংল্যান্ডের একটি সান্ডেস্কুলের ছাত্র তার সান্ডেস্কুলের শি(কাকে জিজ্ঞেস করলো,'' দিদিমনি, ঈ(রের কি দুষ্ট ছেলেদের ভালোবাসেন?'' উত্তর এলো, '' না , নিশ্চয়ই না''। ওহ এ কতো বড় অনিচ্ছাকৃত ঈ(রের নিন্দা! ঈ(রের যদি দুষ্ট ছেলেদের ভালো না বাসতেন তবে আমাকেও কখনোই ভালোবাসতেন না।সেক্সপিয়ার বলেছিলেন, 'প্রেম প্রেমই নয় যদি তা বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়।

জি.ক্যাম্পবেল মরগান

সপ্তম অধ্যায়

ঈ(রের কি সত্যিই আমায় ভালোবাসেন?

আপনার অত্যন্ত কাছের জন বা প্রিয়জনকে কি আপনি কখনো প্র(করেছেন যে সে আপনাকে সত্যিই ভালোবাসে কি না? অথবা আপনার ভালোবাসা সম্বন্ধে সন্দিহান এমন কাউকে কি আাপনি কখনো আপনার ভালোবাসা সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে চেষ্টা করেছেন? জেনে রাখবেন উভয় (ে ত্রেই সময় আসে যখন কাজের দ্বারাই প্রকৃত ভালোবাসা বোঝা যায়, কথার দ্বারা নয়।

যেহেতু কথার থেকে কাজ বেশী শক্তি(শালী, তাই ঈ(রের স্বয়ং আপনার প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ দেবার জন্য তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্রকে আমার এবং আপনার জন্য ত্রু(শে হত হ'তে দিয়েছিলেন। আপনি যখন এই ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পারবেন তখন ঈ(রের প্রেম কি তা বোঝবার জন্য আপনার আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না।

আমি যখন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করি তখন এক কিশোর শিঙ্গাবাদক ও সৈনিকের গল্প পড়েছিলাম। এরা দুজনেই বোয়রের যুদ্ধে সোনদলে ছিল। ১২বছর বয়স্ক শিঙ্গাবাদক উইলি হল্ট সে সময় সাতজন সৈনিকের সাথে একই শিবিরে থাকতো। এই সৈনিকেরা ঈ(রের বিহীন ছিল, এদের মধ্যে একজনের নাম ছিল বিল। বিল ছিল ঠিক উইলির বিপরীত। প্রতিরাতে খ্রীষ্টবি(োসী উইলি যখন হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করতো তখন বিল অন্যান্য সৈনিকদের

সাথে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতো ও অভিশাপ দিতো।

একদিন সেনাধ(্য উইলির শিবিরের সবাইকে ডেকে পাঠালো, উদ্দেশ্য চোর ধরা, কারণ গত রাতে তাদের শিবির থেকে যে কেউ চুরি করতে বেরিয়েছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেনাধ(্য চোর ধরার ব্যাপারে এতই মরিয়া হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তার শেষ কথা বললেন,'' আমি এর আগে অনেকবার সাবধান করেছি, কিন্তু কেউ আমার কথার তোয়াক্কা করেনি। আর আজ আমি সেই চোরকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি, সামনে এসে নিজের দোষ কবুল করে পু(ষ মানুষের মতো শাস্তি মাথা পেতে নিতে, আর তা যদি সে না করে তবে এই দলের প্রত্যেকের নগ্ন পিঠে আমি দশ বার চাবুক মারবো। অবশ্য তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এগিয়ে এসে সেই শাস্তি গ্রহণ করে তবে বাকীদের রেহাই দেওয়া যেতে পারে।''

বেশ কিছু(ণ পরে থমথমে নীরবতা কাটিয়ে দলের মধ্যে থেকে উইলি এগিয়ে এসে বললো ''স্যার, আপনি এই মাত্র বলেছেন, যদি একজন এগিয়ে এসে শাস্তি গ্রহণ করে তবে বাকীদের রেহাই দেওয়া হবে। স্যার, আমি সেই শাস্তি নিতে এসেছি''। সোনধ(্য রাগে গজগজ করে উঠলেন, সেই অজানা কাপু(ষকে উদ্দেশ্য করে বললেন,'' কি করে তোমরা একজন নির্দোষকে এই ভাবে মার খাওয়াতে পারো?'' কিন্তু তাও কেউ এগিয়ে এলোনা। সেনাধ(্যের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গলো। এবার তিনি (েপে গিয়ে বললেন,'' ঠিক আছে আজ তোমরা তাহলে তাই দেখ, কি ভাবে একজন নির্দোষ তোমাদের এক জনের জন্য কষ্ট পায়।''

নিজের কথা রাখতে কর্নেল আদেশ করলেন উইলির জামা খুলে তার খোলা পিঠে চাবুক মারতে। এরপর নিষ্ঠুর চাবুকের নির্মম আঘাত নেমে এলো উইলির পিঠের ওপর। দুর্বল চেহারার উইলি চাবুকের মার সহ্য করতে না পেরে মাটিতে যখন লুটিয়ে পড়ছে তখন বিল সেই দৃশ্য আর সহ্য করতে না পেরে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বললো,'' থামো,থামো ! আমিই সেই চোর। আমাকেই শাস্তি দাও।''

উইলি ঘোর কাটিয়ে বিলের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বললো, ''বিল ঠিক আছে, আমি তোমার সব শাস্তি নিজের উপর নেব, কারণ কর্নেল তাঁর কথা ফিরিয়ে নিতে পারবেন না।'' উইলি তাই করলো

কিশোর উইলি চাবুকের ঘায়ের ধকল আর সামলে উঠতে পারেনি। কিন্তু উইলি স্বর্গে যাবার আগে বিল পাল্টে গিয়ে এক অন্য মানুষ হয়ে গেল। উইলির শয্যাপাশে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিল জিজ্ঞেস করেছিল,'' উইলি, কেন তুমি আমার জন্য এই কাজ করলে?'' উইলি হাসিমুখে উত্তর দিয়েছিল,'' বিল, আমি তোমাকে অনেকবার বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে ঈশ্বর তোমায় কতো ভালোবাসেন(কিন্তু তুমি ততবারই আমার কথায় হেসেছ। আমি তাই ভাবলাম যদি তোমার শাস্তি নিজের উপর নিই তবে তুমি বুঝতে পারবে খ্রীষ্ট কিভাবে তোমার জায়গায় ক্রু(শে আত্মবলিদান করেছিলেন, যাতে তোমার পাপের (মা হয়।''

উইলির মারা যাবার আগেই বিল সেই বিনামূল্যে দত্ত পরিত্রাণ গ্রহণ করেছিল। হারিয়ে যাওয়া মানবজাতিকে উদ্ধারের এই কাজ খ্রীষ্টেতেই বিজয়ের সাথে আরম্ভ হয়েছিল। প্রতিটি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমই খ্রীষ্টকে এই চূড়ান্ত কষ্ট ও আত্মত্যাগের কাজে বাধ্য করেছিল।

সিদ্ধ পু(ষ

গলগথার পাহাড়ে তিনটি ক্রু(শ দাঁড় করানো হয়েছিল। এদের মধ্যে দুটিতে দুই দস্যুকে ক্রু(শবিদ্ধ করা হয়েছিল। আর দুই আসামীর মাঝের ক্রু(শটিতে প্রভু যীশুকে ঝোলানো হয়েছিল। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নিদা(ণ যন্ত্রণার শেষ সময় এই দুই দস্যুর মধ্যে একজন সেখানকার বিচার ব্যবস্থা নিয়ে মুখ খুলেছিল, যে ব্যবস্থায় তারা তিনজনেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে ক্রু(শীয় মৃত্যুদন্ড ভোগ করছিল। অবাক করার বিষয় হলো যে ক্রু(শে এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থায় নিজের দেহের বিষয়ে চিন্তা করার পরিবর্তে তার চিন্তা ছিল খ্রীষ্টকে ঘিরে। রোমীয় বিচার ব্যবস্থা কি করে এতো অবিচার করতে পারে, কি করে তারা যীশু নামক এই নির্দোষ ব্যক্তি(কে ক্রু(শে দিতে

পারে এই চিন্তা তাকে মানসিকভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতে ঐ মৃত্যুপথযাত্রী দস্যু বিচ(ণতার সাথে তিনটি গু(ত্বপূর্ণ বিষয় পর্যবে(ণ করলো।

প্রথমতঃ সেই দস্যু বলেছিল, ''আমরা ন্যায়সঙ্গত দন্ড পাচ্ছি''। এই সং(প্ত কিন্তু নম্র উক্তি(র দ্বারা সেই দস্যু নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ, সে আরও বলেছিল, ''যা যা করেছি তারই সমুচিত ফল পাচ্ছি....''আমাদের এই বর্তমান সময়ে ছোটোখাটো চুরি ডাকাতি যখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, সেখানে আমাদের প(বোঝা কঠিন যে প্রথম শতাব্দীতে এইসব অপরাধকে কতো বড়ো অন্যায় বলে মনে করা হতো। তবে দস্যুর এই সং(প্ত বিবৃতি থেকে এটাই স্পষ্ট যে সে মেনে নিয়েছিল তার দন্ড নায্য ছিল।

তৃতীয়তঃ, সে বলেছিল,''ইনি অপকার্য্য কিছুই করেন নাই ....।'' উল্লেখযোগ্য যে এই দস্যু তার নিজের দোষ স্বীকার করে তৎকালীন বিচার ব্যবস্থা যে নায্য তা মেনে নিলেও সে তার পাশে ক্রু(শে বিদ্ধ খ্রীষ্টকে দেখে অবাক হয়ে প্র(করেছে, ইনি তো অন্যায় কিছু করেন নি, তবে কেন এই দন্ডভোগ? মৃত্যুপথযাত্রী সেই দস্যু ল(্য করেছিল যে, প্রভু যীশুর কোনো দোষ নেই এবং তিনি অন্যায়ভাবে মৃত্যুদন্ড ভোগ করছেন।

নিজের পাপ সম্বন্ধে যখন সে অনুতপ্ত তখন এই দস্যু ক্রু(শে, ফলে খ্রীষ্টের প্রতি ফেরা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। আর তাই সে ঐকান্তিক ভাবে অনুরোধ ক'রে খ্রীষ্টকে বললো, '' যীশু, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করবেন।'' দস্যুর নিজের দোষ সম্বন্ধে এই সৎ স্বীকারোক্তি(এবং তার এই প্রয়োজনের উত্তর দিতে যীশু সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রতিজ্ঞা করে বললেন,**'' অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে'' (লূক ২৩ ৩৯-৪৩)।**

যারা নিজের পাপের জন্য অনুতাপ করে এবং প্রভুর প্রতি ফিরে

অনন্ত জীবন লাভ করে, তাদের মতোই এই মৃত্যুপথযাত্রী দস্যু সেদিন অনন্তজীবন লাভ করেছিল। সে যথার্থ ব্যক্তি(র প্রতি -- প্রভু যীশুর প্রতি ফিরেছিল -- এবং যথার্থ স্থানে ক(ণা ভি(া করেছিল। সেই স্থান হলো ক্রু(শ, যেখানে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

হ্যাঁ, ঐ ভয়ঙ্কর দিনটিতে এক জন মৃত্যু পথযাত্রী দস্যুর চোখে প্রভু যীশু যে নির্দোষ ছিলেন তা ধরা পড়েছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে প্রভুর দুইজন শিষ্য আরও খুঁটিয়ে ল(্য করে বলেছিল যে, তিনি পাপ জানেন নি। সাধু পৌলও এই দুই শিষ্যের মতো তাঁর ব্যক্তি(গত সা(্য যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে সেই একই মন্তব্য করেছেন।

পিতর, যিনি প্রভুর অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিলেন, প্রেরণা পেয়ে হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠা ছিল তাঁর স্বভাব। তাই তাঁর ব্যক্তি(গত সা(্য নিষ্পাপ খ্রীষ্টের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পিতর জোরের সাথে এই কথাগুলি বলেছেন **'' তিনি পাপ করেন নাই, তাঁহার মুখে কোনো ছল পাওয়া যায় নাই'' (১পিতর ২ ২২)।**

যোহন, প্রভু যীশুর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। জনতার ভীড় থেকে যখন তাঁরা দূরে, এরকম সময়গুলিতে খ্রীষ্টকে খুব কাছ থেকে ল(্য করার সুযোগ যোহন পেয়েছিলেন। এই রকম সুবিধাজনক অবস্থান থেকে তাঁকে খুঁটিয়ে দেখে যোহন জোর গলায় বলেছিলেন,**'' তাঁহাতে পাপ নাই'' (১ যোহন ৩ ৫)**।

সাধু পৌল, যিনি অসামান্য পন্ডিত হিসাবে পরিচিত ছিলেন, তিনি খুব অল্প কথায় খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলেছেন,'' তিনি পাপ জানেন নাই'' (২ করিন্থীয় ৫ ২১)।

খ্রীষ্টের নিষ্পাপ জীবন সম্বন্ধে এই সা(্য তিনটি মনে ছাপ ফেলার মতো। কিন্তু কেউ কেউ হয়তো এই বিচ(ণ পরী(া নিরী(া ও তাদের দেওয়া মন্তব্যকে প্রত্যাখান করে বলতে পারে,'' আরে, ঐ মৃত্যুপথযাত্রী দস্যু অথবা প্রেরিত পিতর, যোহন ও পৌল উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই এই সা(্য দিয়েছেন। ঐ মৃত্যুপথযাত্রী দস্যু ছিল একজন বেপরোয়া মানুষ, আর ঐ

প্রেরিতেরা ছিলেন প্রভু যীশুর ভক্ত, খ্রীষ্টের চরণে যাঁরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বেশ ভালো, তাই যদি হয় তবে যীহূদা প্রদেশের তৎকালীন রাজ্যপাল পন্তীয় পীলাতের বিষয়ে কি বলা যায়? তিনি নিশ্চয় যীশুর বন্ধু ছিলেন না। তাও উত্তেজিত জনতা যখন নানা মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে যীশুকে ক্রুশে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার আর্জি নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল তখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাদের সামনে ঘোষণা করে বলেছিলেন

"তোমরা এই ব্যক্তিকে আমার নিকটে এই বলিয়া আনিয়াছ যে, এ লোককে বিপথে লইয়া যায়, আর দেখ আমি তোমাদের সাক্ষাতে বিচার করিলেও, তোমরা ইহার উপরে যে সকল দোষ আরোপ করিতেছ, তাহার মধ্যে এই ব্যক্তির কোনো দোষই পাইলাম না" (লূক ২৩ ১৪)।

কিন্তু স্বয়ং পিতা ঈশ্বর তাঁর সিংহাসন থেকে খ্রীষ্টের বিষয়ে যা ঘোষণা করেছিলেন তার সাথে মানুষের দেওয়া সাক্ষ্যের কি কোনো তুলনা হয়? কোনো প্রকাশ্য সমাবেশে যখন কেউ বক্তৃতা দিতে যান তখন বক্তাকে সমবেত জনতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা যথাযথ। সেই ভাবেই খ্রীষ্টের প্রকাশ্য প্রচারের ঠিক আগে স্বয়ং পিতা ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্রকে সর্বসমক্ষে স্বীকৃতি দান করতে তাঁর সম্বন্ধে নিজে ঘোষণা ক'রে বললেন,**"ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত" (মথি ৩ ১৭)।**

পিতা জানতেন যে এই মর্ত্য দেহে থাকলেও প্রভু যীশু ঠিক সেইভাবে জীবন যাপন করেছেন, যা পিতা ঈশ্বর মানুষের কাছে চান। কিন্তু মানুষই তা পারেনি, কারণ রোমীয় ৩ ২৩পদে লেখা আছে, **"সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছে"**। কিন্তু একমাত্র যীশুই এর ব্যতিক্রম ছিলেন! তিনি সব দিক দিয়ে নিখুঁত ছিলেন। আর তাই যীশু যখন তার পরিচর্য্যা কাজ শুরু করলেন, তাঁর পবিত্র পিতা (যোহন ১৭ ১১) তাঁর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, এবং খ্রীষ্ট যেভাবে জীবন যাপন

করেছেন তাতে যে তিনি খুশী হয়েছেন তা বুঝিয়ে দিলেন।

আমরা এর আগেও একটি বিষয়ের যথেষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছি যে, প্রভুযীশু কোনো ভাবে ঈশ্বর থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না। আর তাই ভেবে অবাক লাগে যে ঈশ্বর নিজেকে নম্র করলেন এবং মানুষরূপ ধারণ করার জন্য এক নারীর গর্ভ বেছে নিলেন। তা সত্ত্বেও যীশু যদি মানুষ হিসাবে পূর্ণরূপে তাঁর স্বর্গীয় পিতার বাধ্য না হতেন, তাহলে তিনি কোনো ভাবেই তাঁর পিতার প্রীতির পাত্র হতে পারতেন না। পৃথিবীতে প্রবাসকালে প্রভু যীশু মানুষ হিসাবে সর্বদাই তাঁর পিতার বাধ্য ছিলেন এবং তাঁর উপর নির্ভর করতেন। পাপ, যন্ত্রণা ও স্বার্থপরতায় পূর্ণ এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের মানবজীবন যাপন তাই প্রকাশ করেছিল স্বর্গীয় পিতার পবিত্রতা, প্রেম ও মানুষের জন্য তাঁর মঙ্গল ইচ্ছাসকল।

হ্যাঁ, ঈশ্বর হিসাবে যীশু যে পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিলেন, সেই পৃথিবীতেই তিনি মানুষ হিসাবে বিচরণ করলেন। প্রভু যীশু কখনোই ঈশ্বর থেকে কমকিছু ছিলেন না, তথাপি ৩৩বছর ধরে তিনি তাঁর জীবন যাপনের দ্বারা মানুষকে দেখালেন পিতা ঈশ্বর আমাদের কাছে কি ধরণের জীবন যাপন প্রত্যাশা করেন। এই সময় তিনি এমন কিছু করেননি যার দ্বারা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙঘন হয়। পৃথিবীতে থাকাকালীন তিনি তাঁর স্বর্গস্থ পিতার সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রেখেছিলেন। তাই পিতা স্বর্গ থেকে পুত্রকে নিখুঁত নিষ্পাপ মানবজীবন যাপন করতে দেখে তাঁর প্রতি প্রীত হলেন।

নিরপরাধ, নিষ্পাপ! নিখুঁত! মৃত্যুপথযাত্রী সেই ডাকাতের কাছে এবং পন্তীয় পীলাতের চোখে খ্রীষ্ট ছিলেন নিরপরাধ। পিতর, যোহন এবং পৌলের কাছে যীশু ছিলেন নিষ্পাপ, আর স্বর্গের পবিত্র পিতার চোখে খ্রীষ্ট ছিলেন নিখুঁত। হ্যাঁ তিনি ছিলেন নিরপরাধ, নিষ্পাপ! নিখুঁত! তবু তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হলো! হ্যাঁ তিনি আমাদের অনেক ভালোবাসেন বলেই আমাদের জন্য তাঁর প্রাণ দিলেন!

সীমাহীন প্রেম

ক্রুশের কাছে দাড়িয়ে সেই দিন প্রত্যদর্শীরা যা দেখেছিল এবার আপনার কল্পনায় আপনি সেই সব প্রত্যদর্শীর বিবরণকে যুক্ত করে দেখতে চেষ্টা করুন। সমবেত জনতা ক্রুশের দিকে একভাবে তাকিয়ে ছিল। আর ঐভাবেই তারা সেই ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত দৃশ্য দেখল।

যীশুর উভয় পার্শ্বে যে দস্যুরা ক্রুশে ঝুলছিল তারা উভয়েই মানুষের বিদ্ধে এবং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের বিদ্ধে দোষ করেছিল। দেশের আইন অনুসারে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই মৃত্যুদন্ড প্রয়োজন ছিল। এই দুই দস্যুর মাঝে যীশু ক্রুশে ঝুলছিলেন। ঐ দুই দস্যুর সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় যীশু মানুষের বিদ্ধে কোনো অন্যায় করেননি। তিনি শুধু যে মানুষের কাছে নির্দোষ ও নিষ্পাপ ছিলেন তাই নয়, তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাতেও নিখুঁত ছিলেন। বস্তুতঃ ঈশ্বর খ্রীষ্টে (২করিন্থীয় ৫ ১৯) এক নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক স্বরূপ হয়ে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন (প্রথম পিতর ১ ১৯)।পাপী মানুষের পরিবর্তে খ্রীষ্টের এই মৃত্যু বরণ ঈশ্বরের প্রতি মানুষের প্রেম যে কতখানি তাই প্রমাণ করে।

দস্যুরা প্রাণত্যাগ করেছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট নিজের প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। এর আগে যীশু তাঁর সমালোচকদের সামনে স্পষ্ট ভাবে জোর দিয়ে বলেছিলেন,**"পিতা আমাকে এই জন্যই প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি , যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি। কেহ আমা হইতে তাহা হরণ করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করি। তাহা সমর্পণ করিতে আমার (মতা আছে এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার (মতা আছে(এই আদেশ আমি আপন পিতা হতে পাইয়াছি" (যোহন ১০ ১৭-১৮)।** মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম যে শীঘ্র কোন্ পর্যায়ে তাকে নিয়ে যাবে তার ব্যাখ্যা দিতে তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন **" কেহ যে আপন বন্ধুদের জন্য নিজ প্রাণ সমর্পণ করে ইহা অপে(া অধিক প্রেম কাহারও নাই " (যোহন ১৫ ১৩)।**

খ্রীষ্ট যীশুর মৃত্যু এবং তাঁর পুণ(োত্থানের পরেই সাধু পৌল আরও জোর দিয়ে বলতে পেরেছিলেন **"যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা স্বরূপ হই" (২করিন্থীয় ৫ ২১)।**

বহু শতাব্দী পরে আমাদের পরিবর্তে খ্রীষ্টের মৃত্যুর এই অপূর্ব সত্য এই লাইনগুলির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে

আমার ধার্মিকতা হয়ে তুমি,
আমার পাপ নিজের উপর নিলে তুলে।
আমার যা মন্দ তা নিয়ে তুমি,
তোমার উত্তমতায় আমায় ভরিয়ে দিলে।
তাই তোমায় হতে হলো যা নও তুমি,
যেন আমি যা নই তাই হতে পারি আমি।

একটি গমের দানা

আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে খ্রীষ্ট সব কিছু জানতেন বলে তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে নিজের হৃদয় খুলে বললেন

এখন আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে, ইহাতে কি বলিব? পিতা, এই সময় হতে আমাকে রক্ষা কর? কিন্তু ইহারই নিমিত্ত আমি এই সময় পর্য্যন্ত আসিয়াছি। পিতা তোমার নাম মহিমান্বিত কর" (যোহন ১২ ২৭,২৮)।

আপনি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন রোমীয়দের এই ক্রুশে দেবার বিভীষিকাপূর্ণ রক্তাক্ত দৃশ্য দ্বারা পিতা কিভাবে গৌরবান্বিত হলেন?

কিন্তু পিতার কাছে এই প্রার্থনা করার আগে তিনি তাঁর শিষ্যদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রচুর শষ্যের জন্য বীজকে মাটিতে মরতে হয়।

" সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, গোমের বীজ যদি মৃত্তিকায় পড়িয়া না মরে তবে তাহা একটিমাত্র থাকে, কিন্তু

যদি মরে তবে অনেক ফল উৎপন্ন করে'' (যোহন ১২ ২৪)।

যীশু নিষ্পাপ ছিলেন ব'লে মৃত্যুর তাঁর উপর কোনো শক্তি(ছিল না। কিন্তু আমার আপনার পাপের শাস্তি নিজের উপর তুলে নিতে তিনি যন্ত্রণাপূর্ণ মৃত্যু সহ্য করলেন। আর এই ভাবে অনন্তকালীন এক ফসল তিনি লাভ করলেন(সেই ফসল হলো পরিত্রাণ লাভ করেছে এমন অনেক মানুষ। আর এই ভাবেই প্রভু যীশু তাঁর পরিকল্পনার কথা জানান এবং প্রতিটি প্রকৃত বিশ্বাসীকে তাঁর প্রতিজ্ঞা দিয়ে থাকেন।

(তাঁর পরিকল্পনা) '' আমি পিতা হতে বাহির হইয়াছি এবং জগতে আসিয়াছি(আবার জগত পরিত্যাগ করিতেছি এবং পিতার নিকট যাইতেছি।

(তাঁর প্রতিজ্ঞা) ''আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি তখন পুনর্ব্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব(যেন আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেইখানে থাক'' (যোহন ১৬ ২৮(১৪ ৩)।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও এখনও এমন অনেক মানুষ আছে যারা তাঁর দেওয়া সেই (মা ও পরিত্রাণকে প্রত্যাখান করে এবং বাকীরা তাঁর সেই আত্মবলিদান সম্বন্ধে উদাসীন। কোনো মানুষ সত্রি(য়ভাবে তাঁর দেওয়া সেই পরিত্রাণকে গ্রহণ ক(ক বা সেই বিষয়ে নিষ্ি(য় হয়ে বসে থাকুক উভয় (ে ত্রেই ফল কিন্তু একই(আর তা হলো অনন্ত জীবনের একমাত্র উৎস থেকে, প্রকৃত জ্যোতি ও তাঁর অসীম প্রেম থেকে নিজেকে চিরকালের মতো বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। নীচের কথাগুলির মধ্যে সেই ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা করা আছে

নরকে আত্মার যে মৃত্যু হবে
সেই মৃত্যু এতই মৃত্যুজনক যে,
তা অনন্তকাল ধরে মরবে
অথচ কখনই সম্পূর্ণ ভাবে মেরে ফেলবে না।

কিন্তু প্রভু যীশু আপনাকে কেবলমাত্র নরক থেকে উদ্ধার করে স্বর্গে নিয়ে যেতেই মৃত্যুবরণ করেননি, তিনি এরই সাথে স্বর্গ থেকে ঈশ্বরকে নামিয়ে আপনার কাছে নিয়ে এসেছিলেন।

অনন্ত জীবন কেবল মাত্র আমার ভবিষ্যতে স্বর্গবাসের নিশ্চয়তাই নয়, কিন্তু বাইবেল এক জন প্রকৃত বিশ্বাসীকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে, অনন্ত জীবন এক গৌরবময় বর্তমানও বটে এবং তা জীবন্ত সত্য।

''ঈশ্বর আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন আর এই জীবন তাঁর পুত্র যীশুতে আছে। ঈশ্বরের পুত্রকে যে পেয়েছে সে সেই জীবন পেয়েছে(ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নি, সে সেই জীবন পায় নি'' (১ যোহন ৫ ১১,১২)।

অনন্ত জীবন আছে একজন মানুষের মধ্যে - তিনি হলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। যখন তিনি কোনো মানুষের অন্তরে বাস করেন, সেই মুহূর্তেই অনন্ত জীবনের সূচনা হয়।

বিপুল মূল্য

ক্রু(শে খ্রীষ্টের আত্মবলিদানের মাধ্যমে ঈশ্বর যে পবিত্র, তিনি যে ন্যায়বান এবং তিনি যে মানুষকে ভালোবাসেন, এই সব কিছুই প্রমাণিত হলো। এখানেই তাঁর পবিত্রতার সত্যতা প্রমাণিত হলো। ব্যবস্থার দাবীদাবাগুলো পূর্ণ হলো যাতে ঈশ্বর যে তাঁর বিচারে ন্যায্য তা প্রমাণিত হয়(আর এখানেই ঈশ্বরের প্রেম আমার আপনার মতো পাপী মানুষকে বুকে টেনে নিলো। কিন্তু এর জন্য তাঁকে যে মূল্য দিতে হলো তা অপরিসীম!

'মাই আটমোষ্ট ফর হিস হায়েস্ট' নামক দৈনিক আরাধনা পরিচালনা করার জন্য লেখা বইটিতে লেখক ওসওল্ড চেম্বার এই সাবধানবাণী লিখে গেছেন

> ঈশ্বরের পিতৃসুলভ মধুর এই রূপ দেখার সাথে সাথে একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। 'ঈশ্বর দয়ালু এবং প্রেমবান আর তিনি আমাদের (মা করে দেবেন', নতুন নিয়মে এ ধরণের

আবেগ পূর্ণ কথার কোনো স্থান নেই। কেবল একটি মাত্র যে কারণে ঈশ্বর আমাদের পাপ সকল (মা করেন এবং আমাদের পুনরায় তাঁর সাথে যুক্ত(করেন তা হলো ক্রু(শে খ্রীষ্টের আত্মবলিদান। আর অন্য কোনো কারণে তিনি আমাদের গ্রহণ করেন না। যদিও আমরা তা সত্য বলে জানি এবং সরল বিশ্বাসে তা গ্রহণ করি তবু তার জন্য ঈশ্বরকে কত মূল্য দিতে হয়েছে তা ভুলে যাওয়া খুব সহজ।

যদিও আমরা এর আগে উইলি হল্টের সেই নিস্বার্থ ত্যাগের উল্লেখ করেছি, তথাপি কালভেরী ক্রু(শে স্বয়ং ঈশ্বর মানুষের জন্য যে কষ্ট ভোগ করেছিলেন তার কোনো তুলনা হয় না। ঈশ্বর নিশ্বসিত পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে সেই প্রেমের বলিদানের কথা আরও পরিষ্কার ভাবে আমাদের কাছে জানিয়েছেন। তবু আমরা আমাদের সীমিত বোধবুদ্ধি দিয়ে তাঁর সেই প্রেমের পরিমাণ কি তা বুঝে উঠতে পারি না। অবশ্য আমরা যদি তাঁর এই আশ্চর্য্য প্রেমের কথা ধ্যান করি তবে আমরা তাঁর প্রেমের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও গভীরতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারি।

যীশু যখন আমাদের জন্য ক্রু(শে প্রাণ দিলেন, তখন তিনি দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক এই তিনভাবে আমাদের পাপের জন্য কষ্টভোগ করেছিলেন।

ক্রু(শে যন্ত্রণায় জর্জরিত খ্রীষ্টের দেহ প্রমাণ করেছিল মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা কতখানি। সেই ভালোবাসার জন্য ক্রু(শে এমনকি কিছু সময়ের জন্য পিতার সাথে একাত্ম হবার জন্য তাঁর যে গৌরব এবং যে শান্তির মধ্যে তিনি বিরাজ করতেন তাঁর থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। সত্যি খ্রীষ্ট যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গেছিলেন তা মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। আর তাই আমরা তাঁর এই দৈহিক, মানষিক ও আত্মিক যন্ত্রণার দিকগুলির উপর আলোকপাত করার সময় নতুন করে দেখতে পাবো মানুষের জন্য তাঁর প্রেম কতখানি!

দৈহিক যন্ত্রণা কোনো বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা অমূল্য কোনো ছবি

নষ্ট হয়ে গেলে যে (তি হয় তার সাথে এক টুকরো ময়লা ছিড়ে যাওয়া কাগজের কি কোনো তুলনা করা চলে? আর এইভাবেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মতো নিখুঁত এক মানুষের মৃত্যুর সাথে সাধারণ কোনো মানুষের মৃত্যুর তুলনা করা চলে না।

পুরাতন নিয়মের একটি ভাববাণীর দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে নির্যাতনের দ(ন খ্রীষ্টের দেহের যে বিকৃতি হবে, সে সম্বন্ধে অনেক আগেই ভাববাণী করা ছিল। সেখানে লেখা আছে **,“ মনুষ্য অপে(া তাঁহার আকৃতি, তাঁহার রূপ বিকার প্রাপ্ত ”(যিশাইয় ৫২ ১৪)**। ইব্রীয় ভাষায় লেখা মূল লিপিতে এই ভাবটি আরও পরিষ্কার ভাবে এই বিষয়টি ফুটে উঠেছে যে, ঈশ্বরের পুত্র এতই নির্যাতিত হবেন যে তাঁকে দেখে আর মানুষ বলে মনে হবে না। প্রভু যীশু নিজের মুখেও এই ধরণের কথা প্রকাশ করেছিলেন,

> **দেখো আমরা যে(শালেমে যাইতেছি, আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত হইবেন(এবং তাহারা তাঁহার প্রাণদন্ড বিধান করিবে এবং পরজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে। আর তাহারা তাঁহাকে বিদ্রুপ করিবে, তাঁহার মুখে থুতু দিবে, তাঁহাকে কোড়া মারিবে ও বধ করিবে (মার্ক ১০ ৩৩,৩৪)।**

আর ঠিক এটাই হয়েছিল! এর পরে মার্ক প্রত্য(দর্শীদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছেন

> **আর তাঁহারা মস্তকে নল দ্বারা আঘাত করিল,তাঁহার গায়ে থুতু দিল, ও হাঁটু পাতিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাঁহাকে বিদ্রুপ করিবার পর তাঁহারা ঐ বেগুনিয়া কাপড় খুলিয়া তাঁহার নিজের কাপড় পরাইয়া দিল। পরে তাহারা ক্রু(শে দিবার জন্য তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেল (মার্ক ১৫ ১৯,২০)।**

রোমীয় সৈন্যরা যে চাবুক দিয়ে ত্রাণকর্ত্তর দেহ (ত বি(ত করেছিল

তা ছিল চামড়ার তৈরী, যার মাথায় লাগানো থাকতো ধারালো সীসা বা হাড়ের টুকরো। এই চাবুকের নির্মম আঘাতে খ্রীষ্ট যীশুর পিঠের এবং বুকের মাংস উঠে গেছিল। এই কারণে গীতসংহিতায় ভাববাণী করে বলা আছে,**" তাহারা আমার হস্ত পদ বিদ্ধ করিয়াছে। আমি আপন অস্থি সকল গণনা করিতে পারি(উহারা আমার প্রতি দৃষ্টি করে, চাহিয়া থাকে" (গীতসংহিতা ২২ ১৬,১৭)।**

সত্যি, সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিখুঁত ও নিষ্পাপ খ্রীষ্টকে এক কষ্টকর মৃত্যু ভোগ করতে হয়েছিল। সেই নির্মম অত্যাচার খ্রীষ্টকে এমন ভাবে বিকৃত করে দিয়েছিল যে, তাঁকে আর মানুষ বলে চেনা যাচ্ছিল না। আপনি কি এবার বুঝতে পারছেন ঈশ্বর আপনাকে কতো ভালোবাসেন?

মানষিক যন্ত্রণা প্রভু যীশু যে দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন তা আমাদের মতো মানুষের প(সত্যিই বুঝে ওঠা সম্ভব নয়, কিন্তু তা সত্বেও তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন এ ছিল সেই প্রকৃত যন্ত্রণার অংশমাত্র।

ক্র(শেতে খ্রীষ্ট যীশু অসহ্য মানষিক যন্ত্রণাও সহ্য করেছিলেন। সাধু যোহন আমাদের জন্য সেই ভয়ঙ্কর মূহূর্তগুলি নথিভুক্ত(করে রেখেছেন

> **কিন্তু তাহারা যখন যীশুর নিকটে আসিয়া দেখিল যে তিনি মরিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার পা ভাঙ্গিল না । কিন্তু এক জন সেনা বড়শা দিয়া তাঁহার কু(দেশ বিদ্ধ করিল, তাহাতে এমনি রক্ত(ও জল বাহির হইল (যোহন ১৯ ৩৩,৩৪)।**

প্রভু যীশুর রক্তে(জলের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেছিল। আমি অনেক শারীরবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের এই বিষয়টি বি(াস করতে দেখেছি । অনেক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে আবার এই বিষয়টি আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলতে শুনেছি যে, প্রভু যীশুর হৃদয় বিদীর্ণ হবার কারণে রক্ত(পেরিকার্ডিয়াম নামে পরবর্তী এক প্রকোষ্ঠে এসে জমা হয় এবং এর ফলে সেই সৈনিক ত্রাণকর্তার কু(দেশ বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করলে জল ও রক্ত(বার

হয়ে এসেছিল। খ্রীষ্টের মৃত্যু সম্বন্ধে যে সব নিখুঁত ভাববাণীগুলি রয়েছে, তার মধ্যে এমনই একটি ভাববাণী রয়েছে গীতসংহিতা ৬৯ তে, যেখানে এই ঘটনার পূর্বাভাষ পাওয়া যায়

"তিরস্কারে আমার মনোভঙ্গ হইয়াছে, আমি অবসন্ন হইলাম, আমি সহানুভূতির অপে(া করিলাম কিন্তু তাহা নাই। সান্ত্বনাকারীদের অপে(া করিলাম কিন্তু কাহাকেও পাইলাম না" (গীতসংহিতা ৬৯ ২০)। হ্যাঁ অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা সত্যিই খ্রীষ্টের প্রেমসিক্ত(হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছিল।

সমস্ত মানবজগতের সকলের পাপের বোঝা খ্রীষ্টের প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে ভারগ্রস্ত করে তুলেছিল, যখন তাঁর পাপহীন নিষ্কলঙ্ক হৃদয় ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন এবং পাপীদের কলঙ্কে পূর্ণ হলো, তখন এক অভাবনীয়, অবর্ণনীয় নারকীয় পাপপঙ্কিল অবস্থার সৃষ্টি হলো, যা তার হৃদয়কে বিদীর্ণ করলো।

ঈশ্বর যে আপনাকে ভালোবাসেন তা কি এর দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে?

আত্মিক যন্ত্রণা খ্রীষ্ট যে মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, তা বেশীর ভাগ মানুষের প(বুঝে ওঠা সহজ হলেও তিনি যে আত্মিক যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন তা তাদের প(বুঝে ওঠা কষ্টকর। কিন্তু এটাই ছিল খ্রীষ্টের প(সব চেয়ে কঠিন এবং কষ্টকর সময়, যখন তাঁর সাথে পিতার এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা ছিন্ন হয়েছিল।

ঘন অন্ধকারের মধ্যে ক্র(শের উপরে বেলা ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত টানা তিনটি ঘন্টা খ্রীষ্ট, ঈশ্বর পিতা ও ঈশ্বর পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রত্যাখাত হয়ে রইলেন। এই সময় ঈশ্বর পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্র(শের উপর থেকে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন,**"ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?"(মথি ২৭ ৪৬)।**

এই চমকপ্রদ দিনটিতে অনন্ত এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের এক এবং অভিন্ন রূপটি পৃথক হতে বসেছিল। আর এইপৃথক হওয়ার মূল কারণ ছিল আমার আপনার পাপ। খ্রীষ্ট যখন ক্র(শে মানুষের পাপের ভার বহন করছিলেন তখন ঈশ্বরের প(খ্রীষ্টের সাথে সহভাগিতা র(া করা অসম্ভব হয়ে

পড়লো। যাঁর কোনো পাপ ছিলনা, তাঁকে সমগ্র মানবজাতির পাপ বহন করতে হচ্ছিল। ২করিন্থীয় ৫ ২১ পদে তাই লেখা আছে,'' যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের প(পাপ স্বরূপ করলেন''।

আর তাই খ্রীষ্টের মৃত্যুর সময় এই দুষ্ট জগৎ যে তিন ঘন্টা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছিল সেই ঘটনায় আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

মৃত্যু বরণ করেন যীশু
মানব পাপের লাগি(
সূর্যের আভা বিলীন হলো
অন্ধকারে ঢাকি।

আইজাক ওটস (১৬৭৪-১৭৪৮)

''ঈশ্বর জ্যোতি, এবং তাঁহাতে অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই''(১ যোহন ১ ৫)। ঈশ্বরের পবিত্রতার আলোর সাথে মানুষের পাপের অন্ধকারের সহাবস্থান হতে পারে না। আলো জ্বালালে যেমন তত(নাৎ অন্ধকারের লেশ মাত্র থাকে না, তেমনই আলো নিভিয়ে দিলে সেখানে আমরা অন্ধকার ছাড়া আর কি আশা করতে পারি? আর তাই পাপে হারিয়ে যাওয়া মানবজাতির পাপের ভার বহন করার সময় এই পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে এসেছিল।

ঈশ্বরের এই পরিত্রাণজনক ভালোবাসার দান যারা গ্রহণ করবেনা, যারা সেই আলো থেকে দুরে সরে যাবে, দুঃখজনক ভাবে তাদের উপর অনন্তকাল তরে আত্মিক অন্ধকার নেমে আসবে। সেই অন্ধকার মধ্যরাত্রের থেকেও ঘনকালো, কারাকূপের একাকীত্বের থেকেও একাকী। এবং তার স্থায়িত্ব সময় দিয়ে মাপা যাবে না। কারণ সেই বিচার এই যে, **''জগতে জ্যোতি আসিয়াছে, এবং মনুষ্যরা জ্যোতি হইতে অন্ধকার অধিক ভালোবাসিল কারণ তাহাদের কর্ম সকল মন্দ ছিল'' (যোহন ৩ ১৯)।** খ্রীষ্ট হতে দূরে সরে যাওয়ার ফল হলো আত্মিক অন্ধকার এবং মৃত্যু –আত্মিক মৃত্যু যা অনন্তকালীন।

বিজয় উল্লাস

ঐ অন্ধকারময় তিনটি ঘন্টা শেষ হতেই যীশু কিন্তু দুঃখার্তভাবে আর্তনাদ

করে বলে ওঠেন নি,''হায়, আমি শেষ হয়ে গেলাম!'' কিন্তু তিনি বিজয়উল্লাসে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন,**'' সমাপ্ত হইল''** (যোহন ১৯ ৩০)।

আমার ও আপনার পাপের মূল্য সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে!

আর এই পরিত্রাণের কাজ সম্পন্ন করার পর প্রভু যীশুর সাথে আবার সেই জ্যোতির সহভাগিতা পূণঃস্থাপিত হলো (যোহন ১৭ ৫)। এখন পাপের জন্য আপনাকে এবং আমাকে আর কিছু দেবার প্রয়োজন নেই। আর খ্রীষ্ট আমাদের পরিত্রাণের জন্য যে কাজ করে গেছেন তাকে শয়তান কোনোভাবে নস্যাৎ করতে পারে না। শয়তানের বিষদাঁত উপড়ে ফেলা হয়েছে!

মৃত্যুর দ্বারা মৃত্যুরাজের পরাজয়

ঈশ্বর কেবলমাত্র আমার আপনার পাপের ভার তুলে নিতে রক্ত(মাংসের দেহ ধারণ করেন নি, **কিন্তু যেন মৃত্যুর দ্বারা তিনি মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি(কে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তি(হীন করেন (ইব্রীয় ২ ১৪)।**

দায়ূদরাজা যেমন গলিয়াথের তরবারি ব্যবহার করে গলিয়াথকে হত্যা করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই প্রভু যীশু শয়তানের অস্ত্র- মৃত্যুকে ব্যবহার করে তাকে সম্পূণরূপে পরাজিত করলেন। প্রভু যীশু সত্যই পাপে আবদ্ধ নর নারীর বন্ধন মোচন করেছেন। একমাত্র তিনিই হলেন সেই মুক্তি(দাতা ঈশ্বর, যিনি মানুষকে অনন্ত মৃত্যু এবং আত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত(করতে পারেন - ঈশ্বরের বি(দ্ধাচারন করার জন্য যে বন্ধনে শয়তান প্রতিটি মানুষকে বেঁধে রেখেছেন।

প্রভু যীশু তাঁর রক্ত(মাংসের শরীর দ্বারা শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন, মৃত্যুকে জয় করেছিলেন এবং কবর হতে উঠেছিলেন। আর সেই স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে আমাদের নিমিত্ত অগ্রগামী হইয়া যীশু প্রবেশ করিয়াছেন (ইব্রীয় ৬ ২০)। সেই প্রথমবার একজন দোষহীন, পাপহীন নিখুঁত মানুষ স্বর্গে প্রবেশ করলো। তিনি ক্রু(শে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে তিনি অন্যদের অনুসরণ করার জন্য পথ প্রস্তুত করে গেছেন।

চার্লস ওয়েসলী মানুষের প্রতি প্রভু যীশুর এই প্রেম দেখে হতবাক হয়ে

বলেছিলেন,'' আমার ঈশ্বর আমার জন্য মৃত্যু বরণ করলেন এর থেকে অবাক করার প্রেম আর কি হতে পারে?''

খ্রীষ্ট উঠিয়াছেন

''কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ। কারণ মনুষ্য দ্বারা যখন মৃত্যু আসিয়াছে, তখন আবার মনুষ্য দ্বারা মৃতগণের পুন(ত্থান আসিয়াছে'' (১ করিন্থীয় ১৫ ২০-২১)।

আমি আজ অবধি যত বক্তৃার প্রচার শুনেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে ডাঃ সাঙ্গ স্টারের প্রচার আমার ভালো লেগেছে। তাঁর এই বাগ্মীতা ছিল সম্পূর্ণ ঈশ্বরদত্ত। তিনি এই তালন্তকে তাঁর প্রভু ও পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের প্রচারের জন্য ব্যবহার করে খুব আনন্দ পেতেন। কালক্রমে এমন ঘটলো যে মৃত্যুর পূর্বে ক্যানসার রোগের আক্রমণে তিনি তাঁর কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। মৃত্যুর পূর্বে এক ইষ্টারের সকালে তিনি তাঁর কন্যার কাছে একটুকরো কাগজ ও পেনসিল চেয়ে লিখলেন,'' বাক্‌শক্তি(থেকেও মানুষ যদি খ্রীষ্টের পুন(ত্থানের চরম সত্যকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে অস্বীকার করে, তার থেকে বরং বাকশক্তি(হীন অবস্থায় অন্তরে চীৎকার করে তাঁর পুন(ত্থানের সত্যতা ঘোষণা করার জ্বলন্ত ইচ্ছা থাকা ভালো।

প্রেরিত পৌল রাজা আগ্রিপ্পের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বি(দ্ধে আনা অভিযোগগুলির বিপ(আত্মপ(সমর্থন করছিলেন, তখন তিনি খ্রীষ্টের কষ্টভোগ ও পুন(ত্থানের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি বলেছিলেন,**'' খ্রীষ্টকে দুঃখভোগ করিতে হইবে, আর তিনিই প্রথমে মৃতগণের পুন(ত্থান দ্বারা প্রজালোক ও পরজাতীয় লোক উভয়ের কাছে দীপ্তি প্রচার করিবেন'' (প্রেরিত ২৬ ২৩)।**

কিন্তু নতুন নিয়মে লেখা আছে খ্রীষ্টের পুন(ত্থানের আগে কারো কারো

দৈহিক পুন(ত্থান হয়েছিল। হ্যাঁ, আমরা লাসারের কথা, যায়ীরের কন্যার কথা এবং নায়িন নগরের বিধবার কথা শুনেছি। যদিও খ্রীষ্ট এদের জীবন দান করেছিলেন, তথাপি এরা সবাই কয়েক বছর পরে আবার মারা গিয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুর ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। বর্তমানে তিনি কেবলমাত্র দৈহিকভাবে জীবিত নন, কিন্তু আত্মিক ভাবে অনন্তকালের তরে জীবিত। নিশ্চিতভাবে তিনিই সেই প্রথম জন যিনি মৃত্যু থেকে পুন(ত্থিত হয়েছিলেন।

কিভাবে মৃত্যু এবং ক্ষয়ের কবর জীবনের সৃষ্টিকর্ত্তাকে বন্দী করে রাখতে পারে? প্রভু যীশু সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বলে তিনি শূন্য থেকে জীবনের সৃষ্টি করলেন। নিখুঁত মানুষ এবং পরিত্রাতা হিসাবে তিনি কবর থেকে জীবনে ফিরে এলেন এবং যারা তাঁকে বিশ্বাসে গ্রহণ করে, তাদের সকলকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য পথ দেখালেন। আর তাদের কাছে তিনি এই প্রতিজ্ঞাও করেছেন

কিন্তু ঈশ্বর দয়াধনে ধনবান বলিয়া আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত(আমাদিগকে, এমন কি অপরাধে মৃত আমাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন -- অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ -- এবং তিনিই খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন (ইফিষীয় ২ ৪-৬)।

করিন্থ শহরের বিশ্বাসীদের লিখতে গিয়ে প্রেরিত পৌল তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তারা পাপের যে পরিণাম তার থেকে রক্ষা পেয়েছেন, কারণ তারা শাস্ত্রের এই বাক্যে বিশ্বাস করেছেন যে,**'' খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন, ও কবর প্রাপ্ত হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন'' (১করিন্থীয় ১৫ ৩-৪)।**

বর্তমানে প্রতিটি বিশ্বাসী এই গৌরবময় সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে,'' খ্রীষ্ট আমার পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন এবং তিনি আবার পুন(ত্থিত হলেন এবং তিনিই আমাকে নতুন জীবন দান করেন''।

ক্রুশীয় মৃত্যুর পর তিনদিন

আপনি এই ভেবে হয়তো অবাক হতে পারেন যে ক্রুশীয় মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মাঝের এই তিনদিন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কি হয়েছিল? এইরকম একটি প্রশ্নের উত্তরও বাইবেলে রয়েছে

ভালো তিনি উঠিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? না এই যে তিনি পৃথিবীর নীচতর স্থানে নামিয়াছিলেন। যিনি নামিয়াছিলেন, তিনিই সকল স্বর্গের উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, যেন সকলই পূরণ করেন (ইফিষীয় ৪ ৯-১০)।

হ্যাঁ, বাইবেল বলে যে স্বর্গে উঠার পূর্বে তিনি সত্যই নীচে নেমেছিলেন। আর তার পরই তিনি পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসী সাধুদের নেতৃত্ব দিয়ে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন । বর্তমানে প্রতিটি প্রকৃত বিশ্বাসী এই জেনে নিশ্চিত যে মৃত্যু আমাদের পরে তাঁর সেই গৌরবে প্রবেশ করার দরজা। আশ্চর্য্যভাবে খ্রীষ্ট আমাদের জন্য দৈহিক এবং আত্মিক মৃত্যুর উপর জয় লাভ করেছিলেন।

মৃত্যু তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু তোমার হুল কোথায়? (হোশেয় ১৩ ১৪)

মৃত্যুর হুল পাপ ও পাপের শক্তি আসে বিধি ব্যবস্থা থেকে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কারণ তিনিই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে বিজয়ী করেন (১ম করিন্থীয় ১৫ ৫৫-৫৭)।

ভাবী প্রজন্মের জন্য তাঁর প্রেম

এই অপূর্ব সত্য জেনে ভালো লাগে যে, প্রভু যীশু আমদের স্বর্গে যাবার পথ প্রস্তুত করেছেন, যেন আমরা বিজয়ের সাথে সেই পথে এগিয়ে যেতে পারি।

আরও অপূর্ব যে বিষয়টি জানা আমাদের প্রয়োজন তা হলো তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, স্বর্গারোহণের পর তিনি পৃথিবীস্থ বিশ্বাসীদের পবিত্র আত্মা দান করবেন।

তাঁর শিষ্যদের তাই তিনি বলেছিলেন

যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্র যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে। যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা যে আত্মাকে পাইবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে এই কথা কহিলেন(কারণ তখনও আত্মা দত্ত হন নাই, কারণ তখনও যীশু মহিমাপ্রাপ্ত হন নাই (যোহন ৭ ৩৮-৩৯)।

যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহার নিকট এখন যাইতেছি.. ....আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব,এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, তিনি সত্যের আত্মা.... আমার যাওয়া তোমাদের পরে ভালো, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না(কিন্তু আমি যদি যাই তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব..... তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন (যোহন ১৬ ৫(১৪ ১৬,১৭(১৬ ৭,১৪)।

আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি ঈশ্বর কিভাবে তাঁর পুত্রের মৃত্যুর দ্বারা গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। এবার আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে, আমার আপনার কাছে পবিত্র আত্মা প্রেরণ করে প্রভু যীশু কিভাবে গৌরবান্বিত হবেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় প্রভু যীশু সত্যিই সেই সব বিশ্বাসীর জীবন দ্বারা গৌরবান্বিত হন, যাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রেম প্রবাহিত হচ্ছে। রোমীয়দের প্রতি পত্রের ৫ ৫ পদে লেখা আছে,**" আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে"।**

ঈশ্বরের প্রেম, যা আমাদের মধ্যে বাসকারী পবিত্র আত্মা দ্বারা জীবন্ত হয়ে ওঠে, তা মানুষের মাংসিক আকর্ষণ জনিত অনুরাগের তাজমহলকে ছাপিয়ে যায়। ক্রুশে তিনি যে কাজ সমাপ্ত করেছেন, আপনি যখন বিশ্বাসে তাঁর প্রতি সাড়া দেবেন তখন প্রভু যীশু পবিত্র আত্মারূপে আপনার মধ্যে দিয়ে অন্যান্য মানুষকে ভালোবাসতে শুরু করবেন।

খ্রীষ্ট যে আপনার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন এই কথা বিশ্বাস করে তার জন্য যখন আপনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবেন তখন আপনি এই

নিশ্চয়তা লাভ করবেন যে, ঈশ্বর আপনাকে (মা করেছেন এবং পরিত্রাণ দান করেছেন।

আপনার মধ্যে বাসকারী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে যতই আপনি আপনার জীবন তুলে ধরবেন, ততই আপনি এই প্রেমহীন জগতে তাঁর প্রেমের বাহন হয়ে উঠবেন।

একজন জার্মান ঈশতত্ত্ববিদ্, যিনি তাঁর পান্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাঁকে একবার প্র(করা হয়,'' ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার চিন্তাধারা কি?''সকলকে অবাক করে দিয়ে তিনি একটি শিশুর মতো গেয়ে উঠলেন,'' ভালোবাসেন যীশু আমায়, বাইবেলে লেখা তায়।''

হ্যাঁ, ঈশ্বর সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন! এবং তিনি সত্যিই আপনাকেও ভালোবাসেন!

ওহ, সেই প্রেম কালভেরীতে পরিত্রাণের পরিকল্পনা এঁকেছিল,
অনুগ্রহ তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিল।
ওহ, সেই শক্তি(শালী প্রেম কালভেরীতে সেতু গড়েছিল,
সেখানে প্রচুর ক(ণা ছিল, ছিল বিনামূল্যে অনুগ্রহ,
(মা প্রচুররূপে এলো,আমার ভারাত্র(ান্ত আত্মা তাই মুক্তি(পেল।

ইরাক থেকে লেখা একটি চিঠি

''একটি মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম, আমার পরিবারের কাছ থেকে শি(া পেয়েছিলাম কিভাবে উপবাস সহকারে প্রার্থনা করতে হয়। আমি মুসলিম মহিলাদের মতো নিজের মুখ ঢেকে রাখতাম যাতে কেউ আমার মুখের দিকে দেখে পাপে না পড়ে।

''আমার কাছে অনেক অবসর সময় ছিল, যে সময় আমি রেডিও শুনে কাটাতাম। এই সময় প্রথম আমি বাইবেলের বার্তা শুনতে পাই। একদিন আমি আমার ননদের কাছে কিছু সুন্দর স্টিকার দেখতে পেয়ে সেই ঠিকানায় চিঠি লিখি। সেই ছিল আমার লেখা প্রথম চিঠি, আর এই

চিঠি পেয়ে আপনারা আমাকে ঈশ্বরের সন্ধানে নামক বইটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

'' আমি বইটি পড়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম ..... সপ্তম অধ্যায়ে একটি প্র(ছিল,'' ঈশ্বর কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন? আমি সেই অংশটির কাছে গিয়ে থামলাম যেখানে লেখা আছে,'' ঈশ্বর যে আপনাকে ভালোবাসেন তা তিনি ক্র(শে আপনার জন্য যা করলেন তার দ্বারা প্রমাণিত হয়। আপনি যদি ক্র(শের অর্থ কি তা উপলব্ধি করেন তবে ঈশ্বরের প্রেম কি তা বোঝার জন্য আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন পড়বে না।

'' আমি এই অধ্যায়টি ১০০বারের বেশী বার পড়েছি এবং তার পর বুঝতে পেরেছি যে, নিঃসন্দেহে আমার জন্য ক্র(শই একমাত্র পথ।''

ট্রান্স ওয়ারল্ডের কাছে জমা দেওয়া রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত)

ভেবে দেখার জন্য

১) আপনি যে কাউকে ভালোবাসেন তা প্রমাণ করার সবচেয়ে ভালো উপায় কি?
তা কি আপনি যা বলেন তার দ্বারা প্রমাণিত হয়?
না কি তা আপনি যা করেন তার দ্বারা প্রমাণিত হয়?
২) ঈশ্বর যে আপনাকে ভালোবাসেন তা তিনি কিভাবে প্রমাণ করেছেন?
৩) আপনি কিভাবে ঈশ্বরের এই প্রেমে সাড়া দেবেন?

অস্ত্রোপচার করার সময় প্রতিটি শল্যচিকিৎসক একটি বিষয় অবশ্যই শেখেন, আর তা হলো ---- রক্তে(র মধ্যেই প্রাণ রয়েছে, এ দুটিকে আলাদা করা যায় না, আপনি এর একটি হারালে অপরটিও হারাবেন।

ডাঃ পল ব্র্যান্ড

অষ্টম অধ্যায়

আমি কোথায় জীবন পাবো?

মধ্য রাত্রি দ্রুত ঘনিয়ে আসছিল। আমি এবং আমার স্ত্রী সে সময় ১৮ ঘন্টার ক্লান্তিকর পথ চলার পর প্রায় ১০০জন সহযাত্রীর সাথে প্যারিসের গেয়ারের সেন্ট লাজারের স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। আমরা অপে(ায় ছিলাম যাতে আমাদের টিকিট পরী(া করে পরবর্তী ট্রেনটিতে চড়তে দেওয়া হয়।

আমাদের চারপাশে যারা ছিল, দেখলাম তাদের বেশীর ভাগই যুবক যুবতী। ডরথি এবং আমি তাদের সাথে মিশে বুঝলাম ইউরোপের প্রায় সব জায়গা থেকেই কেউ না কেউ সেখানে রয়েছেন। দেখলাম মেয়েরা সেখানে যখন কোনো রকমে বিছানা তৈরী করে একটু শোবার চেষ্টা করছে, তাদের সঙ্গীসাথীরা তাদের চারপাশে পাহারা দেবার মতো ঘিরে বসে খাবার খাচ্ছে বা বোতল থেকে জলপান করছে।

অপে(া করাকালীন আমরা এই যুবক যুবতীদের বেশ কয়েকজনার সাথে কথা বলে বুঝলাম এই যৌবনের উত্তেজনার মাঝেও তারা কিছুর অভাব অনুভব করে। তারা এখনও সেই প্রাণময় জীবনের খোঁজ পায় নি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের আলোচনায় সেই মানুষটি স্থান পেল, যিনি আমাদের সঙ্গে যাত্রা করছিলেন, তিনি প্রভু যীশু।

আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন অশান্ত ও দুঃসাহসিক এই যুবকেরা তাদের মন খুলে দিল, তারাও যে প্রকৃত জীবন পেতে চায়, সেই ইচ্ছা প্রকাশ করলো। তাদের মধ্যে কয়েকজন আশা প্রকাশ করলো যে হয়তো তারা তা পরবর্তী শহরে বা পরবর্তী বন্ধুত্বে খুঁজে পাবে। অনেকে আবার জীবন সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা আরও বাড়িয়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করলো, তারা বিশ্বাস করছিল হয়তো তা ড্রাগের নেশা বা হৈ হুল্লোর পূর্ণ ভোজসভার মধ্যে লুকিয়ে আছে। এদেরই মধ্যে দেখলাম কয়েকজন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হবার ভয়ে ভীত। আফ্রিকার গ্রামগুলিতে যে রোগটি শীর্ণকায়া রোগ নামে পরিচিত। চিকিৎসাবিদ্যায় যাকে বর্তমানে এইচ আই ভি পজিটিভ বলা হয়ে থাকে। যখন তা দেহে পূর্ণমাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে তখন তার নাম হয় এইডস। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এইডস রোগের নামে ভীত, কারণ তার অপর নাম মৃত্যু। এইডস এমন এক রোগ, যেখানে মানুষের রক্ত, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

রক্তের মধ্যে জীবন থাকলেও রক্ত দেখলে আমার কেমন যেন ভয়ে গা গুলিয়ে ওঠে। আমার এই ভয় দূর করতে একবার আমি লন্ডনের একটি হাসপাতালে একটি ওপারেশন দেখার আমন্ত্রণ গ্রহণ করি, কিন্তু ওপারেশন শুরু করতে সার্জেন যেই রোগীর দেহ স্ক্যালপেল দিয়ে চিরলেন, তা দেখে আমার প্রায় অজ্ঞান হবার মতো অবস্থা। ভয়ে আমার মুখ সাদা হয়ে গেছে দেখে আর আমাকে ঐভাবে ঘামতে দেখে আমার সার্জেন বন্ধুটি আমাকে সেই কক্ষ ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। এবিষয়ে আমাকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হয় নি।

কিন্তু রক্ত দেখে মানুষ ভয় পাক আর না পাক আসল কথা হলো দুর্ঘটনা বা আঘাত জনিত কারণে যে মানুষের রক্ত ক্ষয় হয়েছে, তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে হলে তাকে রক্ত দেবার প্রয়োজন। বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে মৃত্যুপথযাত্রী কোনো ব্যক্তিকে সুস্থ মানুষের রক্ত দ্বারা সঞ্জীবিত করে তোলাটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে রক্ত সম্বন্ধে এই রহস্য উন্মোচন হবার বহু আগেই ঈশ্বর ঘোষণা করেছিলেন

"রক্তের মধ্যেই শরীরের প্রাণ থাকে" (লেবীয় ১৭ ১১)।

ডাঃ পল ব্রান্ড এই বিষয়টির সাথে একমত যে, রক্তের মধ্যেই জীবন রয়েছে। অপারেশন ঘরের ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র পাতির মধ্যে প্রতিটি সার্জেন জানেন রক্ত এবং জীবন এই দুটি বিষয় কেমন একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে একটি হারালে অপরটিও হারাতে হয়।

এইচ আই ভি নামক রোগটি রক্তের রোগ হলেও তা কিন্তু সবাইকে আক্রমণ করে না। কিন্তু অপরদিকে আরেকটি রোগ রয়েছে যার দ্বারা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আক্রান্ত, তা রক্তের মাধ্যমে সবার দেহে সংক্রামিত হয়েছে, কারণ **"ঈশ্বর এক ব্যক্তি হতে মনুষ্যদের সকল জাতিকে উৎপন্ন করেছেন" (প্রেরিত ১৭ ২৬)।** এই মৃত্যুজনক বিষ সমগ্র মানবজাতিকে বিষিয়েছে। বাইবেলে এর উৎস হিসাবে আদমকে অর্থাৎ আমাদের আদিপিতাকে চিহ্নিত করা হয়।

১করিন্থীয় ১৫ ৪৫ পদে লেখা আছে,"প্রথম মনুষ্য আদম"। হ্যাঁ, এই আদম যখন পাপ করলেন, তখন জাতি বর্ণ নির্বিশেষে তার পরবর্তী প্রজন্মেও সেই মৃত্যুজনক পাপ প্রবেশ করলো। বাইবেলে পরিষ্কারভাবে এই কথা লেখা আছে,**"আদমে সকলে মরে" (১করিন্থীয় ১৫ ২২)**। এইডস রোগের ক্ষেত্রে যেমন তা রক্তের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়, সেইভাবেই পাপ এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। আর তা না হলে মানুষ সোজা স্বর্গে যেতে পারতো। তাদের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর এই উপত্যকার মধ্যে দিয়ে যেতে হতো না।

কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ যীশু খ্রীষ্টের জন্মের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে জীবনদায়ী রক্তের স্রোত পাঠানো হলো। আর তা এইভাবে ঘটলো, স্বর্গদূত গাব্রিয়েল এসে মরিয়মকে বললেন যে তার একটি পুত্র সন্তান হতে চলেছে, যার নাম রাখা হবে যীশু। গাব্রিয়েল দূত এও বর্ণনা

করলেন কিভাবে এক কুমারীর গর্ভে এই পুত্র সন্তান জন্মাবে

পবিত্র আত্মা তোমার উপর আসিবেন এবং পরাৎপরের শক্তি(তোমার উপরে ছায়া করিবে(এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে''(লূক ১ ৩৫)।

নারীর গর্ভে পবিত্র আত্মার দ্বারা ঈশ্বর পুত্রের এই দেহধারণের মাধ্যমে ঈশ্বরের সেই জীবন মানবজাতির মধ্যে প্রবেশ করলো। মরিয়মের গর্ভে শিশুটি বড়ো হয়ে উঠতে থাকলো, সেই ভ্রুণের মধ্যে রক্ত(প্রবাহিত হতে লাগলো, কিন্তু তা প্রভু যীশুর রক্ত(কে কলুষিত করতে পারলো না, কারণ যীশুর রক্তে(ই জীবন ছিল!

মানুষের রক্ত(এক জটীল সংমিশ্রণ, যারা চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে গবেষণায় রত, তারা আজও রক্ত(নামক এই আশ্চর্য্য তরল পদার্থটির মধ্যে জীবনদায়ক বিভিন্ন গুপ্ত উপাদান আবিষ্কার করে চলেছেন। খুব সহজ কয়টি কথায় বলা যায় মানব দেহে প্রবাহিত এই রক্তে(র কয়েকটি কাজ হলো দেহকে পরিষ্কার রাখা, তাতে প্রাণের প্রবাহ বজায় রাখা এবং রোগ প্রতিরোধ করা। এই সব কথা শুনে অবাক লাগলেও এর থেকে অবাক করার কথা হলো, পিতা ঈশ্বর আমার আপনার জন্য আমার আপনার জন্য এক রক্ত(স্রোতের ব্যবস্থা করেছেন, যা আরও অনেক বেশী আশ্চর্য্যজনক ভাবে কাজ করে। আর এই রক্ত(স্রোত তাদের জন্য রয়েছে, যারা প্রকৃত জীবনের অন্বেষণ করছে। প্রভু যীশুর রক্ত(ই পাপীদের পাপ ধৌত করতে পারে। যারা আত্মিক ভাবে মৃত তাদের মধ্যে তাঁর রক্ত(জীবন সঞ্চারিত করে। যারা আত্মিক ভাবে জীবিত এই রক্ত(তাদের শয়তানের আত্র(মণ থেকে র(া করে। এই অমূল্য রক্ত(সম্বন্ধে বাইবেলে লেখা আছে,**''তোমরা তো জান, তোমাদের পিতৃপু(ষগণের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা (য়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা মুক্ত(হও নাই, কিন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত(দ্বারা মুক্ত(হইয়াছ'' (১পিতর ১ ১৮-১৯)।**

রক্তে(র বিশোধন (মতা

কিছুদিন আগের কথা, সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেল যে একটি লোভী পরিবহন সংস্থা মানুষের স্বাস্থ্য ও সুর(ার কথা না ভেবে তাদের লাভ বাড়াবার জন্য যাবার সময় গাড়ীর ট্যাঙ্কারে বিষাক্ত(তরল পদার্থ নিয়ে যেত আর ফেরার পথে সেই গাড়ীতেই তরল খাদ্য দ্রব্য নিয়ে ফিরত। এর ফলে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লো।

কিন্তু মানব দেহে ঈশ্বর এক অপূর্ব সংবহনতন্ত্র দিয়েছেন, যা একদিকে যেমন কোষগুলিতে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যায় তেমনই অন্য দিকে বর্জ্য পদার্থ বহন ক'রে তা শরীর থেকে দূর করার ব্যবস্থা করে। মানব দেহে এমন কোনো কোষ নেই যা রক্ত(জালক থেকে এক চুলের প্রস্থ থেকে বেশী দূরত্বে অবস্থিত। যদি এই সব কোষ থেকে বিষাক্ত(পদার্থগুলি দূর না হতো তবে তা নিশ্চিত ভাবে অসুস্থ হতো এবং আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো।

আমাদের জীবন থেকে পাপ দূর করার জন্য তাঁর পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বর ঠিক তাই বলেছেন। এই ধরণের শুচীকরণ কেবলমাত্র যীশুর অমূল্য রক্তে(র মাধ্যমে সম্ভব। যেমন লেখা আছে, ''ঈশ্বর জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি সেই রকম জ্যোতিতে বাস করি তবে বলা যায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহভাগিতা আছে এবং তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত(আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে'' (১ যোহন ১ ৭)। ঈশ্বর আরও বলেছেন,

---

*এম আর ডেহানের লেখা, কেমিষ্ট্রি ওফ ব্লাড নামক বইটিতে শারীরবৃত্তি, ধাত্রীবিদ্যা ও পরিষেবা বিদ্যার উপর প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ঘেটে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মায়ের গর্ভের মধ্যে শিশুর ভ্রুণটির পুষ্টির যোগান মায়ের দেহ থেকে এলেও ভ্রুণটির রক্ত(তার নিজের দেহেই তৈরী হয়, তা মায়ের দেহ থেকে আসে না। গর্ভধারণের পর থেকে শিশুর জন্ম পর্যন্ত শিশুর একটি ফোটা রক্ত(ও মায়ের দেহ হতে আসে না, তা শিশুর নিজের দেহেই তৈরী হয়। আর তাই যীশু স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র হওয়ায় তাঁর রক্ত(মানুষের পাপ দ্বারা কলুষিত হয়নি । মানুষের (ত্রে জীনগতভাবে এক বংশ হতে অপর বংশে পাপ যেভাবে প্রবাহিত হয়, তাও এ(ত্রে হয় নি।

পাপ (মার আর অন্য কোনো উপায় নেই। আর রক্ত(পাত (মৃত্যু) ব্যতিরেকে পাপের মোচন হয় না'' (ইব্রীয় ৯ ২২)।

রক্তে(র জীবনদায়ী শক্তি(

রক্তে(র আরেকটি কাজ হলো দেহকে জীবিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জল ও খাদ্য সরবরাহ করা। যদি রক্ত(দেহের কোষগুলিতে পৌঁছাতে স(ম না হয় তাহলে দেহের ঐ অংশগুলি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। সুতরাং রক্ত(সংবহন বন্ধ হলে দেহের মৃত্যু হয়। স্পষ্টতই রক্তে(র মধ্যেই জীবন রয়েছে। আমরা যখন এই বিষয়টি বুঝেছি তখন আসুন আমরা প্রভু নিজ রক্ত(সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন সেই কথা স্মরণ করি, যা শুনে শিষ্যেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল।

'' তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁহার রক্ত(পান না কর, তোমাদিগেতে জীবন নাই। যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত(পান করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, এবং আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব। কারণ আমার মাংস প্রকৃত ভ(য এবং আমার রক্ত(প্রকৃত পানীয় '' (যোহন ৬ ৫৩-৫৫)।

প্রভুর এর পরের কথাগুলি এই উক্তি(র প্রকৃত অর্থ কি তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিল, যখন তিনি বললেন,'' যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত(পান করে, সে আমাতে থাকে এবং আমি তাহাতে থাকি (যোহন ৬ ৫৬)। আত্মিক জীবনের প্রকৃত উৎসের সন্ধান পাওয়াটা কতো আনন্দের বিষয়! পাপী মানুষকে তাদের পাপ হতে উদ্ধার করতে প্রভু যীশু তাঁর রক্ত(সেচন করেছিলেন। সেচন করা রক্তে(র কারণে আমরাও তাঁর সেই জীবনের

---

* দুর্ভাগ্যবশতঃ বহু মানুষ এখনও এই কথা বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র ভোজের সময় দেওয়া (টি ও দ্রা(ারস আসলে প্রভুযীশুর দেহ ও রক্তে(পরিণত হয়। বিশ্বাসীর মধ্যে বাসকারী তাঁর জীবন সম্বন্ধে প্রভু যা সাঙ্কেতিক ভাবে বলেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকে তা আ(রিক অর্থে ধরে নেয় এবং দৈহিক দিকটাকে প্রাধান্য দেয়।

অংশীদার হতে পারি। তাঁর রক্ত(পান করার প্রকৃত অর্থ বোঝাতে প্রভু যীশু বললেন,'' আমি তাহাতে থাকি''! অপূর্ব!

বিশ্বাসীরা যখন তাদের অন্তরে বাসকারী খ্রীষ্টের পুন(খানের শক্তি(র অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন তারা বিজয়ীর মতো এই সা(য দিয়ে বলতে পারে,'' সেই পুন(খিত খ্রীষ্ট এখন আমাতে বাস করেন! এই ধরনের মানুষের ে ত্রে প্রভুর ভোজে (টি ও দা(ারস গ্রহণ করাটা সাংকেতিক ভাবে তাদের সা(য ও ধন্যবাদ প্রদান।

প্রভু যীশুর অমূল্য রক্তে(র যে জীবনদায়ী শক্তি(, তা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে উর্দ্ধ হতে জন্ম হয়েছে এমন প্রতিটি বিশ্বাসীকে দত্ত হয়। হ্যাঁ, নতুন জীবনের জন্য মানুষের দেহে জীবনদায়ী এই রক্তে(র সঞ্চালন প্রয়োজন।

রক্তে(র র(াকারী শক্তি(

রক্তে(র আরেকটি অলৌকিক কাজ রয়েছে। রক্ত(কেবলমাত্র জীবনদায়ী এবং দেহ পরিষ্কারই করেনা, কিন্তু তা দেহকে র(াও করে।

ভারতবর্ষে যখন বিউবনিক প্লে-গ দেখা দিতেই সমস্ত জগতে ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছিল। আন্তর্দেশীয় বিমানগুলি জীবাণুমুক্ত(করা হতে লাগলো এবং যাত্রীদেরও সাময়িকভাবে স্বাস্থ্য পরী(া করার জন্য আটকানো হলো। এই প্রচেষ্টার একটাই উদ্দেশ্য ছিল, যাতে এই প্রাণঘাতী রোগ অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে না পড়ে। এমনকি ভারতবর্ষ থেকে যেসমস্ত উড়ান যাবার কথা ছিল, সেগুলিও স্থগিত রাখা হলো।

প্লে-গ রোগের জীবানুর মতো কতো জীবাণু প্রতিদিন মানুষের দেহকে আত্র(মণ করে, কিন্তু রক্তে(র এক অভিনব শক্তি(আছে তা প্রতিহত করার। রক্তে(র মধ্যেকার এই জীবনর(াকারী বিষয়গুলি হলো অ্যান্টিবডি ও বিভিন্ন ধরণের রক্ত(কোষ, যা ব্যাকেটেরিয়ার আত্র(মণ প্রতিহত করে। এই ধরণের জীবাণুর আত্র(মণ হলে রক্তে(শ্বেত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আত্র(মণাত্মক রূপ ধারণ করে।

আরো আনন্দের কথা হলো যে, মানুষের রক্তে(র এই রোগ প্রতিরোধকারী

(মতার মতো প্রভু যীশুর রক্ত(ও আমাদের জীবন র(া করে। প্রভু যীশুর রক্ত(ই বিশ্বাসীদের অবিরত শয়তানের আক্র(মণ থেকে র(া করে। শেষকালে শয়তান ও ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে যুদ্ধের যে ভাববাণী রয়েছে তা এইরকম,**"আর মেষশাবকের রক্ত(প্রযুক্ত(এবং আপন আপন সাে্যর বাক্য প্রযুক্ত(তাহারা তাহাকে জয় করিয়াছে(আর আপন মৃত্যু পর্য্যন্ত আপন আপন প্রাণও প্রিয় জ্ঞান করে নাই" (প্রকাশিত বাক্য ১২ ১১)।** শয়তান তার মন্দ সঙ্কল্প চরিতার্থ করতে আপনার দিকে অগ্রসর হলে আপনিও প্রভু যীশুর র(াকারী রক্তে(র দ্বারা তাকে প্রতিহত করতে পারবেন।

শয়তানের উপর প্রভু যীশুর এই বিজয় ঠিক আদম হবার পাপে পতিত হবার পরই ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রভু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, নারী হতে জাত একজনই তোমার ধ্বংসের কারণ হবে।**"আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পরের শত্রুতা জন্মাইব(সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে" (আদিপুস্তক ৩ ১৫)।** অর্থাৎ নারীর গর্ভে জাত সেই জন শয়তানের মস্তক চূর্ণ করবে, কিন্তু তা সেই শয়তানের দংশনের পরে। হ্যাঁ, নারীর গর্ভে জাত প্রভু যীশুই হলেন সেই জন, যিনি তাঁর অমূল্য রক্ত(সেচন করলেন যেন -

"মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি(কে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তি(হীন করেন "(ইব্রীয় ২ ১৪)।

প্যারিসের সেন্ট লাসারের রেল স্টেশনে যে সব ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, তারা মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছিল, তারা প্রকৃত জীবনের উৎসের সন্ধান পায় নি(কিন্তু এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা সেই প্রকৃত জীবনের উৎসের সন্ধান পেয়েছে।

কিছু দিন আগের কথা, ডরথি ও আমি এমন ১০০জন উগান্ডা বাসীর সংস্পর্শে এসেছিলাম, যাঁরা এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁরা প্রকৃত জীবনের অধিকারী হয়েছেন। প্রভু যীশুর রক্তে(যে হৃদয় পরিষ্কার করার (মতা, জীবনদায়ী শক্তি(এবং দিয়াবলকে প্রতিরোধ করার (মতা রয়েছে

তা তারা আবিষ্কার করেছিল। তারা জোরের সাথে বলতে পারত যে পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হয়েছে এবং দেখ এখন সব কিছু নতুন হয়েছে।

কেনিয়ার অ্যাম্বেসির আধিকারিকরা আমাদের এ যাত্রার বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে বিভিন্ন পরামর্শ দিলেও আমি এবং আমার স্ত্রী ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে উগান্ডার দিকে রওনা হলাম। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে উগান্ডার পালক ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে আমরা সেখানে একটি সেমিনারের ব্যবস্থা করেছিলাম। পরে জানতে পারলাম প্রভু আমাদের বিমানে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় টিকিটের ব্যবস্থাও আগে থেকে করে রেখেছিলেন। এমনও হলো যে সেখানে সামরিক অভ্যুত্থানের ঠিক আগে আমাদের বিমানটা এন্টেবি ছেড়ে চলে গেল আর সেটাই ছিল শেষ উড়ান।

এয়ারপোর্টে পৌঁছাবার পর থেকেই আমরা আবহাওয়ায় ভয় আর উত্তেজনার একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম। গন্তব্যস্থলে এগিয়ে যাবার সময় আমরা যে বিভ্রান্তি ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম তাও অবর্ণনীয়। এগিয়ে যাবার জন্য সে অঞ্চলে অল্প যে কয়টি গাড়ী চলাচল করতো, আমরা কোনো রকমে তার একটি জোগাড় করে এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হয়েছিলাম। যাবার সময় দেখলাম সমস্ত রাস্তাটা বোমের আঘাতে (তিগ্রস্থ। কিছুদূর যাবার পরেই একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক আমাদের দিকে তাদের বন্দুক উচিয়ে ধরল। আমরা জানতেও পারছিলাম না তারা সরকারী সৈন্য, না বিদ্রোহী দলের সৈন্য, না কি তারা সৈন্যদের পোষাক পরা দস্যু। অদ্ভুতভাবেই তার যখন দেখল আমাদের গাড়ীর ড্রাইভারটি তাদেরই গোষ্ঠীর একজন তখন তারা আমাদের এক রকম বিনা বাধায় যেতে দিল। আমাদের জিনিষপত্র চুরি অথবা প্রাণে আঘাত করল না।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে আমরা দেখলাম সেখানকার ভীত সন্ত্রস্ত মানুষগুলি একটি ময়লা অন্ধকার ঘরে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। অবশ্য পালকেরা এবং তাদের স্ত্রীরা সেখানে জড়ো হবার সাথে সাথে সেখানকার সেই পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের মনে আর কোনো ে(াভ রইল না। প্রভু

স্বয়ং নিজেই তাঁর গৌরবময় উপস্থিতি দিয়ে আমাদের সভা অনুগ্রহে পূর্ণ করলেন। উগান্ডার সেই সভায় জীবন্ত ঈশ্বরের সান্নিধ্য আমাদের জীবনের স্মরণীয় দিনগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে থাকবে।

বাইবেলের বাক্য শোনার জন্য প্রতিদিন প্রায় আটঘন্টা শক্ত কাঠের বেঞ্চে বসে পালকেরা তাদের স্ত্রীদের সাথে মন দিয়ে আমার ও ডরথির প্রচার শুনতো। আমি যখন শিক্ষা দিতাম তখন ডরথি সেই সমস্ত শিক্ষার সারাংশ বোর্ডে লিখে যেত, যাতে তারা সেগুলি কাগজে লিখে নিতে পারে। এই রকম একদিন যখন আমি শিক্ষা দিচ্ছি আর ডরথি সেগুলি বোর্ডে লিখে দিচ্ছে, সেসময় হঠাৎই দরজায় একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ পাওয়া গেল। দেখলাম মাতাল এক বন্দুকধারীকে দরজায় আটকানো হলেও তার বন্ধু দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ে ডরথির বুকে তার বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ধরেছে। দেখলাম ডরথি একটুও ভয় না পেয়ে বলছে, ''আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন এই মানুষটি প্রভু যীশুকে জানতে পারে''।

কয়েক মুহূর্ত পরে, যেটা আমার কাছে অনন্তকাল বলে মনে হচ্ছিল, আমার ভাষা যিনি অনুবাদ করছিলেন তিনি আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন,'' ঐ মাতাল লোকটি যা বলছে তা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না -- সে বলছে , আমি এই ভদ্রমহিলার ঈশ্বরকে জানতে চাই। অনুবাদক যখন অনুবাদ করছিলেন সেই সময় আমি এক দৃশ্য দেখলাম যা কখনও ভুলতে পারবো না। পবিত্র ঈশ্বরের পরাক্রমশালী উপস্থিতি না কোনো দূতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে না কি স্বেচ্ছায় তা বলতে পারবো না, কিন্তু দেখলাম সেই আগন্তুক হাঁটু গেড়ে বসে আছে। দেখলাম তার বন্দুকের নল নামিয়ে নিয়ে সে তা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে।

সেই মুহূর্তে চিন্তা করে সেই অনুসারে বক্তব্য রাখার পরিস্থিতি ছিল না, আর ডরথি তা জানত। কিন্তু দেখলাম ডরথি তাকে প্রার্থনায় নিয়ে যাচ্ছে। ডরথি বললো, '' আমার পরে পরে এই ভাবে প্রার্থনা করো'' । তার পর ক্রমে ক্রমেসে একটি দীন হীন আত্মাকে ক্রুশের পথে চালিত করলো।

একজন পাপী মানুষ প্রভুর রক্তের গুণে প্রকৃত জীবনের উৎস খুঁজে পেল। হয়তো মনে করছেন কেন আমি আমার এই অভিজ্ঞতার কথা বলছি? সোজা উত্তর হলো, সেই স্মরণীয় সভায় তার পর যা ঘটলো তার কারণে।

আমাদের সভায় যারা উপস্থিত হয়েছিল, তারা এই আগন্তককে দেখে যে রেগে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক ছিলো, কারণ তাদের মধ্যেই এমন অনেকে ছিল যাদের সম্প্রতি ঐভাবে ভয় দেখানো হয়েছিল। আমাদের মধ্যেই এমন একজন পালক ছিলেন যাকে তারা মারার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সফল না হলেও গুলিতে পালকের হাতের আঙ্গুলগুলি উড়ে গেছিল। কিন্তু প্রভু যীশুকে ব্যক্তিগত ভাবে জানার জন্য এবং তাকে ভালোবাসার জন্য এই পালকদের মনে সেই ব্যক্তিটি সম্পর্কে এতখানি ক্ষোভ ছিল না, বরং তারা তার পাশে জড়ো হয়ে প্রার্থনা করার জন্য এসেছিল।
এর পর কোনো বাদ্য যন্ত্র ছাড়াই আফ্রিকানদের তালে দুলে দুলে তারা গান করতে শুরু করলো। তাদের সেই গানের কথাগুলি মনে পড়লে আমার হৃদয় এখনও ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে যায়।

কি পারে মোর পাপ ধুতে?
কেবল মাত্র যীশুর রক্ত ।
কি পারে নির্মল করতে?
কেবল মাত্র যীশুর রক্ত।

আহ যদি এমন হতো যে সেই দিন পৃথিবীর নেতারা আমাদের সাথে রয়েছেন তাহলে তারাও প্রত্যক্ষ করতেন জাত পাত জনিত, গোষ্ঠীগত বা আর্ন্তজাতিক স্তরে মানুষের মধ্যে যে দ্বন্দ, তার ঈশ্বরীয় সমাধান।

এবং তাহার ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করিয়া, তাহার দ্বারা যেন আপনার সহিত কি স্বর্গস্থিত, কি মর্ত্ত্যস্থিত সকলই সম্মিলিত করেন, তাঁহার দ্বারাই করেন (কলসীয় ১ ২০) ......আর পূর্বে চিত্তে দুষ্ক্রিয়াতে বহিঃস্থ ও শত্রু ছিলে যে তোমরা,

তোমাদিগকে তিনি এখন খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত করিলেন...(কলসীয় ১ ২১)।

হ্যাঁ, কেবল তারাই, যারা প্রভু যীশুর রক্তে(র মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তারাই কেবল ঈশ্বরের ক্রো(ধ থেকে র(া পাবে।

যেমন লেখা আছে-- **সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার রক্তে(যখন ধার্ম্মিক গণিত হইয়াছি, তখন আমরা কত অধিক নিশ্চয় তাঁহা দ্বারা ঈশ্বরের ক্রো(ধ হইতে পরিত্রাণ পাইব (রোমীয় ৫ ৯-১০)।**

একটু ভেবে দেখুন

১) আপনি কি প্রকৃতই সেই জীবন পেতে ইচ্ছা করেন, যে জীবনের কথা প্রভু যীশু যোহন ১০ ১০ পদে বলেছিলেন -- **" আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়।**

২) বাইবেল অনুসারে মানুষের দেহে প্রাণ কোথায় অবস্থান করে? (জানতে লেবীয় পুস্তক ১৭ ১১ পদ পাঠ ক(ন।)

৩) প্রভু যীশুর অমূল্য রক্তে(র সাথে অনন্তকালের কি সম্পর্ক রয়েছে?

আপনি কি তাঁর রক্তে(র শুচি করার (মতাকে বিশ্বাস করেন?

আপনি কি সেই রক্তে(র জীবনদায়ী শক্তি(র উপর আস্থা রাখেন?

আপনি কি সেই রক্তে(র র(াকারী (মতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী?

প্রভু যীশু বলেন, **" আমিই পুন(খান ও জীবন, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে(আর যে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে না (যোহন ১১ ২৫,২৬)।**

শিল্পীর নিপুণ হাতে আঁকা ছবি, মানুষের মুখের দীপ্তি বা কোনো মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, এসব নিশ্চয়ই শুধু কথার দ্বারা বোঝানো যায় না। এসব বুঝতে হলে তা দর্শন করা প্রয়োজন।

নবম অধ্যায়

আমি কিভাবে ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য হবো?

১৯৪০ সালের কথা, সে সময় চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ করে চোখের অপারেশন পদ্ধতিতে প্রভুত উন্নতি আসতে শু(করেছিল এবং তা এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে সদ্য প্রয়াত কোনো ব্যক্তি(র চোখের কর্নিয়া নিয়ে তা এক অন্ধ ব্যক্তি(র চোখে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়ে উঠল।
ডা স্যানগস্টার, যিনি কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করার জন্য প্রথম অপারেশনটি করেন, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আমাদের বলেছিলেন।
কাকভোরে ডা স্যানগস্টার তার দুই ব্যক্তি(কে নিয়ে ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্যে শোভিত অঞ্চল সারি ডাউনে গেলেন। এই দুই ব্যক্তি(র মধ্যে একজন ছিলেন জন্মান্ধ এক ভদ্রমহিলা, আর অন্য জন ছিলেন তাঁর সার্জেন। অপারেশনের পরে যেন কোনো আলো এসে ভদ্রমহিলার চোখে না পড়ে তাই তার চোখ ব্যান্ডেজের পু(আস্তরন দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।
আস্তে আস্তে এই ব্যান্ডেজের আস্তরণ খুলে ফেলা হতে লাগলো। ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যেই আলোর এক নতুন অনুভুতি পেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। আর সূর্য্য ওঠার ঠিক আগে তাঁর চোখের ব্যান্ডেজের শেষ আস্তরণটি খুলে ফেলা হলো।

সেই দিন সূর্য্য যেন আরও গৌরবজ্জ্বল ভাবে দিগন্তে উঁকি মারলো। ছায়াগুলো ছোটো হতে শু(করলো। সূর্য্যের আলোয় গাছের সবুজ কচি পাতাগুলোর সৌন্দর্য্যে ঝলমল করে ওঠা, আর শিশির ভেজা মাঠের উপর পাখীদের খাবার খুঁটে খাওয়া, এই সমস্ত দৃশ্য সেই জন্মান্ধ ভদ্রমহিলার কাছে

অবর্ণনীয় উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দের সৃষ্টি করলো, কারণ তাঁর জীবনে এই প্রথম তিনি দেখতে পেয়েছেন। আনন্দে তাঁর দুচোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন,'' আপনারা আমায় এসব বর্ণনা করে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন বটে, কিন্তু আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, বিষয়গুলি এতো অপূর্ব হবে। ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি তাঁকে অবাক করে দিয়েছিল।

যে কখনো লাল রং দেখেনি, তার কাছে আপনি কিভাবে লাল রং কেমন তা বর্ননা করবেন? অথবা সূর্য্যাস্তের সময় যে নাটকীয় পরিবেশ তৈরী হয় তার বর্ণনা করবেন? নিশ্চতভাবে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। যে সৌন্দর্য্য চোখে দেখা যায়, তা কি শুধু বাক্যে বর্ণনা করা সম্ভব? কোনো শিল্পীর শিল্পের নিপুণতা, মানুষের মুখের দীপ্তি বা কোনো দৃশ্যের রূপ, তার রং কি শুধু কথার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায়? সুতরাং দর্শন করা প্রয়োজন।

অনুরূপভাবেই কোনো বিশ্বাসী যখন একজন অবিশ্বাসীর কাছে আত্মিক সৌন্দর্য্য কি তা বর্ননা করতে যান তখন তা বোঝানো মুস্কিল হয়। একবার লন্ডনের গাইস হাসপাতালে ডাক্তারী শাস্ত্র পড়ছে এমন এক ছাত্রকে আমি ঈশ্বরের প্রেমের কথা বোঝাতে চাইলাম। সে উত্তরে বলল, '' আমি বুঝতে পারছি না।'' আমি আরেকটু আলোচনা চালিয়ে গেলাম। বললাম, না, তুমি সত্যিই তা দেখতে পাবে না, কারণ তুমি অন্ধকারে থাকা মানুষের মতো। আর আমি জানি তা কেমন, কারণ আমিও একসময় সেই রকম আত্মিক অন্ধকারে বাস করেছি(কিন্তু আমি এখন সেই অন্ধকার ঘরের বাইরে রয়েছি যেখানে ঈশ্বরের প্রেমের সূর্য্য চমকাচ্ছে। বললাম, ডেভিড, যদি ঈশ্বরের প্রেম কি তা তুমি বুঝতে চাও তবে তোমাকে অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে আসতে হবে। সেই দিন ডেভিড হাঁটু গেড়ে প্রভু যীশুকে তার জীবনে আহ্বান করেছিল, তার জীবনের পাপের (মা চেয়েছিল। প্রার্থনা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে ডেভিড যা বলল তা আমি আজও মনে রেখেছি(তার কথায়,'' এই অভিজ্ঞতা যে কতো অপূর্ব তা আমি আগে কখনও ভাবিনি,।'

দৃষ্টি শক্তি(র জন্য মানুষ যেভাবে ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি উপভোগ করতে পারে, সেইভাবেই আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি মানুষকে ঈশ্বরের উপস্থিতির বাস্তবতা এবং সেই সাথে তাঁর প্রেম ও পরাত্র(ম বুঝতে সাহায্য করে।

স্বর্গারোহণের পর প্রভু যীশু তাঁর প্রেরিত শিষ্য সাধু যোহনের মাধ্যমে লায়াদিকেয়ার মন্ডলীর আত্মিক অবস্থা বর্ণনা করতে বলেছিলেন,**'' কিন্তু তুমি জান না যে তুমিই দুর্ভাগ্য, কৃপাপাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও উলঙ্গ (প্রকাশিত বাক্য ৩ ১৭)।** কল্পনা করতে পারছেন এই অবস্থা, যেখানে একজন অন্ধ ব্যক্তি(এটুকুও উপলব্ধি করতে পারছে না যে সে অন্ধ! লায়াদিকেয়া মন্ডলীর আত্মিক অবস্থা সঠিক ভাবে নির্ণয় করার পর প্রভু যীশু তা সুস্থ করবার জন্য যে ঔষধের কথা বললেন তা শুনুন,**'' চ(ুতে অঞ্জন লেপন কর যেন দেখতে পাও'' (প্রকাশিত বাক্য ৩ ১৮)।** আর এই পরামর্শ সত্যি মূল্যবান! আত্মিক অন্ধত্ব দূর করার জন্য আত্মিক চ(ু উন্মোচন করা প্রয়োজন, যেটি পবিত্র আত্মার কাজ।

আপনার প্রথম জন্ম দৈহিক জন্ম, আর এই জন্ম আপনাকে আত্মিক দৃষ্টি এবং আত্মিক বিষয় বোঝবার (মতা দিতে স(ম নয়। আপনি যদি এই আত্মিক অন্ধত্ব থেকে বার হয়ে গৌরবময় ঈশ্বরের জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাষিত হতে চান (২করিন্থীয় ৪ ৬) তবে আপনাকে দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণ করতে হবে। প্রভু যীশু নিকদীমকে এই দ্বিতীয় জন্মের কথাই বলেছিলেন

> **মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই(আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই। আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নতুন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না (যোহন ৩ ৬,৭) ..... নতুন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না (যোহন ৩ ৩)।**

সুতরাং আপনি যদি ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে চান তবে আপনাকেও নতুন জন্ম লাভ করতে হবে।

অন্য আর পাঁচটা মানুষের মতোই আপনার জীবনে একটা ঈশ্বর সৃষ্ট

শূন্য স্থান রয়েছে যা পূর্ণ হবার জন্য ক্রন্দন করে। আর এই আত্মিক শূন্যতা কেবলমাত্র তখনই পূর্ণ হতে পারে যদি পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট আপনার অন্তরে বিরাজ করেন। আপনি যখন তাঁকে আপনার জীবনের পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করেন তখন তিনি যে জন্য প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন তা আপনার জীবনে কার্য্যকারী হয়ে উঠবে। তিনি কেবলমাত্র আপনার পাপের ক্ষমা দিতেই মৃত্যু বরণ করেন নি, তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন যাতে আপনার অন্তর আত্মিক অর্থে শুচিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, যেন তিনি সেখানে বাস করতে পারেন। আর তিনি আপনার অন্তরে এসে বাস করার আগে আপনার সকল পাপের ক্ষমা হওয়া প্রয়োজন।

আফ্রিকার একজন বিশ্বাসীর সাথে কথা বলার সময় আমি অনুভব করলাম যে, দেশের যুবক যুবতীদের কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার জন্য সেই বিশ্বাসীর অন্তর ভারগ্রস্থ হয়ে আছে। পরবর্তী সপ্তাহে প্রায়২০০জন পালকের কাছে আমার বাইবেল প্রচার করার কথা ছিল, আর তাই আমি তাকে সেখানে আমন্ত্রণ জানালাম। পালকদের নিয়ে যেখানে সভাটির আয়োজন করা হয়েছিল তা সেখান থেকে কয়েকশ মাইল দূরে আর তাই আমি উইলিয়ামকে বাসে করে সেখানে পৌঁছাতে বললাম। উইলিয়াম কিন্তু ভীড়ে ঠাসা বাসে ঝুলে উচু নীচু রাস্তার এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় সেই সভাতে এসে পৌঁছালো। সভাতে ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে আরও জানতে পেরে তাকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে হলো। বাসে চড়ে এই ক্লান্তিকর পথ অতিক্রম করে না এলে উইলিয়াম কোনো ভাবেই সেই সভাতে যোগ দিতে পারতো না এবং ঈশ্বরের বাক্যের আনন্দ উপভোগ করতে পারতো না। ঠিক তেমন ভাবেই প্রভু যীশুও জানতেন যে আমার আপনার সাথে সহভাগিতার মধ্যে প্রবেশ করতে হলে তাঁকে আগে পাপ হতে আপনার হৃদয় শুচি করার ব্যবস্থা করতে হবে। আর এর জন্য প্রথমে পাপের ক্ষমার প্রয়োজন হলেও ঈশ্বরের প্রধান ইচ্ছা ছিল যেন আপনি খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেন এবং ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতার

মধ্যে প্রবেশ করেন। আপনি কি এর থেকে আর বেশী কিছু চান? আসলে খ্রীষ্টের সাথে এই ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রবেশ করার জন্যই ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্টি করেছিলেন।

আপনি যদি জানেন যে খ্রীষ্ট আপনার হৃদয়ে বাস করছেন তবে তার অর্থ এই যে আপনার অনন্ত জীবন শুরু হয়ে গেছে। খ্রীষ্ট যখন আপনার অন্তরে বাস করেন তখন তাঁর উপস্থিতির দরুন তাঁর জীবন আপনার জীবনে সঞ্চারিত হয়।

আর সেই সাক্ষ্য এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রে আছে। পুত্রকে যে পাইয়াছে, সে সেই জীবন পাইয়াছে; ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নাই, সে সেই জীবন পায় নাই (১ যোহন ৫ ১১-১২)।

আর তাই আমার বন্ধু ডেভিড সেই জীবনে প্রবেশ করার জন্য যখন পাপের ক্ষমা চেয়েছিল তখন প্রভু এসে তাঁর জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। এ ঘটনায় আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কারণ এটাই স্বাভাবিক বিষয়। ডেভিড সেই অভিজ্ঞতা লাভ করে আবেগে বলে উঠেছিল, "আমি ভাবতেও পারিনি যে এ এমন এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা হবে!"

কিন্তু কিভাবে?

পিতরের প্রচার শোনবার জন্য সমবেত জনতা যখন পিতরের কাছে জীবন, মৃত্যু ও খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্বন্ধে প্রচার শুনছিল তখন ঈশ্বর তাদের মনে পরিত্রাতা খ্রীষ্টকে জানবার ইচ্ছা দিলেন। পবিত্র আত্মা আপনার জন্য যে কাজ করছেন তা তিনি তাদের জন্য করলেন। তারা পিতরের এই কথা মন দিয়ে শুনলেন যে, যীশুই হলেন প্রভু এবং ঈশ্বরের সেই মশীহ। আর যীশু সম্বন্ধে এই জ্ঞান তাদের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপন্ন করলো এবং তাদের মনে পরিত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা জন্মালো। শাস্ত্রে লেখা আছে, নিজেদের দিকে তাকিয়ে তারা দেখল যে কিভাবে তারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখান করেছে এবং

সেই ক্রুশে হত ত্রাতার প্রতি কত উদাসীনতা দেখিয়েছে, তখন তাদের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হল এবং ঐকান্তিকভবে তারা জানতে চাইল,**" ভ্রাতৃগণ, আমরা কি করিব?"(প্রেরিত ২ ৩৭)।**

পিতরের প্রথম উত্তর ছিল, **"মন ফিরাও"**। পিতর তাদের অনুতাপ করার জন্য চেতনা দিলেন। অনুতাপ ছাড়া অন্তর থেকে প্রকৃত বিশ্বাস আসে না। যে বিশ্বাস পরিত্রাণ দেয়, তা সাথে নিয়ে আসে নির্ভরতা এবং সেই সাথে তা অন্তরে পরিবর্তিত হবার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে।

যীশু আপনার জীবনে তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুবরণের মাধ্যমে যা সাধন করেছেন তার জন্য যখন আপনি তাঁকে ধন্যবাদ দেন তখন ঈশ্বরের প্রতি এবং পাপের প্রতি আপনার ধ্যানধারণার নাটকীয় পরিবর্তন হয়। আর কেবল তখনই পবিত্র আত্মা আপনার আত্মিক চোখ খুলে দেন এবং তখন আপনার মন ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিষয়গুলি দেখতে থাকে। আসলে অনুতাপের অর্থ হলো মন পরিবর্তন। সুতরাং নতুন জন্মের প্রকৃত অভিজ্ঞতা আপনার মনে ঈশ্বর ও পাপ সম্বন্ধে চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন আনে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুতাপ (পরিবর্তিত মন) ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদকে প্রত্যাখান করে। আমি আফ্রিকার মানুষদের দেখেছি, যারা বহু বছর ধরে কষ্ট সহকারে তাদের মূর্তিপূজা সম্বন্ধীয় আচার ব্যবহার ধরে রেখেছিল, তারাই খ্রীষ্ট যীশুকে গ্রহণ করার পর সর্বসমক্ষে সেই সমস্ত পূজো করার উপকরণগুলি পুড়িয়ে দিয়েছে। আমার এমনও অনেক বন্ধু আছে যাদের ধর্মত্যাগ করার পর সমাজ থেকে বহু তাড়না এমন কি মৃত্যুর হুমকি পর্যন্ত সহ্য করতে হয়েছে, কারণ তারা বাইবেলের সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, যিনি তাদের পুরাতন ধর্মের থেকে আলাদা। পরিত্রাণ লাভের জন্য যে বিশ্বাস প্রয়োজন তার মূলে এই দৃঢ় প্রত্যয় থাকা উচিত যে, যীশুই হলেন যিহোবা -- একমাত্র ত্রাণকর্তা এবং ঈশ্বর।

পাপ সম্বন্ধে বিশ্বাসে যখন আপনি পরিত্রাণ লাভের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করবেন তখন আপনার পাপময় অবস্থা বুঝতে পেরে আপনার লজ্জা হবে এবং দুঃখ লাগবে। পাপ সম্বন্ধে আপনার মন পরিবর্তন বা অনুতাপের অর্থ হলো যে আপনি পাপ সম্বন্ধে আর অচেতন থাকবেন না, পাপ সম্বন্ধে নিজেই লজ্জিত হবেন, কোনো অজুহাত দেখাবেন না এবং আপনার ধার্মিকতা দ্বারা যে আপনাকে উদ্ধার করবে না তাও বুঝতে পারবেন। ঈশ্বরের পবিত্রতার কাছে আমাদের সর্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান (যিশাইয় ৬৪ ৬)। কিন্তু আপনি যখন ঈশ্বরের প্রতি ফিরবেন তখন আপনার জীবনের যে সব বিষয় তাঁকে আনন্দ দেয় না, সেই সব থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা আপনার হবে।

কল্পনা করুন কোনো সৈনিক ছুটিতে বাড়ি গেলেন। এরপর ধরুন একদিন তিনি দুটি চিঠি পেলেন, এরমধ্যে একটি তার বন্ধুর কাছ থেকে, আর অপরটি তার কমান্ড অফিসারের কাছ থেকে । প্রথম চিঠিতে বন্ধু তাকে তার বিয়েতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, আর অন্যটিতে তার অফিসার তাকে কাজে যোগ দিতে বলছেন। নিশ্চয়ই আমন্ত্রণ ও আদেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যে কোনো আদেশের কেবলমাত্র বাধ্যতা বা বিদ্রোহ দ্বারা উত্তর দেওয়া যায়।

ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন, তিনি জানেন যে পাপ আপনার জীবনকে ধ্বংস করে দেবে, আর তাই তিনি আপনাকে অনুতাপ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান না বরং অনুতাপ করার জন্য আপনাকে আদেশ করেন। সাধু পৌল তাই গ্রীসের দার্শনিক ও পথচারীদের কাছে এই ব'লে সুসমাচার প্রচার শেষ করেছিলেন,**"ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সর্বস্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন (প্রেরিত ১৭ ৩০)।** আর এই সকল মানুষের মধ্যে আপনিও আছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় হলো এই যে আপনি যখন ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার ভুল ধ্যান ধারনা ও আপনার ব্যক্তিগত পাপ থেকে ফেরেন এবং খ্রীষ্টকে লাভ করার জন্য বিশ্বাসে তাঁর কাছে আসেন, তখনই পবিত্র আত্মা আপনার হৃদয়ে

সেই সব ইচ্ছা ও কাজ উভয়ই সাধন করেন (ফিলিপীয় ২ ১৩) যা ঈশ্বরের চোখে ন্যায্য। এইভাবে যারা প্রকৃতরূপে অনুতাপ করে, ঈশ্বর তাদের তাঁর আজ্ঞা পালনের ইচ্ছা ও শক্তি(উভয়ই যোগান। আর এইভাবে ঘটলে তবেই আপনার জীবন পরিবর্তিত হবে এবং ঈশ্বর নিরূপিত (মতার অধিকারী হবেন।

আমি আপনাদের বন্ধু হিসাবে আর দেরী না করে প্রভু যীশুকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। এমন এক নির্জন স্থান খুঁজে নিন যেখানে আপনি ঈশ্বরের চরণে নত হয়ে প্রার্থনা করতে পারবেন। অবশ্য আপনি যদি তোতা পাখীর মতো কিছু কথা আওড়ান তাতে আপনার কোনো উপকার হবে না। আসল বিষয় হলো আপনাকে বিশ্বাসে যীশুর আহ্বানে সাড়া দিতে হবে, যিনি বলেছেন,**" আমিই পথ সত্য ও জীবন(আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকট আইসে না" (যোহন ১৪ ৬)।**

এখন আপনি চোখ বন্ধ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রার্থনা করতে পারেন অথবা এই প্রার্থনাটি করতে পারেন।

প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে জানিনি, তোমাকে প্রেমও করিনি(কিন্তু ধন্যবাদ দিই যে তুমিই আমাকে জেনেছ, আমাকে ভালোবেসেছ।

আমি জানি, আমি একজন পাপী আর আমি নিজের প্রচেষ্টায় যে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি না তাও জানি। হে প্রভু যীশু, এখন তাই বিশ্বাসে আমি তোমার প্রতি ফিরছি এবং আমি তোমার কাছে (মা চাইছি! আমি স্বীকার করি যে আমি একজন পাপী, এবং আমার পাপের জন্য আমি অনুতাপ করছি। প্রভু যীশু তুমি আমার জন্য প্রাণ দিয়েছিলে এবং তোমার অমূল্য জীবন দায়ী শক্তি(সম্পন্ন রক্তে(আমাকে শুচি করেছ ব'লে আমি তোমার ধন্যবাদ করি।

প্রভু যীশু তুমি আমার জীবনে এসো এবং আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করো।

তোমার ধন্যবাদ করি প্রভু যীশু, কারণ তোমার পবিত্র আত্মার দ্বারা আমি পূনর্জন্ম লাভ করেছি। তোমার পুন(খানের শক্তি(দ্বারা আমি যে তোমার সন্তানে পরিণত হয়েছি এবং আমি যে চিরদিন তোমার সাথে বাস করবো এই জ্ঞান আমার কাছে অপূর্ব।

"....তাঁহার উপর যে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হইবে না (১ পিতর ২ ৬)।

এবার এমন কারো কাছে আপনার এই অভিজ্ঞতার কথা বলুন। স্মরণে রাখবেন খ্রীষ্ট যীশু আপনার অন্তরে বাস করেন, এবং তাঁর জন্য জীবন যাপন ও কথা বলার জন্য যে শক্তি(র প্রয়োজন তা কেবল তিনিই যোগাতে সমর্থ।

"... তুমি যদি মুখে যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করো এবং হৃদয়ে বিশ্বাস করো যে ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন তবে পরিত্রাণ পাইবে। কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে ধার্মিকতার জন্য এবং মুখে স্বীকার করে পরিত্রাণের জন্য" (রোমীয় ১০.৯-১০)।

স্লোভাকিয়া থেকে লেখা একটি চিঠি

‘‘ প্রিয় বন্ধু, আমি এই মাত্র আপনার লেখা ‘‘ঈশ্বরের সন্ধানে’’ নামক এই অপূর্ব বইটি পড়ে শেষ করলাম। আমি জানি আমি এখন আর আগের মতো থাকবো না। প্রভু যীশু আমাকে গ্রহণ করেছেন এবং আমি আমার জীবন তাঁকে সঁপে দিয়েছি। আমি চাই আমার বন্ধুরাও আমার মতো এই আনন্দ লাভ করে, আর তাই আপনার কাছে বইটির আরো দুটি কপির অর্ডার দিচ্ছি যাতে তাদের পড়তে দিতে পারি.....

‘‘সুসমাচারের মাধ্যমে খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন ক’রে পরিত্রাণের লাভের এই যে সুযোগ আপনি আমার কাছে এনে দিয়েছেন, তার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।..... আমরা ভাবতেও পারিনি যে এমন সুন্দর একটি বই থাকতে পারে। ’’

একটু ভেবে দেখুন

১) আপনাকে উদারহস্তে যদি কেউ কিছু দান করে তবে আপনি কিভাবে সেই দান গ্রহণ করবেন?
আপনি কি বলবেন,‘‘আমায় আরো দাও’’?
নাকি সেই দানের জন্য বলবেন,‘‘ধন্যবাদ’’?

২) আপনি কি আপনার অনুভুতি দিয়ে না আপনার বিশ্বাস দ্বারা বোঝেন যে আপনি ঈশ্বরের সন্তান?

‘‘ কারণ অনুগ্রহেই বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ, এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান (ইফিষীয় ২ ৮)।

৩) প্রভু যীশুতে বিশ্বাসী হবার দ(ন কি আপনার জীবনে
অনুতাপ এসেছে?
ধন্যবাদ দানের ইচ্ছা জেগেছে?
তাঁর উপর নির্ভরতা এসেছে?

৪) আপনাকে পরিত্রাণ করার জন্য আপনি কি এখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে চান? তিনি প্রভু হয়েও আপনার জন্য যে এই কাজ করেছেন ব’লে কি আপনি প্রভু যীশুর প্রশংসা করতে চান?

আমি কখনও এমন কোনো অবস্থা, সংকট বা পরী(ার মধ্যে দিয়ে যাইনি, যে সম্বন্ধে পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু যীশু অবগত নন। আর যখন তা তাঁদের মধ্যে দিয়েই এসেছে তখন বুঝতে হবে তা কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমার কাছে এসেছে, যা আমি হয়তো এই মুহূর্তে বুঝছি না। কিন্তু আমি যখনই মন থেকে ভয় দূর করে ঈশ্বরের সিংহাসনের দিকে চোখ মেলে তাকাব এবং এসব তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদস্বরূপ এসেছে ব'লে গ্রহণ করবো, তখন কোনো দুঃখই আমাকে বিচলিত করতে পারবে না, কোনো পরী(াতেই আমি হার মানবো না, কোনো অবস্থাতেই আমি ভেঙ্গে পড়বো না, কারণ তখন আমার মন প্রভুর আনন্দে বিশ্রাম করবে।
এটাই তো বিশ্বাসের বিজয়!

অ্যালান রেডপাথ

দশম অধ্যায়

এর পর কি?

পরিত্রাণের জন্য কোনো মূল্য দিতে হয় না ! মানুষ পরিশ্রম দ্বারা তা অর্জন করতেও পারে না। প্রভু যীশু তা আমাদের জন্য তা সাধন করে থাকেন।

আপনি যদি আন্তরিক ভাবে আগের পাতায় দেওয়া প্রার্থনাটি (বা অনুরূপে কোনো প্রার্থনা) ক'রে থাকেন তবে আপনার বিশ্বাস আপনাকে ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান ক'রে তুলেছে।

> **কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার (মতা দিলেন (যোহন ১ ১২)।**

আপনার মনে হয়তো প্র্ন জাগছে, ''কিন্তু এর পর কি?''

শিষ্যদের ছেড়ে যাবার ঠিক আগে , অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করে স্বর্গে ফিরে যাবার আগে প্রভু বলেছিলেন,**'' আমাতে থাক, আর আমি তোমাদিগতে থাকি'' (যোহন ১৫ ৪)।** প্রভু যীশু এই কথাগুলির মাধ্যমে খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন আসলে কি তা ব্যাখ্যা করেছেন। ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একজন বিশ্বাসী তাঁর পুত্রে রয়েছে --আর সেখানেই তাকে র(া করে রাখা হয়, যত(ণ পর্যন্ত না সে নিরাপদে স্বর্গে পৌঁছাচ্ছে। অবশ্য মানুষের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে দাঁড়াবে এই যে, যেহেতু পুন(খিত প্রভু প্রকৃত বিশ্বাসীর সাথে বাস করেন তাই বিশ্বাসীর পরিবারবর্গ, তার বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীরা এমন এক পরিবর্তিত জীবন দেখতে পাবেন, যা কেবলমাত্র অন্তরে বাসকারী খ্রীষ্টের উপস্থিতি দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যাবে।

কল্পনা ক(ন,আগুনের মধ্যে একটা লোহার শিক গোঁজা আছে। বলা যায় শিকটা আগুনে রয়েছে, আরও কাছ থেকে দেখলে দেখা যাবে আগুনও যেন সেই শিকের মধ্যে রয়েছে। অনুরূপ আরেকটি উদাহরণ দিই, ধ(ন একটা পেয়ালা একবালতি জলে ডোবানো আছে, বলা যায় পেয়ালাটি জলে আছে এবং অপরপ(জলও পেয়ালার মধ্যে আছে।

আপনি যখন নতুন জন্ম লাভ করেন তখন পবিত্র আত্মা আপনাকে বাপ্তিস্মের বা নিমজ্জনের মাধ্যমে খ্রীষ্টের দেহের সাথে যুক্ত(করেছে। এখন বাইবেল আপনাকে এই নিশ্চয়তা দান করে যে **আপনার জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে গুপ্ত রয়েছে (কলসীয় ৩ ৩)** । হ্যাঁ, পুনর্জন্মের কারণে আপনি এখন খ্রীষ্টে রয়েছেন। এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা! আরেকটি কথা, আপনি যখন জন্মলাভ করেছিলেন তখন পবিত্র আত্মার পরাত্র(ম দ্বারা আপনার মধ্যে বাসকারী পুন(খিত খ্রীষ্টের গৌরবময় জীবন আপনার কাছে এক বাস্তব ব্যক্তি(গত অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। আর তাই এখন আপনি আনন্দ করতে পারেন, কারণ **গৌরবের আশা সেই খ্রীষ্ট তোমাদের মধ্যবর্তী (কলসীয় ১ ২৭)।** আর যেহেতু আপনি নতুন জন্ম লাভ করেছেন তাই খ্রীষ্ট আপনার মধ্যে বাস করেন। অপূর্ব!

আসুন, আমরা আরেকটু এগিয়ে দেখি -- আমি খ্রীষ্টে আছি এবং খ্রীষ্ট আমাতে আছেন, এই উভয়মুখী সত্য সম্বন্ধে বাইবেল আর কি বলছে।

আমি খ্রীষ্টে রয়েছি

ফলতঃ আমরা কি যিহূদী কি গ্রীক, কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি ..(১ করিন্থীয় ১২ ১৩)।

তোমরা কি জান না যে, আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত

হইয়াছি? অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছি(যেন খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নতুনতায় চলি (রোমীয় ৬ ৩,৪)।

কারণ তোমরা মরিয়াছ, এবং তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে গুপ্ত রহিয়াছে (কলসীয় ৩ ৩)।

বহু বছর আগের কথা, আমার চেনা একটি ছোট্ট বালকের লিউকোমিয়া হয়েছিল। সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র সাত বৎসর । প্রতি তিন মাস অন্তর এই বালকটিকে শিরদাঁড়ায় ইনজেকশন নেবার জন্য ডাক্ত(ারের কাছে যেতে হতো। একবার চিকিৎসক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,"ডেরিল, শিরদাঁড়ায় ইনজেকশন নেবার সময় তুমি অন্য ছেলেমেয়েদের মতো কাঁদনা কেন? তোমার কি ব্যথা লাগে না? ডেরিল উত্তর দিল," হ্যাঁ নিশ্চয় লাগে, কিন্তু ছুঁচ আমার গায়ে ফোঁটার আগে তা প্রভু যীশুর হাতের মধ্যে দিয়ে আসে।"

এটা জেনে আপনার ভালো লাগবে যে, যেহেতু আপনি এখন খ্রীষ্টে আছেন, তাই যা কিছু আপনার জীবন স্পর্শ করে বা আপনাকে পরী(া করে, তা তিনি যথেষ্ট স(মতার সাথে সামলাতে পারেন। এই হলো বিশ্বাস! আপনি যেমন ভাবে বিশ্বাসে প্রভু যীশুকে গ্রহণ করেছিলেন, সেই একই বিশ্বাসের নীতিতেই প্রভু যীশুর মাধ্যমে আপনি আপনার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন মিটাতে পারবেন। অন্য কথায়, বিশ্বাসের প্রথম পদ(প আপনার কাছে এমন এক স্থানের দরজা খুলে দেবে, যেখানে আপনি অবিরত সেই বিশ্বাসে বিচরণ করতে পারবেন।

অতএব খ্রীষ্ট যীশুকে, প্রভুকে যেমন গ্রহণ করিয়াছ, তেমনি তাঁহাতেই চল (কলসীয় ২ ৬)।

আপনি নতুন জন্ম লাভ করলেও ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে এই প্রত্যাশা করেন না যে আপনি প্রভু যীশুর জীবন অনুকরণ করবেন। ল(ল(খ্রীষ্টিয়ান তা চেষ্টা ক'রে হতাশ এবং শেষে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য যে অপূর্ব ব্যবস্থা করে রেখেছেন তার কথা বলছেন। আমরা ইতিমধ্যেই খ্রীষ্টে মৃত্যুবরণ করেছি। আর খ্রীষ্টে মৃত্যুবরণ করার জন্য ব্যবস্থার যে দাবীদাবাগুলি তা পালনে ব্যর্থতার যে দন্ড তা আমাদের, অর্থাৎ যারা খ্রীষ্টে রয়েছি তাদের ে ত্রে প্রযোজ্য নয়। **কারণ খ্রীষ্ট মূল্য দিয়ে ব্যবস্থার অধীন লোকদের মুক্ত(করেছেন (গালাতীয় ৪ ৫)।** সুতরাং অতীতের মতো বর্তমানে এবং এমনকি ভবিষ্যতেও আমরা এই ধরণের চিন্তা থেকে মুক্ত(যে আমরা আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় ব্যবস্থার দাবীদাবাগুলো পূর্ণ করবো। হ্যাঁ আত্মিক জীবন যাপন করার জন্য আমরা আর নিজেদের উপরে আস্থা রাখি না। কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসা হোক, কারণ এখন আমরা এখন খ্রীষ্টে জীবিত(আর সেই পুন(খিত খ্রীষ্টই কেবলমাত্র আমাদের সেই জীবন যাপন করতে স(ম করেন। **কারণ আমরা যারা আত্মার বশে চলেছি, ব্যবস্থার ধর্মবিধি সেই আমাদিগেতে সিদ্ধ হয় (রোমীয় ৮ ৪)।**

সমস্যা আসে যখন আমরা নিজেদের শক্তি(তে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা এবং প্রলোভোনের মোকাবিলা করতে যাই। একজন নতুন বিশ্বাসী এই প্রচেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ হয় কারণ সে দেখে যে খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য সে নতুন জন্মের আগের মতোই অ(ম। প্রভু যীশু তাই আমাদের পূর্বেই এই বিষয়ে সাবধান করতে বলেছিলেন,**" আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না "(যোহন ১৫ ৫)।**

গালাতীয় বিশ্বাসীদের কিছু দিনের মধ্যেই এই সত্য ভুলে গিয়ে নিজের চেষ্টায় ধার্মিক হবার মিথ্যা প্রচেষ্টা করতে দেখে সাধু পৌল এই কড়া কথাগুলি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন –

" হে অবোধ গালাতীয়েরা, কে তোমাদিগকে মুগ্ধ করিল?..... কেবল এই কথা তোমাদের কাছে জানিতে চাহি, তোমরা কি ব্যবস্থার কার্য্য হেতু আত্মাকে পাইয়াছ ? না বিশ্বাসের বার্তা

শ্রবণ হেতু ? তোমরা কি এমন অবোধ? আত্মাতে আরম্ভ করিয়া এখন কি মাংসে সমাপ্ত করিতেছ?"(গালাতীয় ৩ ২-৩)।

হ্যাঁ, তারাও আপনার আমার মতোই বিশ্বাসে খ্রীষ্টে নতুন জীবন যাপন করতে শু(করেছিল। আর কেবল এই নির্ভরতা পূর্ণ বিশ্বাস দ্বারাই তারা জীবনে রাজত্ব করতে স(ম হবে, কারণ লেখা আছে,**" যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতা দানের উপচয় পায়, তাহারা কত অধিক নিশ্চয় জীবনে রাজত্ব করিবে " (রোমীয় ৫ ১৭)।**

গালাতীয়াতে সে সময় দুঃখজনক ভাবে নির্ভরতার জন্য যে বিশ্বাস প্রয়োজন হয় তা সেখানকার বিশ্বাসীদের মধ্যে থেকে হারিয়ে গেছিল আর তার পরিবর্তে এসেছিল ধার্মিক হবার ((, শুষ্ক আত্মপ্রচেষ্টা। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, কারণ আপনি যদি প্রভুর উপর নির্ভর করে চলতে শু(করেন তবে আপনার জীবনে সেই দুঃখজনক পরিস্থিতি আসবে না, যা গালাতীয়দের জীবনে এসেছিল।

খ্রীষ্ট আমাতে বাস করেন

খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রু(শারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই(কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন(আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই যাপন করিতেছি(তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন এবং আমার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন" (গালাতীয় ২ ২০)।

আর যদি খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে থাকেন তবে দেহ পাপ প্রযুক্ত(মৃত বটে, কিন্তু আত্মা ধার্মিকতা প্রযুক্ত(জীবন। আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের মর্ত্ত্য দেহকেও জীবিত করিবেন" (রোমীয় ৮ ১০-১১)।

কারণ পরজাতিগণের মধ্যে সেই নিগূঢ়তত্ত্বের গৌরব ধন কি তাহা পবিত্রগণকে জ্ঞাত করিতে ঈশ্বরের বাসনা হইল(তাহা তোমাদের মধ্যবর্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা''(কলসীয় ১ ২৭)।

যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন ..... (ইফিষীয় ৩ ১৭)।

খ্রীষ্ট যে আপনার সাথে বাস করছেন এই বিশ্বাস ব্যক্ত(করতে আপনি বলতে পারেন,'' ধন্যবাদ প্রভু যীশু, তুমিই সর্বেসর্বা, আমি কিছুই নই। তুমি যা তা আমার জীবনে প্রকাশ করতে আমি তোমায় অনুমতি দিচ্ছি''। আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের এক আশ্চর্য্যজনক সত্য এই যে আপনাকে বিজয়ী করার দায়িত্বভার ঈশ্বর আরেক জনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন -- তিনি প্রভু যীশু! প্রভু যীশুই একমাত্র আপনাকে জীবনের বিভিন্ন প্রলোভন থেকে উদ্ধার পেতে এবং বিভিন্ন সুযোগের যথাযথ সদ্ ব্যবহার করতে সাহায্য করতে পারেন। খ্রীষ্ট বিনা একজিন ঈশতত্ববিদ হওয়া সম্ভব, খ্রীষ্ট ছাড়া এক জন প্রচারক এমনকি একজন মিশনারী হওয়াও সম্ভব(কিন্তু খ্রীষ্ট যদি আপনার অন্তরে না থাকেন তাহলে একজন খ্রীষ্টিয়ান হওয়া সম্ভব নয়।

একমাত্র প্রভু যীশুই পারেন প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান জীবন যাপন করতে। আর এখন অলৌকিকভাবে তাঁর আত্মা দ্বারা তিনি আপনার জীবনে বাস করতে শু(করেছেন। এর ফলে আপনি যা কখনো নিজ প্রচেষ্টায় সাধন করতে পারতেন না, তা এখন তিনি আপনার মাধ্যমে এবং আপনার জন্য করতে পারেন। যিনি শুচি, তিনিই এই নীতিহীন, অশুচি জগতে আপনার শুচিতা হবেন। যিনি বিজয়ী, সেই প্রভুই এই প্রলোভন পূর্ণ জগতে আপনাকে বিজয়ী করবেন। যিনি স্বয়ং প্রেম, সেই খ্রীষ্টই এই স্বার্থপর জগতে আপনার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ করবেন। যিনি পুন(থান ও জীবন, তিনিই বর্তমানে আপনার খ্রীষ্টিয় জীবন হয়ে উঠেছেন।

যিনি হারিয়ে যাওয়া মানুষদের অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করতে এসেছিলেন (লূক ১৯ ১০), আপনি যখন আপনার জীবন নম্রভাবে সেই প্রভুযীশু খ্রীষ্টের

চরণে উৎসর্গ করবেন,তখন ঐ হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলিকে উদ্ধার করতে তিনি যে আপনাকে ব্যবহার করবেন, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন। জীবন সত্যি উত্তেজনাময় হয়ে ওঠে যখন একজন বিশ্বাসী আবিস্কার করে যে, তিনিও খ্রীষ্টকে অপর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

স্মরণে রাখবেন, খ্রীষ্ট স্বর্গারোহন করলেও তিনি নিজেকে আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নেন নি। পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে তিনি তাদের বলেছিলেন

''আর অল্প কাল গেলে জগৎ আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইবে(কারণ আমি জীবিত আছি, এই জন্য তোমরাও জীবিত থাকিবে। সেই দিন তোমরা জানিবে যে, আমি আমার পিতাতে আছি ও তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি তোমাদিগেতে আছি'' (যোহন ১৪ ১৯-২০)।

এখন আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন,'' ঈশ্বর খ্রীষ্টে আমায় যে প্রতাপ ধন দান করেছেন তা কিভাবে আমার জীবনে বাস্তব ও ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠতে পারে?'' ভালো প্র(ন। এই প্রশ্নের দ্বারাই বোঝা যায় আমরা বুদ্ধি দ্বারা যা বিশ্বাস করি তার সাথে কাজে ব্যবহার করার বিশ্বাসের মধ্যে ফাঁক রয়েছে। এই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে অবশ্য এই বিষয়টিও পরিষ্কার হয় যে বিশ্বাসকে কার্যকরী করার জন্য আপনার মনে গভীর ইচ্ছা রয়েছে। এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো, এক জন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ধন্যবাদ দানের মাধ্যমে তার জীবনে খ্রীষ্টের বিজয়ী জীবন সম্ভব করে তোলে। প্রকৃত যে বিশ্বাস, তা ধন্যবাদ দিতে ভোলে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় খ্রীষ্টে পরিত্রাণার্থে আপনার যে বিশ্বাস তা প্রকাশ করেতে আপনি তাঁকে ধন্যবাদ দিতে পারেন, কারণ আপনার পাপ সকল তিনি (মা করেছেন। আর এখন আপনি তাঁকে আবার ধন্যবাদ দিতে পারেন, কারণ আপনার যখন যেমন প্রয়োজন তখন তা মিটাতে তিনি স(ম। **বিনা বিশ্বাসে (ঈশ্বরের) প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয় (ইব্রীয় ১১ ৬)।** আপনি যদি তাঁকে খুশী করতে ইচ্ছা করেন তবে বিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে জীবন যাপন

করতে প্রভু যীশুকে অবিরত ধন্যবাদ প্রদান ক(ন, কারণ আপনার সকল প্রয়োজন মিটাতে তিনিই সমর্থ।

খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে গিয়ে যেসব খ্রীষ্টিয়ান নিপীড়ন সহ্য করছিল তাদের উৎসাহিত করতে সাধু পিতর তাদের লিখেছিলেন **হৃদয়মধ্যে খ্রীষ্টকে প্রভু বলিয়া পবিত্র করিয়া মান .....(১পিতর ৩ ১৫)।** তাড়নার মুখে পড়লে আপনি কিভাবে তার মোকাবিলা করবেন সেই সত্য এখানেই লুকিয়ে আছে। প্রভু যীশুই যে আপনার জীবনের প্রভু সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হোন।

আপনার হয়তো মনে আছে যে পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের বিভিন্ন নামগুলির মধ্যে আদোনাই একটি নাম। আদোনাই শব্দের অর্থ প্রভু অর্থাৎ তিনি আপনার মনিব। প্রভু ও মনিব হবার এই মতবাদ ব্যবহার করে পিতর বিশ্বাসীদের অনুযোগ করে বলেছিলেন, হৃদয়মধ্যে খ্রীষ্টকে প্রভু বলিয়া পবিত্র করিয়া মান।

প্রভু যীশু আপনার জীবনের মনিব হলে আপনি অবিরত তাঁর সহভাগিতার আনন্দ উপভোগ করবেন। কেবল তখনই আপনি তাঁর উপর এই আস্থা রাখতে পারবেন যে, তিনি আপনার দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি মেটাবেন এবং প্রয়োজনীয় সুযোগগুলি করে দেবেন। গীতরচক জর্জ ম্যাথিসন তাই লিখেছিলেন

প্রভু তুমি আমাকে বন্দী করো
তবেই তো আমি মুক্ত(হবো।
তরবারি ফেলে দিতে বাধ্য করো
তবেই তো যুদ্ধে জয়ী হবো।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা সাধারণ মানুষেরা যা ভেবে থাকি তা কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। আমি যা চাই তা করতে পারাটা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। কিন্তু আমার যা করা কর্তব্য তা করতে পারার (মতা লাভ করাই হলো প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা। সাধু পৌলের সেই কথাগুলি স্মরণ ক(ন **যিনি আমাকে শক্তি(দেন তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি (ফিলিপীয় ৪ ১৩)।**

১৮৫৯ সালে যখন উত্তর আয়ারল্যান্ডে উজ্জীবনের জোয়ার এসেছিল তখন হাজার হাজার মানুষ খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল। খ্রীষ্টের প্রতি তারা যে সমর্পিত জীবন যাপন করবেন তা প্রতিজ্ঞা করতে সেই সব বিশ্বাসীরা বিশ্বাসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবার একটি খসড়া তৈরী করে তাতে সই করেছিলেন। সেই সময় একসাথে বহু মানুষ পুন(খিত খ্রীষ্টের জীবন পরিবর্তনকারী শক্তি(র পরশ পান(আর এর ফলে সামগ্রিকভাবে সেই দেশের নৈতিক পরিবেশ বদলে যায়।

যদিও এই ধরনের খসড়া পত্র সই করা জ(রী নয় তবু এই সময়ে এটি আপনাকে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে সাহায্য করবে যে আপনি ঈশ্বরের এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। খসড়া পত্রটি পরের পাতায় দেওয়া হলো।

আর শান্তির ঈশ্বর, যিনি অনন্তকালস্থায়ী নিয়মের রক্ত(প্রযুক্ত(সেই মহান পাল- র(ককে, আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন, তিনি আপনার ইচ্ছা সাধনার্থে তোমাদিগকে সমস্ত উত্তম বিষয়ে পরিপক্ক ক(ন, আপনার দৃষ্টিতে যাহা প্রীতিজনক, তাহা আমাদের অন্তরে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা সম্পন্ন ক(ন(যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক (ইব্রীয় ১৩ ২০-২১)।

হাঙ্গেরি থেকে লেখা একটি চিঠি

পবিত্র বাইবেলের সাথে ঈশ্বরের সন্ধানে নামক বইটি পাঠানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি বইটি পড়ে শেষ করেছি এবং এর প্রত্যেক টি বিষয় আমি বাইবেলের সাথে মিলিয়ে দেখেছি। আমার কি বিশ্বাস করা উচিত এবং কেন তা বিশ্বাস করা উচিত, সে বিষয়ে জানতে ঈশ্বরের সন্ধানে নামক বইটি আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছে। আমি এখন বিশ্বাসী হয়েছি এবং বইটির সাহায্যে আমি সারাজীবন তাঁর পথে চলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি।

-- ট্রান্স ওয়ারল্ড রেডিও থেকে পাওয়া রিপোর্ট

আপনাকে **বিশ্বাসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ** হ'তে
সাহায্য করার জন্য কিছু শাস্ত্রাংশ পরের
পাতায় দেওয়া হলো।

বিশ্বাসে আমার প্রতিশ্রুতি

আমি পিতা ঈশ্বরকে আমার ঈশ্বর বলে স্বীকার করি

''তোমরা ..প্রতিমাগণ হইতে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছ, যেন জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা করিতে পার''।
(১ থিষলনীকীয় ১ ৯)

আমি প্রভু যীশুকে আমার প্রভু ও পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করি

''আর তাঁহাকেই ঈশ্বর অধিপতি ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া আপন দ(িণ হস্ত দ্বারা উন্নত করিয়াছেন, যেন....মনপরিবর্তন ও পাপমোচন দান করেন''।
(প্রেরিত ৫ ৩১)

আমি পবিত্র আত্মা গ্রহণ করি যেন পিতা ঈশ্বরের প্রেমে পূর্ণ হই

''আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে''।
(রোমীয়৫ ৫)

আমি ঈশ্বরের বাক্যকে আমার জীবনের পথ নির্দেশক করলাম

''ঈশ্বর নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্র লিপি আবার শি(ার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিভূত হয়''।
(২তীমথিয় ৩ ১৬-১৭)

আমি ঈশ্বরের প্রজাগণকে আপনজন বলে মনে করি

'' তোমার লোকই আমার লোক, তোমার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর''।
(রূতের বিবরণ ১ ১৬)

আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রভুর জন্য উৎসর্গ করি

''আমাদের মধ্যে কেহ আপনার উদ্দেশে জীবিত থাকে না, এবং কেহ আপনার উদ্দেশে মরে না। কারণ আমরা যদি জীবিত থাকি তবে প্রভুরই উদ্দেশে জীবিত থাকি, এবং যদি মরি তবে প্রভুরই উদ্দেশে মরি। এতএব আমরা জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই''।
(রোমীয় ১৪ ৭,৮)

আমি এই সিদ্ধান্ত সেচ্ছায় গ্রহণ করছি

''যাহার সেবা করিবে অদ্য তাহাকে মনোনীত কর। .... কিন্তু আমি ও আমার পরিজন আমরা সদাপ্রভুর সেবা করিব''।
(যিহোশূয় ২৪ ১৫)

ঐকান্তিকভাবে তা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি

''আমাদের (-ঘা এই, আমাদের সংবেদ সা(্য দিতেছে যে, ঈশ্বর দত্ত পবিত্রতায় ও সরলতায়, মাংসিক বিজ্ঞতায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে, আমরা জগতের মধ্যে এবং আরও বাহুল্যরূপে .. আচরণ করিয়াছি''।
(২করিন্থীয় ১ ১২)

বিনামূল্যে তা করছি

'' তোমার বিত্র(ম দিনে তোমার প্রজাগণ স্বেচ্ছায় দত্ত উপহার হইবে''
(গীতসংহিতা ১১০ ৩)

চিরকালের জন্য আমি এই অঙ্গীকার করছি

''খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে আমাদিগকে পৃথক করিবে? কি ক্লেশ? কি সঙ্কট? কি তাড়না? কি দুর্ভি(? কি উলঙ্গতা? কি প্রাণ- সংশয়? কি খড়গ?
(রোমীয় ৮ ৩৫)

সা(র ——————————————————————

তারিখ ----------